আপনার
নিয়ন সাইন
তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
যোগাযোগ করুন :
চ্যাম্পিয়ন নিয়ন
সাইন এণ্ড এলাইড ইণ্ডাষ্ট্রীজ
১১-এ মতিঝিল সার্কুলার রোড,
ঢাকা—২, ফোন : ২৫১৭৬১

রবিবারের
আজাদ
THE AZAD
প্রতিষ্ঠাতাঃ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

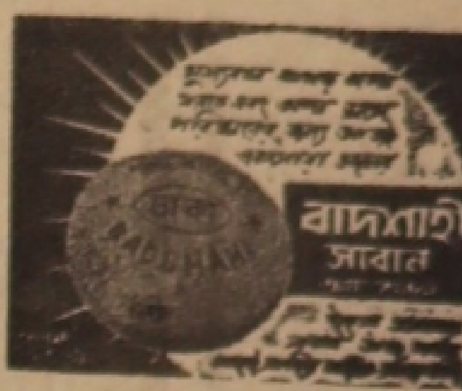

Regd. No. DA 77 :: ঢাকা :: ৩২শে শ্রাবণ রবিবার :: মফস্বল ১লা ভাদ্র সোমবার ১৩৭৬ :: ৩রা জমাদিয়স সানি ১৩৮৯ :: Sunday August 17, 1969 :: প্রতি সংখ্যা ১০ পৃষ্ঠা ২৫ পয়সা :: পঃ পাক ৩৫ পয়সা :: ৩৩শ বর্ষ :: ২৭৭শ সংখ্যা

অবিরাম বর্ষণে সামগ্রিক বন্যাপরিস্থিতির অবনতি

প্রদেশের পাঁচটি প্রধান নদীর পানির বিপদসীমা অতিক্রম

মরহুম আবদুল মালেকের লাশ সহকারে শোকমিছিলের দৃশ্য। —আজাদ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

স্বাধীনতা দিবস হইতে গতকাল শনিবার পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের জন্য প্রদেশের প্রায় সকল নদ-নদীতে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাঁচটি প্রধান নদীতে পানি বিপদসীমা অতিক্রম করিয়াছে। ফলে প্রদেশের সামগ্রিক বন্যা-পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়াছে।

ফেনীর শোভাপুর সেতুর সংযোগ পথ বন্যায় ডুবিয়া যাওয়ার জন্য গতকাল উক্ত রাস্তায় সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ

(৬ষ্ঠ পৃঃ ২-এর কঃ)

চিত্রলে বন্যা

এক ব্যক্তির মৃত্যু

(আজাদের পেশোয়ার প্রতিনিধি)

১৬ই আগষ্ট।—মাসতুজ এবং চিত্রল নদীতে ভয়াবহ বন্যার ফলে চিত্রল রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। চিত্রলের উচ্চ পার্বত্য এলাকায় বরফ গলিয়া নীচে নামিয়া আসায় এবং হিমানী সম্প্রপাতের দরুন এই বন্যায় সৃষ্টি হয়। হিমানী সম্প্রপাতের ফলে রাস্তাঘাট ডুবিয়া যায় এবং বহু সেতু ভাসিয়া চলিয়া যায়। বন্যায় মাসতুজ এবং মুলখোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী চারণ সেতুটি সম্পূর্ণভাবে ভাসিয়া গিয়াছে। বন্যার পানিতে ডুবিয়া কিছুসংখ্যক লোকের মৃত্যুও হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে এই পর্যন্ত সরকারী ভাবে মাত্র একজনের মৃত্যু সংবাদ স্বীকার করা হইয়াছে।

আলষ্টারে দাঙ্গায় ৮ ব্যক্তি নিহত : ৩১০ জন আহত

বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন : সান্ধ্য আইন জারীর প্রশ্ন বিবেচনা

বেলফাষ্ট, ১৬ই আগষ্ট।—আলষ্টারে ৪দিন ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৮ ব্যক্তি নিহত এবং ৩১০ ব্যক্তি আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তথায় সান্ধ্যআইন জারী করার কথা বিবেচনা করা হইতেছে।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের (আলষ্টার) আভ্যন্তরীণ বিষয়ক উজির রবার্ট পোর্টার উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। উজির সভার এক সভার পরই সান্ধ্য-আইন জারী করার বিষয়টি বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া তিনি জানান। আলষ্টারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটিলে আজ প্রধান শহরে আইন ও শৃংখলা ফিরাইয়া আনার জন্য বিপুলসংখ্যক বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি এখনও অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

আলষ্টারে প্রোটেষ্টেণ্টরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তথায় ক্যাথলিকগণ সরকারী ও আঞ্চলিক আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বসহ সকল ব্যাপারে কম সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে। যুগ যুগ ব্যাপী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকগণ প্রতিবাদ করিলে স্থানীয় পুলিশ তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পুলিশের সহিত ক্যাথলিক বিরোধী

(৬ষ্ঠ পৃঃ ৭-এর কঃ)

আফতাব আহমদের হ্যানয় যাত্রা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

উত্তর ভিয়েৎনাম সফরকারী প্রথম পাকিস্তানী সরকারী প্রতিনিধিদলের সদস্য পররাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল জনাব আফতাব আহমদ গতকাল শনিবার ঢাকা হইতে হ্যানয়ের পথে পিকিং রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। পিকিং এ তিনি মিশনের অপর সদস্য পিকিংস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব কে, এম কায়সারের সহিত মিলিত হইবেন এবং সপ্তাহকাল সফরের উদ্দেশ্যে উত্তর ভিয়েৎনাম যাত্রা করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান এখন পর্যন্ত উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারকে স্বীকৃতি দান করে নাই। তবে ইতিপূর্বে উত্তর ভিয়েৎনামের একটি শুভেচ্ছা মিশন পাকিস্তান সফর করে।

তরাঘাট দুর্ঘটনা

গতকাল আরও ৪টি লাশ উদ্ধার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা-আরিচা রোডের তরাঘাটে ফেরী দুর্ঘটনায় নিখোঁজ অপর ১৫ ব্যক্তির মধ্য হইতে গতকাল শনিবার আরও ৪টি লাশ উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনার স্থান হইতে মাইল ভাটিতে মেওতা ঘাটে এই লাশ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।

এই লইয়া এ পর্যন্ত মোট ৫টি লাশ উদ্ধার করা হইল। উল্লেখযোগ্য যে, দুর্ঘটনার দিন মোট ১৯ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার

(৬ষ্ঠ পৃঃ ৭-এর কঃ)

করাচীতে সাংবাদিক সম্মেলনে নুরুল আমীন

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা ঘোষণার দাবী

করাচী, ১৬ই আগষ্ট।—পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক জনাব নুরুল আমিন অবিলম্বে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা ঘোষণার জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানান।

তিনি জনাব হাতিম এ, আলভীর বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আজ অপরাহ্নে বলেন যে, তাঁহার মতে ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য ১৮ মাস সময় দান খুব বেশী হইয়া যায়।

জনাব নুরুল আমিন গত বৃহস্পতিবার রাত্রে লাহোর হইতে এখানে আসিয়া পৌছেন। তিনি আজ সাংবাদিকদের আরও জানান যে, আগামী মাসের কোন এক সময়ে ঢাকায় তাঁহার দলের সম্মেলন বসিবে।

তিনি বলেন, পি ডি পি দেশের সকল অংশের প্রতি ন্যায়ের ভিত্তিতেই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট পরিষদ গঠনের দাবী তুলিয়াছে। দেশের

(৬ষ্ঠ পৃঃ ৩ এর কঃ)

শহীদ মালেকের জানাজা সম্পন্ন : লাশ স্বগ্রামে প্রেরিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সংঘর্ষে নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় বর্ষ রসায়ন বিভাগের বি, এস, সি অনার্স পরীক্ষার্থী মরহুম আবদুল মালেকের নামাজে জানাজা গতকাল শনিবার সকাল আনুমানিক আটটায় মওলানা মোস্তফা আল মাদানীর ইমামতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজার সময় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে এক মর্মবিদারী দৃশ্যের অবতারণা হয়। মরহুমের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন লাশ দেখিয়া আকুল কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন।

নামাজে জানাজার পর এক শোক বিহ্বল মিছিল মরহুমের লাশ বগুড়ার স্বগ্রামে পৌছাইয়া দিবার জন্য কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করে। সুন্দরবন এক্সপ্রেস যোগে মরহুমের লাশ বগুড়ার খোকসাবাড়ী প্রেরণ করা হয়।

ইসলামী ছাত্র সঙ্ঘের কয়েকজন কর্মী মরহুমের লাশের সঙ্গে বগুড়ায় গমন করেন।

(৬ষ্ঠ পৃঃ ১-এর কঃ)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গত মঙ্গলবার সংঘটিত গোলযোগে নিহত আবদুল মালেক একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যও তিনি সকলের ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়।

বগুড়া জেলার খোকসাবাড়ী গ্রামের মরহুম মোহাম্মদ আলীর কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম মালেক ১৯৬৩ সালে এস এস সি পরীক্ষায় একাদশ ও ১৯৬৫ সালে এইচ এস সি

(৬ষ্ঠ পৃঃ ১-এর কঃ)

মামলা দায়ের

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের গোলযোগের ব্যাপারে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া পুলিশ সূত্রে জানা গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার এই মামলা দায়ের করা হয়। এই ব্যাপারে জোর তদন্ত চলিতেছে।

ঘরছাড়া এই মানুষগুলি ষ্টেশনে তার রোয়াকে যেখানে সেখানে মাথা গুঁজিয়া রাতের ঘুমটুকু সারিয়া লয়। —আজাদ

তদন্তের নির্দেশ

ঢাকা, ১৬ই আগষ্ট।—সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ গত বুধবারে ঢাকা হইতে ৫২ মাইল দূরে তারাঘাটে সংঘটিত দুর্ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য প্রাদেশিক যোগাযোগ বিভাগকে নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তদন্তের রিপোর্ট পেশের জন্যও যোগাযোগ বিভাগকে নির্দেশ দিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, একটি নিমজ্জিত ট্যাক্সি হইতে অনেক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হইয়াছে।

—এ,পি,পি

বেরবার্গের অবস্থার সামান্য উন্নতি

কেপটাউন, ১৬ই আগষ্ট।—আজ হাসপাতালের এক বুলেটিনে বলা হয় যে, দুইদিন পূর্বে গ্রোট শুর হাসপাতালে ভর্তি করার পর বর্তমানে ডাঃ ব্লেবার্গের অবস্থার সামান্য উন্নতি হইয়াছে। গত রাত্রে তিনি অধিকতর আরাম বোধ করেন এবং ভালভাবে নিদ্রা যান। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। তবে তাহার অবস্থা গুরুতর বলিয়া গতকাল জানাইয়াছিলেন। উক্তসূত্রে জানা যায় যে, তাঁহার হৃৎপিণ্ডে গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহার শরীরের কার্য্য ব্যাহত হইতেছে। —এ, পি, পি/রয়টার

ভারতীয় সামরিক মিশন প্রত্যাহারের প্রশ্ন

নেপালী প্রতিনিধি দলের শীঘ্রই নয়াদিল্লী সফর

কাঠমাণ্ডু, ১৬ই আগষ্ট।—নেপালের পররাষ্ট্র উজির এইচ, বি রাজভাণ্ডারী গত সোমবার রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতে বলেন যে, নেপাল হইতে অবিলম্বে ভারতীয় সামরিক মিশন প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিনিধি দলটি নেপালের উত্তরাঞ্চলীয় ফাঁড়িসমূহ হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারেও আলোচনা চালাইবে।

তিনি ঘোষণা করেন যে, তাহার দেশ কোন দেশের পক্ষ হইতেই কোন চাপ বরদাস্ত করিবে না।

নেপালী পররাষ্ট্র উজির বলেন যে, তাহার সরকার খুন্তা সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে ইতিমধ্যেই স্পষ্টভাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে ইহার মতামত জানাইয়া দিয়াছেন। নেপাল স্বীয় এলাকার সূচাগ্র জমির দাবীও ত্যাগ করিবে না বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

—এপিপি রয়টার

নেপালী উজীরে আজমের রাশিয়া সফর

কাঠমাণ্ডু, ১৬ আগষ্ট।—নেপালের উজীরে আজম কীর্তিনিধি বিস্তা বর্তমান বৎসরের শেষভাগে সরকারীভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরের জন্য সোভিয়েট উজীরে আজম কোসিগিনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এখানে সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে। এই ব্যাপারে সঠিক তারিখ এখনও ধার্য্য হয় নাই। তবে তিনি আগামী নবেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করিতে পারেন। —পিপিআই/এপিএ

জেড, এ, সুলেরীর চাকুরীর অবসান

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৬ই আগষ্ট।—প্রোগ্রেসিভ পেপার্স লিমেটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় রাওয়ালপিণ্ডি সংস্করণের সম্পাদক জনাব জেড এ সুলেরীর চাকুরীর অবসান ঘটাইয়াছেন বলিয়া আজ এখানে জানা গিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর জনাব সুলেরী উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

—এ,পি,পি

ট্রাকের ধাক্কায় পথচারী আহত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শনিবার রাত্রি আটটার দিকে নিউমার্কেট এলাকায় নৃপেন্দ্র অধিকারী (২৩) নামক জনৈক পথচারী একটি ট্রাকের ধাক্কায় আহত হয়।

আহত ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

প্রেসনোটে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা

ভারতীয় বিমান হইতে গুলী ছোঁড়া হয় নাই

পেশোয়ার, ১৬ই আগষ্ট।—ভারতীয় জঙ্গী বিমান কর্তৃক পাকিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন এবং শিয়ালকোট জেলার কতিপয় গ্রামে বোমাবর্ষণের যে সংবাদ একশ্রেণীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল বিমান বাহিনীর সদর দফতর আজ উহা অস্বীকার করিয়াছেন।

ইন্টার সার্ভিস গণসংযোগ ডিরেক্টরেটের এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, ১৪ই আগষ্ট সকালে আই, এ, সি-র একটি বেসামরিক ফকার বিমান পাকিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে এবং উক্ত বিমানে কোনপ্রকার গোলাবারুদ কিংবা বিস্ফোরক কিছু বহনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

প্রেসনোটে বলা হয়, এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞাতনামা বিমানকে ধাওয়া করার জন্য যে সব জঙ্গী বিমান প্রেরিত হয়, সেইগুলি সব সময়ই গোলাবারুদ বহন করিয়া থাকে এবং অজ্ঞাতনামা বিমান শত্রু ভাবাপন্ন হইতে পারে আশঙ্কায় উহার

(৬ষ্ঠ পৃঃ ৬-এর কঃ)

রেলওয়ের দক্ষতার খেসারত !

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান পূর্ব রেলওয়ের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের খেসারত দিতে গিয়া কুমিল্লার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জনাব এস, বি হোসেনকে এখন একই মাল আর একবার কিনিতে হইয়াছে। তবে এইবার আর রেল গাড়ীতে নয়—নৌকাযোগে মাল প্রেরণই তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, জনাব হোসেনের প্রথম কিস্তির মাল এখন সম্ভবতঃ প্রদেশের অজ্ঞাত ষ্টেশনসমূহে সফর করিয়া বেড়াইতেছে। অবশ্য রেল কর্তৃপক্ষও এই সফরের সঠিক হদিস জানেন না।

গত ৪ঠা আগষ্ট ঢাকা সিটি বুকিং অফিস হইতে জনাব

(৬ষ্ঠ পৃঃ ৫-এর কঃ)

উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাজধানীর ফুটপাতে

নিঃসম্বল ব্যথার সংসারের করুণ কাহিনী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

প্রাসাদের পর প্রাসাদ ঘেরা এই ঢাকা শহরে প্রকৃতির রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করিয়া প্রতিদিন অন্যূন ২৫ হাজার মানুষ উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রি যাপন করে বলিয়া এক আনুমানিক জরীপে (Random Survey) দেখা যায়।

ইহা ছাড়া প্রাদেশিক রাজধানীর প্রায় ৩লক্ষ অধিবাসী বাস করে নিতান্ত মানবেতর পরিবেশে—রেল লাইন ও অন্যান্য স্থানের ঝুপড়ি-বস্তিতে। সমাজের নিম্নস্তরের এই বিপুল সংখ্যক মানুষ এরূপ পারিপার্শ্বিকতার জন্য কেবল নিজেদের স্বাস্থ্যই নষ্ট করে না বরং শহরের সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের প্রতি অপ্রতিরোধ্য কুঠারাঘাতও হানে।

আরও অশ্চর্যের বিষয়—এই ছিন্নমূল মানুষগুলির

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কক্সবাজার, ১৬ই আগষ্ট।—চকারিয়া থানার অন্তর্গত পেকুয়া গ্রামে বজ্রপাতে তিন ব্যক্তি নিহত এবং অপর দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া আজ এখানে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, ধান ক্ষেতে কাজ করার সময় তাহাদের উপর বজ্রপাত হয়। —এ, পি, পি

পাকিস্তান কানাডা ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত

এছলামাবাদ, ১৬ই আগষ্ট।—আজ পাকিস্তান এবং কানাডার মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী কানাডা পাকিস্তানকে ১৯৬৯-৭০ সালের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পণ্য আমদানীর জন্য ৭৫ লক্ষ কানাডিয়ান ডলার প্রদান করিবে অর্থনৈতিক সংক্রান্ত

(৬ষ্ঠ পৃঃ ৮-এর কঃ)

ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা

নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য পাকিস্তানী নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে :—

(১) রীডার ইন হিষ্ট্রি (স্থায়ী)—এক
(২) রীডার ইন ইকনমিক্স (,,)—এক
(৩) রীডার ইন কেমিষ্ট্রি (,,)—এক
(৪) রীডার ইন ফিজিক্স (,,)—এক
(৫) সিনিয়র লেকচারার ইন হিষ্ট্রি (অস্থায়ী)—এক
(৬) লেকচারার ইন হিষ্ট্রি (স্থায়ী)—এক
(৭) সিনিয়র লেকচারার/লেকচারার ইন ইকনমিক্স (অস্থায়ী)—দুই
(৮) সিনিয়র লেকচারার/লেকচারার ইন কেমিষ্ট্রি (স্থায়ী)—দুই
(৯) সিনিয়র লেকচারার/লেকচারার ইন ফিজিক্স (স্থায়ী)—দুই
(১০) এসিষ্ট্যান্ট ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার (স্থায়ী)—এক

বেতনের স্কেল :

রীডার্স : ৭৫০—৭৫—১২০০—ইবি—৭৫—১৫০০ টাকা।
সিনিয়র লেকচারার্স : ৪৫০—৫০—৭৫০—ইবি—৭৫—১০৫০ টাকা।
লেকচারার্স : ৩৭৫—২০—৪৭৫—২৫—৭৫০ টাকা।
এসিষ্ট্যান্ট ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার : ৩৫০—৩৫—৫৫০—৪০—৮০০—৫০—১০০০ টাকা তৎসহ মাসিক টি, পি, ৫০টাকা। (১০ম পর্য্যায়ে ই,বি,)

যোগ্যতা :

রীডার্স ইন হিষ্ট্রি এণ্ড ইকনমিক্স : প্রার্থীদের (১) সংশ্লিষ্ট বিষয় উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা, (২) বিষয়টির কোনও শাখা বা শাখাসমূহে স্পেশালাইজেশন, (৩) অনার্স/পোষ্ট গ্রাজুয়েট পর্য্যায়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ; (৪) অনুমোদিত গবেষণার যোগ্যতা অথবা পাবলিকেশন এবং গবেষণা পরিচালনার ক্ষমতা অবশ্যই থাকিতে হইবে।

যেসব প্রার্থী স্পেশাল হিষ্ট্রি অব মডার্ন বেঙ্গল-এ বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন হিষ্ট্রির রীডার পদে নিয়োগের না তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

রীডার ইন কেমিষ্ট্রি : প্রার্থিগণকে (ক) অবশ্যই কেমিষ্ট্রিতে অনার্স সহ, অর্গানিক কেমিষ্ট্রিতে হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়. ফার্ষ্ট ক্লাশ অথবা সেকেণ্ড ক্লাশ এম.এস সি হইতে হইবে। অবশ্যই একটা উচ্চতর ডিগ্রীও যথা কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পি,এইচ,ডি, ধারী হইতে হইবে ; (খ) কোনও বিশ্ববিদ্যালয় অথবা তৎতুল্য ইন্সটিটিউশনে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার সন্তোষজনক প্রমাণ থাকিতে হইবে; (গ) তাঁহার স্পেশালাইজেশন ক্ষেত্রে গবেষণার সন্তোষজনক প্রমাণ থাকিতে হইবে এবং ঐ বিভাগে গবেষণা কার্য্য তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় সক্ষম হইতে হইবে (ঘ) কেমিষ্ট্রির একটা নূতন বিভাগ সংগঠনের ক্ষমতা অতিরিক্ত যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

রীডার ইন ফিজিকস : প্রার্থিগণকে ফিজিক্সে কোনও পাকিস্তানী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ, ডি, (অথবা তাহার সমান) ডিগ্রীর অধিকারী হইতে হইবে এবং তৎসহ নিম্নলিখিত ব্রাঞ্চগুলির যে কোনও একটিতে স্পেশালাইজড জ্ঞান থাকিতে হইবে : থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং সলিড ষ্টেট ফিজিক্স। স্পেশালাইজেশন ক্ষেত্রে গবেষণার পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, গবেষণা পরিচালনার ক্ষমতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে কমপক্ষে পাঁচ বৎসরকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যক।

সিনিয়র লেকচারার্স ইন হিষ্ট্রি, ইকনমিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্রি :—

প্রার্থিগণকে অবশ্যই (১) কোনও পাকিস্তানী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স সহ ফার্ষ্ট ক্লাস মাষ্টার্স ডিগ্রী অথবা পাশ ব্যাচেলর্স ডিগ্রীর ক্ষেত্রে প্রিভিয়াস ও ফাইনাল উভয় এম, এ, পরীক্ষাতেই ফার্ষ্ট ক্লাস মাষ্টার্স ডিগ্রী অথবা অন্ততঃপক্ষে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স সহ সেকেণ্ড ক্লাস মাষ্টার্স ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে খ্যাতিসম্পন্ন কোনও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গুলির সহিত তুলনীয় ডিগ্রীর অধিকারী হইতে হইবে। (২) অন্ততঃ তিন বৎসরের শিক্ষকতা অথবা গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

সিনিয়র লেকচারার/লেকচারার ইন ফিজিক্স :

প্রার্থিগণকে অবশ্যই ফিজিক্সে হয় অনার্সে না হয় এম এসসি-তে ফার্ষ্ট ক্লাস হইতে হইবে এবং নিম্নলিখিত শাখাগুলির কোনও একটিতে স্পেশালাইজড জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে : নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স, সলিড ষ্টেট ফিজিক্স এক্স-রে এবং ইলেকট্রনিকস।

সিনিয়র লেকচারার-এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে ২/৩ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে। অনার্স এবং এম এস সি ক্লাসে ব্যবহৃত এ্যাপারেটাস এবং সাজ-সরঞ্জাম সেট করার এবং সেগুলি লইয়া কাজ করার অভিজ্ঞতা একটা অতিরিক্ত যোগ্যতা হইবে।

লেকচারার ইন হিষ্ট্রি, ইকনমিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্রি : প্রার্থিগণের কোনও পাকিস্তানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট ক্লাস মাষ্টার্স ডিগ্রি অথবা অনার্স সহ অন্ততঃপক্ষে সেকেণ্ড ক্লাস মাষ্টার্স ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে কোনও রিকগনাইজড বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহার সহিত তুলনীয় ডিগ্রী অবশ্যই থাকিতে হইবে।

এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার : প্রার্থিগণকে ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জাম মেরামতের, প্রতিষ্ঠার এবং সার্ভিসিং-এর পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বি এস সি ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট) হইতে হইবে। ইলেকট্রনিকস-এ ডিপ্লোমাধারীদের বিষয়ও বিবেচনা করা যাইতে পারে, অবশ্য তাহাদের যদি ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জাম মেরামতের ইনষ্টলেশনের এবং সার্ভিসিংয়ের পনের বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরীগুলিতে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম হাণ্ডল করার অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যক হইবে।

উপরোক্ত সমুদয় পদের জন্য প্রয়োজনীয় যেসব যোগ্যতার উল্লেখ করা হইয়াছে অন্যদিক দিয়া বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বেলায় তাহা শিথিল করা এবং উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

নির্দ্ধারিত ফরমে রীডারদের পদের জন্য দশ কপি করিয়া এবং অন্যান্য পদের জন্য সাত কপি করিয়া দরখাস্ত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অবশ্য পৌঁছাইতে হইবে। ব্যক্তিগত সংযোগ দ্বারা অথবা ১'০০ (এক টাকা) মূল্যের ডাক টিকেটসহ ঠিকানা লেখা বড় সাইজের খাম পাঠাইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস হইতে নির্দ্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে।

চাকুরীতে নিযুক্ত প্রার্থিগণকে অবশ্যই প্রপার চ্যানেলের মাধ্যমে দরখাস্ত করিতে হইবে।

এম, কে, রহমান
রেজিষ্ট্রার

সি—২৬৩৮

আবশ্যক

প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন অভিজ্ঞ এম এ হেড মাষ্টার আবশ্যক ট্রেনড প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। গবর্ণমেন্টের বর্দ্ধিত বেতন সহ বেতনের স্কেল ৩৮০—২০—৬২০ টাকা তৎসহ ফ্রি কোয়ার্টার্স।

যোগ্যতা অভিজ্ঞতা, বয়স প্রভৃতি উল্লেখপূর্বক দরখাস্তগুলি ৩১—৮—৬৯ তারিখে বা তাহার পূর্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট তাহার নামে অবশ্যই পৌঁছাইতে হইবে।

ফজলুর রহমান, বি এ,(সুলতান)
সেক্রেটারী, গফরগাঁও (মাল্টিলেটারাল), ইসলামীয়া হাইস্কুল।
পোঃ অঃ গফরগাঁও, জেলা ময়মনসিং।

সি—২৬৩৩

ছাত্রী ভর্তি

পুরানা পল্টন মহিলা কলেজ, ৩/৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত পুরানা পল্টন মহিলা কলেজে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রী ভর্তি চলিতেছে।

অধ্যক্ষা

সি—২৫৭৯-ক

হারাইয়াছে

আমার এস, এস, সি সার্টিফিকেট রোল মুন্সীগঞ্জ ৭১১ দ্বিতীয় বিভাগ সন ১৯৬৫ ঢাকা বোর্ড হারাইয়াছে।

মোঃ গিয়াসউদ্দিন মিয়া।

সি—২৬৬০

আবশ্যক

জেনারেল ম্যানেজার, ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, ইপিআইডিসি, পোঃ ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, জেলা সিলেট কর্তৃক নিম্নলিখিত পদসমূহের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানী নাগরিকদের নিকট হইতে সাদা কাগজে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্তসমূহ ২।৯।৬৯ তারিখের কিংবা তৎপূর্ব্বে জেনারেল ম্যানেজারের নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

১। এসিষ্ট্যান্ট আর্টস গ্রাজুয়েট শিক্ষক। (২) বেতনর স্কেল ১৬৫—১০—৩১৫—১৫—৩০৫টাকা। শিক্ষকতা কার্য্যে ৪৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইতে হইবে। প্রার্থীদের বাংলা ইংরাজীতে দক্ষতা থাকিতে হইবে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই আবেদন করিতে পারেন।

উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া যাইতে পারে। কনট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, বিনা খরচে চিকিৎসা এবং ফ্যাক্টরীর নিয়মানুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে। প্রার্থীদের অবশ্যই তাহাদের স্ব স্ব দরখাস্তের সহিত ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর অনুকূলে ৩ টাকা মূল্যের ক্রসকৃত পোষ্টাল অর্ডার দিতে হইবে।

সি…

হারাইয়াছে

আমার সাপ্লিমেন্টারী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রভিশনাল পাশ সার্টিফিকেট রোল নাম্বার পি ২৮৯ (প্রাইভেট) সন ১৯৬৩, তৃতীয় বিভাগ হারাইয়াছে।

মোঃ নুরুল ইসলাম মিয়া

সি—২৬৫৯

সাপ্লায়াররূপে নাম তালিকাভুক্তকরণ

টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড, পোঃ আঃ মোল্লানগর, টঙ্গি, ঢাকা-এর বহু পরিমাণ জেনারেল টুলস ও হার্ডওয়্যার উপকরণের প্রয়োজন হইবে। সেগুলো সংগ্রহের জন্য যাহাতে ভবিষ্যতে যোগাযোগ করা যায়, সেজন্য আগ্রহী পার্টি সমূহকে ২৬শে আগষ্ট, ১৯৬৯ তারিখের মধ্যে সাপ্লায়ার হিসাবে তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করার অনুরোধ করা যাইতেছে।

টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষে

সি—২৬৪৭

টেণ্ডার নোটিশ

যেখানে যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে একখানি ভোকসওয়াগন এম্বুলেন্স কার (নং ঢাকা ডি এ ৫৮২৫) ক্রয়ের জন্য সীলমোহর করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের দিনে প্রত্যহ বেলা ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত গাড়ীখানি দেখার জন্য ৪৫, পিয়ারী দাস রোড, বাংলা বাজার ঢাকাস্থ, রেডক্রস ম্যাটার্নিটি ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রে মুক্ত থাকিবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ ৩০শে আগষ্ট ১৯৬৯ তারিখ বেলা ৩টা পর্য্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দয়া করিয়া তাহাদের টেণ্ডার পাঠাইতে পারেন।

এম, ফখরুল হসেন
সেক্রেটারী
ইষ্ট পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি
৩/১, সেগুন বাগিচা
ঢাকা—২

সি—২৬৫০

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন নির্ম্মাণ
আশুগঞ্জ ডিভিশন—১ ইপিওয়াপদা (পি)
টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্বারা আশুগঞ্জ, কুমিল্লা পাওয়ার ষ্টেশন সাইটে ১(এক) মাইল আর সি সি রাস্তা নির্মাণের জন্য ইপিওয়াপদার প্রথম শ্রেণীর সিভিল কনট্রাক্টরদের নিকট হইতে ২৯১১ নং ইপি ফরমে সীলমোহর করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ৮—৯—৬৯ তারিখ বেলা ১২টা পর্য্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ একই দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সেগুলি উপস্থিত কনট্রাক্টরদের সম্মুখে খোলা হইবে। যাহাদের রাস্তা নির্মাণের যথেষ্ট পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা এবং যান্ত্রিক উপকরণাদি আছে শুধু তাহাদিগকেই আবেদনের অনুমতি দেওয়া হইবে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট হইতে লিখিত অনুমতি দেখাইলে আশুগঞ্জ ডিভিশন—১ এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস হইতে টেণ্ডারের সিডিউল, ড্রইং এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় তথ্য পাওয়া যাইবে।

কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোনও বা সমুদয় টেণ্ডার বাতিল করার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারীর সংরক্ষিত রহিল। নিম্নস্বাক্ষরকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং আইনগতভাবে পালনীয় হইবে।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
আশুগঞ্জ ডিভিশন—১
ই পি ওয়াপদা (পি) আশুগঞ্জ
কুমিল্লা

সি—২৬৫১

গবর্ণমেন্ট অব ইষ্ট পাকিস্তান
ফুড ডিপার্টমেণ্ট
অফিস অব দি চীফ মিলার
গবর্ণমেন্ট ফ্লাওয়ার মিলস, পোস্তগোলা, ঢাকা—৪
বিক্রয়ের নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ঢাকার পোস্তগোলাস্থ গবর্ণমেন্ট ফ্লাওয়ার এণ্ড প্রভেণ্ডার মিলে উৎপাদিত গমের ভূষির অবাধ বিক্রয় এক্ষণে শুরু হইয়াছে এবং ইচ্ছুক ক্রেতাগণ মিলে যে গমের ভূষি পাওয়া যাইবে তাহা প্রতিমণ ৭'৫০ টাকা মূল্যে অথবা বিগত নীলামের দরে (উহাদের মধ্যে যাহা বেশী হইবে সেই দরে) আধারসহ পাইতে পারেন। ২০মণ পরিমাণ পর্য্যন্ত মূল্য নগদ টাকায় গ্রহণ করা হইবে। অপরপক্ষে ২০মণের বেশী পরিমাণ ষ্টকের মূল্য এই অফিস হইতে পাশ করা চালানের মাধ্যমে ঢাকাস্থ ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে জমা দিতে হইবে। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩৫০০মণ গমের ভূষি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকার পোস্তগোলাস্থ গবর্ণমেন্ট প্রোভেণ্ডার মিলে ইউ, এন, ও বিশেষজ্ঞের উপদেশ অনুসারে উৎপাদিত গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও খরগোস-ইঁদুরের খাদ্যও অগ্রিম মূল্য প্রদানের ভিত্তিতে যথাক্রমে ১৫/-টাকা, ১৮/-টাকা ও ১৯/-টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইতেছে। গমের ভূষি এবং গবাদিপশু, হাঁস মুরগী এবং খরগোস-ইঁদুরের খাদ্যের ইচ্ছুক ক্রেতাগণ অফিসের সময়ে মিলে উপস্থিত হইয়া ষ্টকের নমুনা দেখিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে অফিসের সময়ে অন্যান্য বিবরণ দেখিতে পারেন।

স্বাঃ—এম, হাসান
চীফ মিলার,
গবর্ণমেন্ট ফ্লাওয়ার এণ্ড প্রোভেণ্ডার মিলস

ওসি—২২২৭

ছাত্র-ভর্তি

সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, ঢাকা—২
স্থাপিত ১৯৬২ সাল

আই এ ও আই কম নৈশ ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে। বিকাল ৬টা হইতে রাত ৯টা পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

অধ্যাপকমণ্ডলী খুবই অভিজ্ঞ। গত ৫ বৎসরের পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক।

(মোহাম্মদ আমিরুল হক)
প্রিন্সিপাল

সি—২৬৪১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় :—প্রত্যেকটির পাশে বর্ণিত বেতনের স্কেলে ইন্সটিটিউট অব নিউট্রিশনে নিম্নলিখিত অস্থায়ী পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে :—

১। সেক্রেটারী টু দি ডিরেক্টর : ৩৪০—২০—৫০০— ইবি —২৫—৬৫০ টাকা। প্রার্থীদিগকে অবশ্যই ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তিসহ গ্রাজুয়েট হইতে হইবে। করেসপণ্ডেন্স সহ তাঁহাদের অফিসের কাজের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক টার্মের সঙ্গে পরিচয় অতিরিক্ত যোগ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে।

২। এ্যাকাউন্ট্যান্ট :— ২৭৫—১৫—৩৫০—ইবি—২০— ৪৩০ টাকা। প্রার্থিগণকে অবশ্যই বি,কম পাশ হইতে হইবে। তাহাদের হিসাবরক্ষণের অভিজ্ঞতা এবং এ্যাকাউন্টস রুলস-এর পূর্ণ জ্ঞান থাকিতে হইবে। যে সব প্রার্থী আই কম, কিন্তু এ্যাকাউন্টস কাজে অন্ততঃ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে তাঁহারাও বিবেচিত হইতে পারেন। নাম, পিতার নাম, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির উল্লেখসহ সাদা কাগজে লিখিত দরখাস্ত…

…রেজিষ্ট্রার, ইনষ্টিটিউট অব নিউট্রিশন (বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের প্রধান), ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা ঠিকানায় ২৫শে আগষ্ট ১৯৬৯ তারিখ বা তাহার পূর্ব্বে পৌঁছাইতে হইবে। চাকরীতে নিযুক্ত প্রার্থিগণকে যথোপযুক্ত চ্যানেল মারফত দরখাস্ত করিতে হইবে।

সি—২৬৪৬

অভিজ্ঞ হাফেজ আবশ্যক

নবপ্রতিষ্ঠিত হেফজুল কোরান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে নিয়োগের জন্য একজন পবিত্র কোরান শিক্ষানুরাগী ও সুললিত কণ্ঠের অধিকারী অভিজ্ঞ হাফেজ ও কারী আবশ্যক।

উপরোক্ত গুণসম্পন্ন আলেম বা ফাজেল প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

প্রার্থীদের অবশ্যই আকিদায় প্রকৃত সুন্নি হইতে হইবে। (আকিদায় দেওবন্দি বা মধ্যমপন্থী প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই)।

প্রদেশের চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি বাস রুটের ১৬ মাইলস্থিত বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র, উন্নত ও স্বাস্থ্যকর গহিরা গ্রামে প্রথম শ্রেণীর সুসজ্জিত বাসস্থান এবং প্রয়োজনীয় খানাপিনা তৎসহ যোগ্যতানুসারে ভাল বেতন।

ইচ্ছুক প্রার্থীদের পুরা নাম, ঠিকানা, বয়স এবং শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ, প্রার্থীত সর্বনিম্ন বেতন উল্লেখে সত্বর আবেদন করুন।

প্রতিষ্ঠাতা-তত্ত্বাবধায়কঃ—
মদ্রাসায়ে হেফজুল কোরান
ডাকঘর গহিরা, চট্টগ্রাম।

সি—২৬৪২

অবিলম্বে আবশ্যক

"একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার ঢাকাস্থ ফ্যাক্টরীর জন্য অভিজ্ঞ ছুতার মিস্ত্রী ও স্প্রে পেইন্টার্স আবশ্যক। অনুমোদিত টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার্স-এর ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছুতার মিস্ত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। বয়স ২২—৩০ বৎসরের মধ্যে। অনুগ্রহপূর্বক পূর্ণ বিবরণসহ পোষ্ট বক্স নং ২৪৭, রমনা, ঢাকা ঠিকানায় আবেদন করুন।"

মূল্য হ্রাস

ঢাকা ভেজিটেবল অয়েল ইণ্ডাষ্ট্রিজ

(আদমজী জুট মিলস লিঃ-এর একটি ডিভিশন)

তাহাদের

পাকওয়ান বনস্পতি-এর

খুচরা মূল্য নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা করিতেছে :

নূতন মূল্য (প্রতি টিন)

১০ পাউণ্ড	১১·০০ টাকা
৫ পাউণ্ড	৯·৫০ টাকা
২ পাউণ্ড	৩·৮০ টাকা
প্রতি পাউণ্ড (খুচরা)	১·৭৫ টাকা

আমাদের গ্রাহকগণকে অতিরিক্ত প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

নোটিস্

আমদানী কারকদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সির ঋণের অধীনে যেসব পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল থেকে পাঠানো হয়েছে, তা জাপান থেকে অন্য জাহাজে তুলে পূর্ব/পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আসার জন্য ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ নিয়মিত মাসিক জাপানের বিভিন্ন বন্দর ও হংকং এবং পাকিস্তানের মধ্যে চলাচল করবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দয়া ক'রে করাচী/চট্টগ্রাম/খুলনা ও ঢাকায় আমাদের অফিস সমূহের সংগে যোগাযোগ করুন।

ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন

UNITED

ফলের চারা কিনিতে পাওয়া যায়

পূর্ব্ব পাকিস্তান কৃষিউন্নয়ন কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত নার্সারি সমূহে উন্নতজাতের বিভিন্ন ফলমূলের চারা, কলম ইত্যাদি নামমাত্র মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায় :—

১) কল্যাণপুর বীজ বর্দ্ধন খামার, পোঃ চাপাইনওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী, ২) কাদাটরা আম বাগান, পোঃ কানসাট, রাজশাহী, ৩) রামচন্দ্রপুর আমবাগান, পোঃ রামচন্দ্রপুর, রাজশাহী, ৪) কাশিয়াডাঙ্গা আম বাগান, পোঃ রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী, ৫) ভাতুরিয়া আমবাগান পোঃ বাঁশবাড়ীত, রাজশাহী, ৬) মোহরপুর বীজ বর্দ্ধন খামার, পোঃ বড়দি, কুষ্টিয়া, ৭) কুষ্টিয়া সার্কিট হাউস কম্পাউণ্ড, কুষ্টিয়া, ৮) জামালগঞ্জ পোল্ট্রি ফার্ম, পোঃ জামালগঞ্জ, বগুড়া, ৯) টেবুনিয়া বীজ বর্দ্ধন খামার, পোঃ টেবুনিয়া, পাবনা, ১০) রংপুর বীজ বর্দ্ধন খামার, পোঃ আলমনগর, রংপুর, ১১) কৃষ্ণাডাঙ্গা সাব-ফার্ম (দত্তনগর বীজ বর্দ্ধন খামার) পোঃ কুসুমপুর, যশোহর, ১২) ভোমার বীজ বর্দ্ধন খামার, পোঃ সোনারাই, রংপুর, ১৩) ঠাকুরগাঁও বীজ বর্দ্ধন খামার, পোঃ ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, ১৪) বিভাগীয় দফতর নার্সারি, রাজশাহী কোর্ট কম্পাউণ্ড, রাজশাহী, ১৫) বিভাগীয় দফতর নার্সারী, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল কম্পাউণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৬) বিভাগীয় দফতর নার্সারি, কোর্ট কম্পাউণ্ড, খুলনা, ১৭) বিভাগীয় দফতর নার্সারি, কাশিমপুর, ঢাকা, ১৮) ঢাকা সিটি নার্সারি, ৩২৭ নং এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

সি—২৬৫৮

আইউব ক্যাডেট কলেজ
পি. ও, সরদাহ (জেলা—রাজশাহী)
টেণ্ডার নোটিশ

নিম্নলিখিত বাৎসরিক সরবরাহ ও সার্ভিসগুলির জন্য প্রত্যেকটির পার্শ্বে বর্ণিত পরিমাণ টেণ্ডার মানির জন্য ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা ব্যাঙ্ক পে অর্ডার (ফেরৎদানের যোগ্য) সহ বোনাফাইড ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সীলমোহর করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ব্যক্তিগত সংযোগ দ্বারা অথবা ঠিকানা লেখা ও ষ্ট্যাম্পযুক্ত খাম পাঠাইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস হইতে বিস্তারিত সিডিউল পাওয়া যাইবে। ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ তারিখ ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনেই সেগুলি উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া সমুদয় অথবা যে কোনও একটি টেণ্ডার প্রত্যাখ্যানের অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারীর সংরক্ষিত রহিল।

সার্ভিস বা সরবরাহগুলির বিবরণ	বর্ষ ব্যয়	আর্ণেষ্টমানি
১। শুষ্ক, পচনশীল এবং বিবিধ খাদ্যবস্তুর সরবরাহ	৩,৫০,০০০'০০	১০০০'০০
২। পোষাক সরবরাহ	৮০,০০০'০০	২০০'০০
৩। জুতা সরবরাহ	২৬,০০০'০০	১০০'০০
৪। চুল কাটা	৪,০০০'০০	৫০'০০
৫। জুতা মেরামত কার্য্য	৪,০০০'০০	৫০'০০
৬। পোষাক ধোলাই	৩৬,০০০'০০	১০০'০০
৭। খেলাধূলার দ্রব্য সরবরাহ	২৫,০০০'০০	১০০'০০
৮। ষ্টেশনারী দ্রব্য সরবরাহ	৫০,০০০'০০	১০০'০০

যথাযথতা প্রমাণিত

সুলায়মান কায়ানী
উইং কমাণ্ডার পি এ এফ
প্রিন্সিপাল
আইউব ক্যাডেট কলেজ

সি—২৬৫২

টেণ্ডার নোটিশ

এই বিভাগের নিম্নলিখিত পুরাতন এবং অব্যবহারোপযোগী ষ্টোরগুলি বিক্রয়ের জন্য সীলমোহর করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ষ্টোরগুলি এখন ঢাকা আজিমপুরে খাদ্য বিভাগের গুদামে পড়িয়া আছে।

১। বিভিন্ন সাইজের অব্যবহারোপযোগী টায়ার … … ২০৮টি
২। ড্যামেজড ব্যাটারি … … … … ১৬১টি
৩। অব্যবহারোপযোগী টিউব পাঁচমিশালী … … ৯৮টি
৪। খুচরা অংশ … … আনুমানিক ১৪৫ মণ
৫। অব্যবহারোপযোগী ডায়নামো সেলফষ্টার্টার এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য … … ,, ১০ মণ
৬। অব্যবহারোপযোগী খুচরা রবারের অংশ … … ৫ সের

টেণ্ডারগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে ঢাকা, ১৬, আবদুল গনি রোডস্থ ফুড ডিরেক্টরেট বিল্ডিংয়ে, ৪ তলায় তাঁহার অফিসে রক্ষিত বাক্সের মধ্যে ২৯—৮—৬৯ তারিখ বেলা ১১টার মধ্যে ফেলিতে হইবে। ৩০—৮—৬৯ তারিখ বেলা ১১টায় নিম্নস্বাক্ষরকারী বা তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক টেণ্ডারগুলি খোলা হইবে। টেণ্ডার খোলাকালে টেণ্ডারদাতাগণ অথবা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিতে পারেন।

একটা আইটেম বা এক লটে সবগুলো আইটেমের জন্য টেণ্ডার দাখিল করা যাইতে পারে। টেণ্ডারের সহিত আর্ণেষ্টমানি হিসাবে যদি প্রত্যেক আইটেমের জন্য কোটেশনকৃত মূল্যের শতকরা ৫ ভাগের সমপরিমাণ অর্থ 'রেভিনিউ ডিপোজিট' খাতে জমা দেওয়ার রিসিটেড চালান না দেওয়া হয় তবে কোনও টেণ্ডারই বিবেচিত হইবে না। সীলমোহর করা খামের উপর টেণ্ডারদাতার পুরা নাম ও ঠিকানা এবং 'অব্যবহারোপযোগী ষ্টোর্স ক্রয়ের জন্য টেণ্ডার' লিখিয়া দিতে হইবে। গ্যারেজ ইন-চার্জের অনুমতি লইয়া ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণ যে কোনও কাজের দিনে অফিস খোলা থাকাকালে ষ্টোরগুলি দেখিতে পারেন।

অসফলকাম টেণ্ডারদাতাদের আর্ণেষ্টমানি ফেরৎ দেওয়া হইবে। কিন্তু সফলকাম টেণ্ডারদাতাগণ যদি টেণ্ডার গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে কোটেশনকৃত পুরা অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে তাহার আর্ণেষ্টমানি বাজেয়াফত হইবে। টেণ্ডার গ্রহণের সংবাদ তাহাকে জানান হইবে। ক্লিয়ারিং আদেশ ইস্যু হওয়ার পর সফলকাম টেণ্ডারদাতাগণকে ৭দিনের মধ্যে ষ্টোরগুলি তুলিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কোনও একটি টেণ্ডার গ্রহণের অথবা কোনওরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোনও একটি অথবা সমুদয় টেণ্ডার প্রত্যাখ্যানের অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারীর সংরক্ষিত রহিল।

এ, হালিম
ডিরেক্টর অব মুভমেন্ট এণ্ড ষ্টোরেজ
ইষ্ট পাকিস্তান, ঢাকা।

সি—২৬৫৩

উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাজধানীর ফুটপাতে

(১ম পৃঃ পর)

সঠিক কোন হিসাব সমাজ-কল্যাণ দফতর, সমাজকল্যাণ কলেজ বা অন্য কোন সংস্থাও সংগ্রহ করেন নাই। ফলে স্বাভাবিকভাবে ইহাদের ভাগ্যোন্নয়নের প্রশ্নও চিরদিনই উপেক্ষিত থাকিয়া গিয়াছে।

আনুমানিক জরিপ

গত ১০ই আগষ্ট রাত ১টা হইতে ২টার মধ্যে ঢাকার কয়েকটি নির্বাচিত কেন্দ্রে জরীপ পরিচালনা করা হয়। এই কেন্দ্রসমূহ হইতেছে ঃ ষ্টেডিয়াম বারান্দা, জিন্নাহ এভেন্যুর ফুটপাথ, পুরাতন ঢাকা ষ্টেশন, কমলাপুর ষ্টেশন ও আই, ডব্লিউ, টি, এ টার্মিনাল। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া উন্মুক্ত স্থানে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা গণনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী দেখা যায় যে, ঐ দিন ষ্টেডিয়ামের চারপার্শ্বের বারান্দায় ৯ জন নারী ও শিশু সহ ৮৩১ জন, জিন্নাহ এভেন্যুর ফুটপাতে ৪৪টি কিশোর ও শিশুসহ ৩৩২ জন, পুরাতন ঢাকা ষ্টেশনে ৩৮টি কিশোরসহ ৪২৬ জন, কমলাপুর ষ্টেশনে ৮৯ জন নারী ও শিশুসহ ৫০৯ জন এবং আই ডব্লিউ টি, এ, টার্মিনালে ৩২ জন নারী ও শিশুসহ ৬২৪ জন খোলা আকাশের নীচে নিদ্রামগ্ন ছিল। অর্থাৎ এই ৫টি কেন্দ্রে ঐ দিন আশ্রয়হীনের সংখ্যা ছিল ২১২ জন নারী ও শিশুসহ ২ হাজার ৮ শত ২২ জন।

যে পাঁচটি কেন্দ্রে এই জরীপ চালান হইয়াছে—গহত্তর ঢাকা নগরীর তুলনায় তাহা অতি সামান্য স্থান। তবে রাত-বিরাতে যাহারা শহরের পথে-প্রান্তরে চলাফিরা করেন তাহারা জানেন যে, ঢাকা শহরের এমন কোন রাজপথ-অলি-গলি নাই যেখানে ছিন্নমূল মানুষ একটি রাতের জন্যও নিদ্রার স্থান করিয়া না লয়। বস্তুতঃ শহরের প্রতিটি খোলা বারান্দায়ই এই শ্রেণীর মানুষ সব সময় দেখা যায়।

পাহারাদারদের উৎপাত

নিজস্ব কোন আশ্রয় না থাকার ফলে এইসব মানুষের নিদ্রা ও বিশ্রামের অবকাশ স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত কম। তাই তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইতে যে কোন মানুষেরই প্রাণে বাধা লাগে।

তবুও জরীপের সময় সেদিন কয়েকজনকে ডাকিয়া তুলিয়াছিলাম। তাহাদের নিকট হইতে যে কাহিনী জানা গিয়াছে তাহা যেন বেদনার এক একটি মহাকাব্য। তাহাদের প্রত্যেকের জীবন পৃথক পরিমণ্ডলে প্রদক্ষিণ করিলেও অনেক ক্ষেত্রে আবার সামঞ্জস্যপূর্ণও বটে।

ফরিদপুরের ছাবেদ আলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ঃ আপনারা কত সময় ঘুমাইতে পারেন?

ঃ "যতক্ষণ পিঠের উপর পাহারাদারের ব্যাটনের আঘাত না পড়ে ততক্ষণ।"—ছাবেদ আলী কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া আমার কথার এই জবাব দিয়াছিল। কিন্তু সেই হাসির পশ্চাতের স্বতোৎসারিত বেদনার প্রবাহটিকেও ছাবেদ আলী ঢাকিয়া ফেলিতে পারে নাই।

বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি আমাকে জানান যে, ১৯৬৭ সালে প্রমত্ত পদ্মার ভাঙনে তাহার বসতবাড়ীসহ সামান্য যে সম্পত্তিটুকু ছিল তাহাও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ছাবেদ আলীর একমাত্র সন্তান ও স্ত্রীও ঐ বৎসরই জ্বরে মৃত্যু বরণ করে।

এই পরিবেশে ভাগ্যান্বেষণে ছাবেদ আলী ১৯৬৮ সালে রাজধানী ঢাকার পথে পাড়ি জমান।

এখানে আপনি কী কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন?—আমি প্রশ্ন করিলাম। উত্তরে সে জানায় যে, নির্দ্দিষ্ট কোন পেশা তাহার নাই। প্রত্যহ সকালে সে নাজিরাবাজারের পুলের পার্শ্ববর্তী 'শ্রমের হাটে' বসে। যদি কেহ কাজ করিতে ডাকে—কাজ করে। যদি তেমন ডাক না আসে সুযোগমত এক জায়গায় ঘুমাইয়া পড়ে।

জহুরানের কাহিনী

বরিশালের জহুরন ভিন্ন সমস্যার শিকারে পরিণত হইয়া ঢাকার রাজপথের বাসিন্দা হইয়াছে। জহুরন বলে যে, ত্রিসংসারে তাহার আপন বলিতে কেহ নাই। বাড়ী ছিল বরিশাল জেলার কোন এক পল্লীতে। সতীনের জ্বালায় ও স্বামীর অত্যাচারে পনর বিশ দিন হইল ঢাকা আসিয়াছে। ইচ্ছা এখানে কোন বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করা। কিন্তু এখনও তেমন কোন কাজ তাহার জোটে নাই। ফরিদপুরের আকসার, নোয়াখালীর গুলউিল্লাহ, জানুদ্দিন, ময়মনসিংহের সেকেন্দার সকলের জীবনই এমনি নানা ঘাত-প্রতিঘাতময় কাহিনীতে ভরপুর। এখন তাহারা রাজপথে শুইয়া চাঁদের জোৎস্নায় অবগাহন করে আর রোমন্থন করে তাহাদের অতীত দিনের সুখস্মৃতি।

ঝুপড়ির খবর

যাহারা একা ভাগ্যান্বেষণে আসিয়াছে রাজধানীর বুকে—তাহারা রাজপথে নিশি কাটাইতে পারিলেও পরিবার-পরিজন লইয়া যাহারা এখানে আসিয়াছে তাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। তাই এই শ্রেণীর মানুষ খুঁজিয়া লইয়াছে সরকারী বা বেসরকারী খোলা জায়গা, পরিত্যক্ত বা নির্মীয়মাণ রাস্তা, অবহেলিত ঝিলের পাড় প্রভৃতি স্থান। এইসব স্থানে নৌকার ছই-এর মত করিয়া একটি ঝুপড়ি বানাইয়া পিতা-পুত্র-কন্যা-মাতা সমভিব্যাহারে এক একটি পরিবার এক একটি ঝুপড়িতে বাস করে। রাজধানীতে এই ঝুপড়ির বাসিন্দার সংখ্যাও আনুমানিক দুই লক্ষ হইবে।

হিসাব নাই

নিষ্ঠুর শুনাইলেও এই সম্পর্কিত বাস্তব পরিস্থিতি হইতেছে এই যে, ঢাকা শহরের এই লক্ষ লক্ষ মানুষের কোন হিসাব কোন সংস্থা কোনদিন করেন নাই। সমাজকল্যাণ দফতর বা সমাজকল্যাণ কলেজও এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। এমনকি নিতান্ত একাডেমিক উদ্দেশ্যেও কোনদিন এই মানুষদের জীবনযাত্রা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। ফলে ইহাদের স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন প্রকার ভাগ্যোন্নয়নেরও কোন ব্যবস্থা কখনও গ্রহণ করা হয় নাই। বৎসরে যখন কলেরা বা বসন্ত দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে কেবল তখন এই মানুষের জন্য পানি গরম করিয়া খাওয়ার উপদেশ উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহারা পানি গরম করিবে, কি দিয়া গরম করিবে—সে খবর কেহই রাখেন নাই।

ল্যুনাটিক জমিদার!

বেলো হরাইজন্ট। (ব্রাজিল), ১৬ই আগষ্ট।—পুলিশ এখানে চাঁদের জমি বিক্রয়ের দায়ে হোসে ব্যাসিলো ছ কোসাস নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত ব্যক্তি জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল যে সে নীল আর্মষ্ট্রংয়ের নিকট তাহার প্রথম জমি বিক্রয় করিয়াছে এবং আর্মষ্ট্রং এইজন্য নিজ বিষয় সম্পত্তি দেখার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিকভাবেই চন্দ্রে যান।

পুলিশ মহল জানান যে, ক্যাসিলো ১০×১০০ মিটারের জমি প্রায় ২৪ ডলার এককালীন মূল্যে ও ২বছরের জন্য ৫ ডলার হিসাবে কিস্তীবন্দীতে বিক্রয় করিতেছিল। চাঁদের অন্ধকার দিকের জমির জন্য সে উহার দ্বিগুণ মূল্য পর্য্যন্ত দাবী করে।

—এপিপি/এপিএ

আজাদ মুসলিম ক্লাব ফুটবল লীগের ফাইনাল খেলা

আজাদী দিবস উপলক্ষে গত ১৪ই আগষ্ট লালবাগ মাঠে অনুষ্ঠিত আজাদ মুসলিম ক্লাব ফুটবল লীগের ফাইনাল খেলায় ছাত্র 'ক' দল ব্যবসায়ী দলের বিরুদ্ধে টসে জয়লাভ করিয়া চ্যাম্পীয়নশীপ লাভ করে। উভয়দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও কোন গোল করিতে পারে নাই। ফলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

এই খেলার প্রধান অতিথিরূপে পুরস্কার বিতরণ করেন লালবাগ ইউ, সি'র চেয়ারম্যান জনাব নাজির হোসেন।

আজ হোটেল শাহবাগে সম্বর্দ্ধনা

(স্পোর্টস রিপোর্টার)

দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংজী দলের সম্মানার্থে আজ রবিবার, পূর্ব্ব পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে স্থানীয় শাহবাগ হোটেলে এক সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে।

অনুষ্ঠান রাত্রি আট ঘটিকায় শুরু হইবে।

'ইয়াং-জী' ফুটবল দলের বিভিন্ন দেশ সফর

দেশ	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়
ব্যাংকক	৩টি	৩টি	×	×
লাওস	২টি	২টি	×	×
বার্মা	২টি	২টি	×	×
গ্রীস	৩টি	২টি	×	১টি
পশ্চিম জার্মানী	৪টি	২টি	২টি	×
অষ্ট্রেলিয়া	২টি	১টি	×	১টি
সুইজারল্যাণ্ড	২টি	১টি	×	১টি
ফ্রান্স	২টি	১টি	×	১টি
ইরান	২টি	১টি	×	১টি
হিন্দুস্থান	১টি	১টি	×	×
পাকিস্তান	২টি	২টি	×	×
মোট	২৫টি	১৮টি	২টি	৫টি

প্রাদেশিক কৃষক সমিতি

২৮শে আগষ্ট কার্যকরী সংসদের সভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ২০শে আগষ্ট সকাল ১০টায় পাঁচ বিবির বাবনগর গ্রামে কৃষক সমিতির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খানের বাসভবনে প্রাদেশিক কৃষক সমিতির কার্যকরী সংসদের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

ইহাছাড়া ২৯শে আগষ্ট শুক্রবার সকাল দশটায় প্রদেশের কৃষক কর্মীদেরও এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক কৃষক সমিতির কার্যকরী সংসদের উক্ত সভায় খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত সমস্যা, ভূমিহীন কৃষক ও কৃষি মজুরদের সমস্যা, পাট ও ইক্ষুর ন্যায্য মূল্য আদায়ের উপায় উদ্ভাবন, শিক্ষা ও মনীতি সম্বন্ধে আলোচনা, কৃষকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের কার্য্যসূচী গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

গত শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উপরোক্ত খবর জানান হইয়াছে।

বিশেষ সামরিক আদালত

আট ব্যক্তির মোট ৮০ বৎসর কারাদণ্ড

হায়দরাবাদ, ১৫ই আগষ্ট।—আজ হায়দরাবাদের ৪নং বিশেষ সামরিক আদলত আট ব্যক্তিকে মোট ৮০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সিন্ধু রেঞ্জার্স টহলদারী দলকে আক্রমণ করার দায়ে তাহাদের বিচারার্থে সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল।

সামরিক বিধি অনুযায়ী তাহাদের প্রত্যেককে দশ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

এপিপি

ষ্টেডিয়ামে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ

(৬ষ্ঠ পৃঃ পর)

সাতমিনিট 'ইয়াংজী' দলের খেলোয়াড়েরা সুষ্ঠু আক্রমণ রচনা করিলেও বিপক্ষদলের জহীর, পিন্টু আমীরবখশ ও মুসার দৃঢ়তার দরুন গোল করা সম্ভবপর হয় না।

প্রথম গোল

খেলার কুড়ি মিনিটের সময় দক্ষিণ কোরিয়া দলের লেফট আউট জাং-বোয়াং-টাকের কর্ণার লব হইতে রাইট ইন লী-হে-টেক দিনের প্রথম গোলটি করেন (১—০)।

একগোলে পশ্চাৎবর্ত্তী থাকিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান দল গোলটি পরিশোধের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেও খেলোয়াড়দের ভুল বুঝাবুঝির দরুন গোল শোধ করা সম্ভবপর হয় না।

গোল শোধ

বিরতির দুই মিনিট পূর্ব্বে পূর্ব পাকিস্তান দলের হাশেম বিপক্ষ দলের গোলমুখে একটি জটলার মধ্য হইতে গোলটি পরিশোধ করিয়া খেলায় সমতা আনেন (১—১)।

দক্ষিণ কোরিয়া দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সুষ্ঠু সমঝোতাবোধ বিদ্যমান থাকিলেও গোলমুখে স্থির লক্ষ্যের অভাব থাকায় তাহাদের গোল করিতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

বিরতির পর

বিরতির পর দক্ষিণ কোরিয়া দল অধিকাংশ সময় প্রাধান্য বিস্তার করে।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের উনিশ মিনিটের সময় দক্ষিণ কোরিয়া দলের পুরোভাগের সেরা খেলোয়াড় পার্ক-সু-ইল রাইট আউটের একটি লবের চলন্ত বলে শট করিয়া স্বীয় দলকে পুনরায় অগ্রগামী করান (২—১)। তিন মিনিট পর বিজয়ীদলের লেফটইন পার্ক-লী-চান ব্যাক সীমানার দুইগজ দূর হইতে একটি কোণাকুণি শটের সাহায্যে গোলরক্ষক নুরুন্নবীকে সহজেই পরাভূত করেন (৩—১)।

চৌত্রিশ মিনিটের সময় পূর্ব পাকিস্তান দলের লেফট আউট প্রতাপের স্কোয়ার পাস হইতে লেফট ইন জব্বার সরাসরি একটি শটের সাহায্যে আরও একটি গোল শোধ করেন (৩—২)। শেষ দশ মিনিট খেলায় উত্তেজনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও পূর্ব পাকিস্তান দলের আর গোল শোধ করা সম্ভবপর হয়না।

দক্ষিণ কোরিয়া ইয়াংজী দল ঃ লি, সে, ইউন, সী, ইউন চ্যান, কিম, জু মুক, লিম হুক, হান, কিম, হো, মিউ সাং হো, পার্ক সু-ইল (চোই সাং চুল), লী-হে-টেক, ঝো-ইয়ং পার্ক-লী চান, জাংবোয়াং টক, (চোয়াং-কাঙ্গী)।

পূর্ব্ব পাকিস্তান একাদশঃ—নুরুন্নবী, জহীর, পিন্টু, আমীর বখশ, নবীবখশ, মুসা, প্রতাপ, (আশরাফ), হাশেম, আসলাম, জব্বার ও টিপু।

রেফারী—ইসা খান

সহকারী—মোহাম্মদ আলী ও এম কবির উদ্দীন।

সগৌরবে চলিতেছে!
তাজমহলে
(প্রত্যহ ৩৷৷, ৬৷৷ ও ৯৷৷টায়)
প্রণয় ও দ্বন্দ্বপূর্ণ নৃত্যগীতে ভরা
আদিল
শ্রেঃ সালোনী, মহম্মদ আলী, আদিব
শেষ সপ্তাহ! অদ্য ১১টায় "দাল মে কালা"

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে! রূপমহল (ঢাকা)
(প্রত্যহ ৩—৩০, ৬—৩০, ৯—৩০)
একটা সুন্দর প্রেমকাহিনী। সুর ও সঙ্গীতে ভরপুর

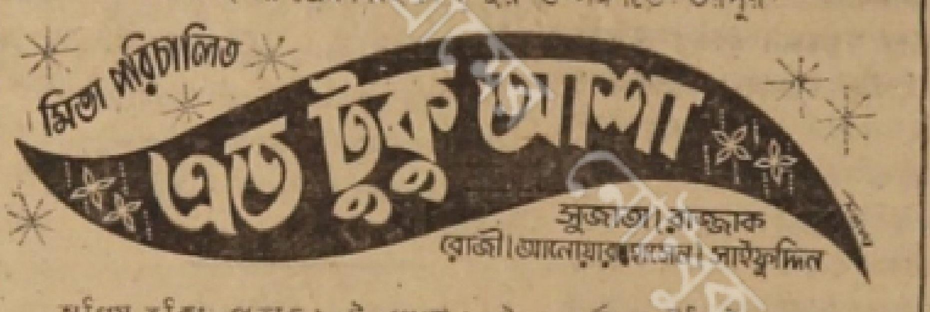

অগ্রিম বুকিং প্রত্যহ ১০টা থেকে ১২টা। পূর্ব্বাহ্নে টিকিট কিনুন

৮ম প্রশংসাধন্য সপ্তাহ!
অস্থির হৃদয়ের বৈচিত্র্যবহুল উপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বাণীচিত্র!

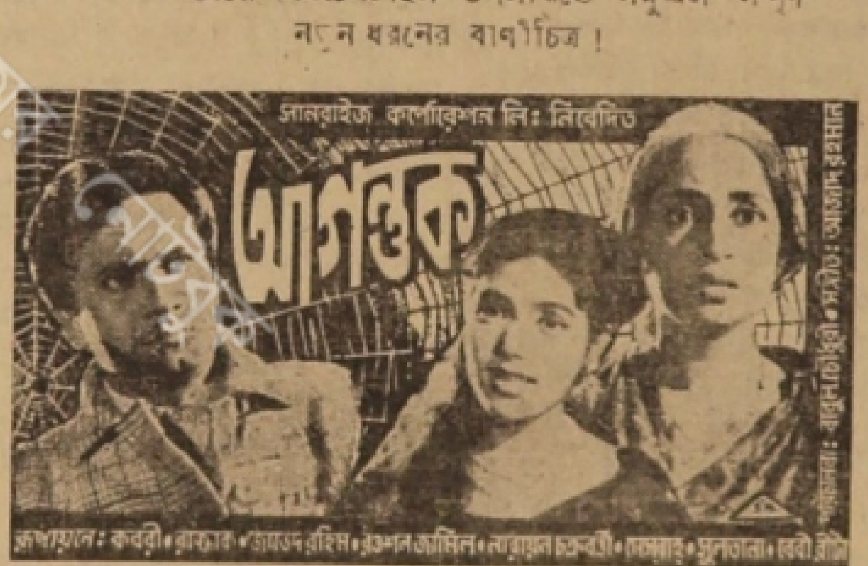

—একযোগে চলছে—
ষ্টার (ঢাকা) • হংস (নারায়ণগঞ্জ) • উজ্জ্বলা (চট্টগ্রাম) • উল্লাসিনী (খুলনা)
লিবার্টি (কুমিল্লা) • লক্ষ্মী (রংপুর) • চিত্রা (যশোহর) • চিত্রলেখা (চাঁদপুর)
ষ্টার পরিবেশনা

৪র্থ জনপ্রিয় সপ্তাহ!
নিশাত (ঢাকা) প্রত্যহ ৩৷৷০, ৬৷৷০, ৯৷৷০)
এস, এম, ইউসুফের শক্তিশালি অবদান!
পর্দ্দার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় জুটি

এই সঙ্গে পিকচারপ্যালেস (খুলনা) চিত্রালী (খুলনা) আলমাস (চট্টগ্রাম) চৌরঙ্গী (দিনাজপুর)
২২শে আগষ্ট রাণীমহল (ঢাকা)
অগ্রিম বুকিং ১০টা থেকে ১২টা। পূর্ব্বাহ্নে টিকেট কিনুন

৩য় জনপ্রিয় সপ্তাহ! আজাদ-এ
দুর্গম অরণ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের একমাত্র ছায়াছবি

আরও চলছে রঙ্গম (চট্টগ্রাম)

মুক্তি প্রতীক্ষায়!
মহাবীর আলেকজান্ডার ভিত্তিক একটি প্রসিদ্ধ গ্রীক কাহিনী

তারিখ ও প্রেক্ষাগৃহের প্রতীক্ষায় থাকুন!
নবারুণ পরিবেশনা

প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মধ্যেও অধিক জনসমাবেশ। চিত্রজগতে ইতিহাস ভঙ্গকারী ছায়াছবি।
—একযোগে চলিতেছে—
মধুমিতা (ঢাকা) • বিউটি (ঢাকা) • শাবিস্তান (ঢাকা)
ডায়না (ঢাকা) • গুলশান (নঃগঞ্জ) • লায়ন (চিটাগং)

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে
মুনে (প্রত্যহ ঃ ৩৷৷ ৬৷৷ ও ৯৷৷)
শহরের ৫ম প্রণয়মধুর চিত্র

সত্বর আপনার সিট বুক করুন
অদ্য ১১॥০টায় "দোশীজা"

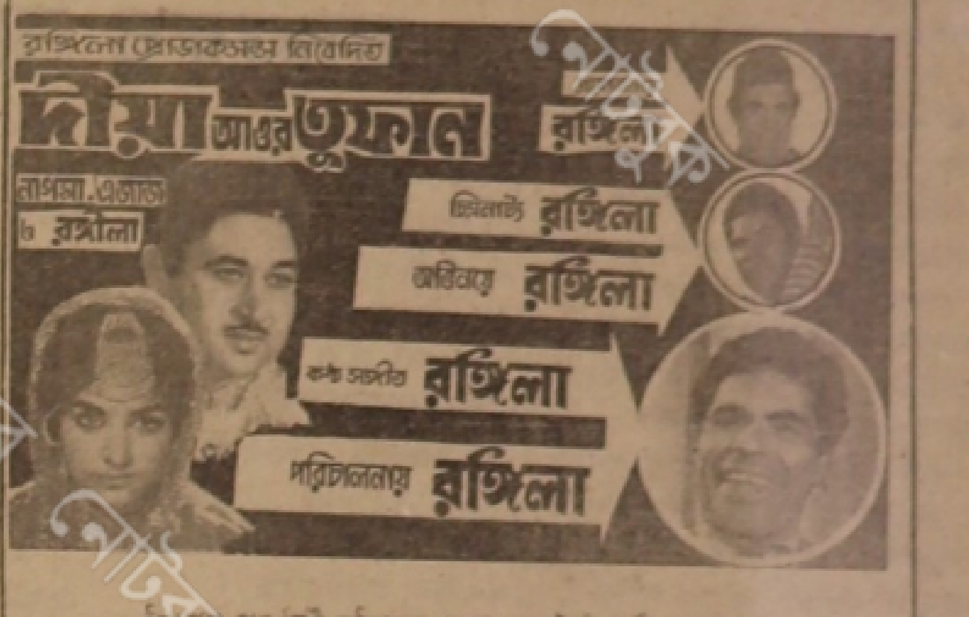

বিশেষ প্রদর্শনী রবিবার বেলা ১১টায় শাবিস্তানে।
দিয়া আওর তুফান
প্রত্যহ অগ্রিম টিকিট দেওয়া হচ্ছে
মধুমিতা—সকাল ১০-৩০ হইতে ১টা এবং ৩-৩০ হইতে ৮টা পর্যন্ত।
বিউটি — সকাল ১০-৩০ হইতে ১টা এবং ৩-৩০ হইতে ৮টা পর্যন্ত।
শাবিস্তান—সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং শো সময়ে।
ডায়না —সকাল ১০টা হইতে ১২টা এবং শো সময়ে।
ভিড় এড়াতে হলে পূর্বেই আপনার আসন গ্রহণ করুন।
ফেমাস ফিল্মস পরিবেশনায়

যে কোনও শুক্রবার মুক্তিলাভ করছে!
—একযোগে—
বলাকা (ঢাকা) • জোনাকী (ঢাকা) • মুন (ঢাকা) • ডায়না (ঢাকা) • ডায়মণ্ড (নারায়ণগঞ্জ) • বৈকালী (খুলনা) • উল্লাসিনী (খুলনা) • ? (চট্টগ্রাম)
রূপালী পর্দ্দার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় জুটি সুজাতা ও সরকার কবিরুদ্দিন আপনাকে আপনার জীবনকালের আনন্দ দান করবে।
"মোমের আলোর" পর মুস্তাফা মাহমুদের আর একটি সেরা অবদান।

সঙ্গীত ঃ আনোয়ারুদ্দীন খান। শীঘ্র অগ্রিম বুকিং শুরু হবে ঃ প্রতীক্ষায় থাকুন।

সর্ব্বত্র পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে
—একযোগে—
গুলিস্তান • জোনাকী • লায়ন • আনারকলি
প্রত্যহ ঃ ৩—৩০, ৬—৩০, ৯—৩০
নিউমেট্রো (নারায়ণগঞ্জ) সোসাইটি (খুলনা) বৈকালী (খুলনা)
।। অত্যাচারীর দম্ভ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ।।

অদ্য প্রাতে ১১টায় গুলিস্তানে ঃ "রান ফর ইওর ওয়াইফ (এ)" জোনাকীতে ঃ "সামার হোলিডে" লায়নে ঃ বিকজ অব ইভ"...প্রত্যহ অগ্রিম বুকিং চলছে বেলা ১০টা থেকে ১টা এবং ৩-৩০ থেকে রাত্রি ৮টা।
আনিস ফিল্ম পরিবেশনা

৬ দফা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিবে

—কাইয়ুম খান

পেশোয়ার, ১৫ই আগষ্ট।—কায়েদে আজম মোছলেম লীগের আহ্বায়ক খান আবদুল কাইয়ুম খান পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ইহার সংহতি বিনষ্টের সকল প্রচেষ্টা প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আজাদী দিবস উপলক্ষে বাদিচা জান সাহেব-এ অনুষ্ঠিত দলীয় কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতাকালে তিনি উপরোক্ত মনোভাব প্রকাশ করেন।

খান আবদুল কাইয়ুম খান পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি ৫৬ ভাগ প্রতিনিধিত্ব দানের আশ্বাস দান করিয়া তাহাদের দেশ পরিচালনায় আহ্বান জানান।

তাঁহার বক্তৃতায় দেশে শক্তিশালী কেন্দ্র বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, পাকিস্তানের অস্তিত্বের ইহা পূর্বশর্ত বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

দেশের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করার যে কোন প্রচেষ্টার তিনি বিরোধিতা করিবেন বলিয়া সীমান্ত নেতা ঘোষণা করেন।

খান কাইয়ুম আরও বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের ৬-দফা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিবে। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের দাবীকে ৬-দফার সহিত মিলাইলে ঠিক হইবে না বলিয়া তিনি অভিমত প্রদর্শন করেন।

খান আবদুল কাইয়ুম খান পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য ৪-দফা সোপারেশ পেশ করেন। এই ৪দফা হইল ঃ— সুসংগঠিত ও কার্যকরীভাবে মোছলেম লীগের উপস্থিতির সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের দ্বারা সুস্থ জাতি গঠন, জাতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণ, শিক্ষা, শিল্প কৃষি ও দেশরক্ষার প্রয়োজন পুরনের জন্য বৈজ্ঞানিকদের একটি ট্রাষ্ট গঠন। —এপিপি

করাচীতে মার্কিন চোরাচালানকৃত বস্ত্র উদ্ধার

করাচী, ১৫ই আগষ্ট।—করাচী পুলিশ আজ শহরের দুইটি বড় গুদামে তল্লাসী চালাইয়া তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা মূল্যের চোরাচালানকৃত আমেরিকান বস্ত্র উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া আজ জানানো হয়।

পুলিশ এই চোরাচালানকৃত বস্ত্রের মালিক বলিয়া কথিত দেলওয়ার হোসেন আগা ও মোহাম্মদ শরীফ নামে দুই জন নামী ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করে। ২১টি গহংকারের বেলে কাপড়গুলি ছিল। প্রতিটি বেলের ওজন সাত হইতে আটশত পাউণ্ডের মধ্যে। কাপড়গুলোর মধ্যে লাইলন, নাইলন ব্রোকেড, সিল্ক, প্রভৃতিও রহিয়াছে। পুলিশ গ্রেফতারকৃত আগা দেলওয়ার ও শরীফকে যথাক্রমে একজন আমদানীকারক ও চোরাচালানী বস্ত্র সরবরাহকারী এবং রেশমীবস্ত্র প্রস্তুতকারক ও দোকানদার বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

পুলিশ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদ্বয় ও উদ্ধারকৃত বস্ত্র করাচী সামুদ্রিক শুল্ক বিভাগের নিকট আরও তদন্তের জন্য সোপর্দ্দ করিয়াছেন। —এ পি পি

অদ্য পাকিস্তান দরদী সংঘের সভা

ঢাকা, ১৬ই আগষ্ট।—পাকিস্তান দরদী সংঘের উদ্যোগে শহীদ আবদুল মালেকের মাগফেরাত কামনার উদ্দেশ্যে আগামী কল্য রবিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে এক সভা হইবে বলিয়া সংঘের এক প্রেসরিলিজে প্রকাশ।

সকলকে যথাসময়ে সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

আজাদী দিবসে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা বাইচের দৃশ্য। —আজাদ

আজাদী দিবসে খেতাব প্রাপ্তদের তালিকা

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৬ই আগষ্ট।—(আজাদী দিবসে প্রেসিডেন্টের খেতাবপ্রাপ্তদের কিছু সংখ্যকের নাম গতকল্যকার আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য অবশিষ্টদের নাম দেওয়া হইল) ঃ—

তমঘা-ই-সুজ্জাত

১। আগারওয়া আলীপ, কিউ পি এম, পিপিএম, পিএসপি, পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, দক্ষিণাঞ্চল, হায়দরাবাদ।

২। জনাব আওরঙ্গজেব খান, ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, রেঞ্জার্স, সিন্ধু রেঞ্জার্স, হায়দরাবাদ।

৩। জনাব আলী ওসমান শাহ হারবার মাষ্টার, চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম।

৪। জনাব জাবেদ ইকবাল, (ও নং ৬৩০৪৪৫) এবল সীম্যান, পাকিস্তান নৌবাহিনী।

৫। জনাব আক্তারুজ্জামান, ফরেষ্টার কেঃ অবঃ ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, গোঃ-জেলা সিলেট।

৬। জনাব এ, এফ, মোঃ আলী আকবর কোরেশী, রেঞ্জ অফিসার লোয়াচারা রিসার্চ ষ্টেশন, সিলেট।

৭। জনাব আজিজুল হক চৌধুরী, ফরেষ্ট রেঞ্জার, রেঞ্জ অফিসার, রসুলপুর রিসার্চ ষ্টেশন।

৮। মিসেস সাহেরা খাতুন, স্বামী আবদুস সাত্তার, গ্রাম খিলা থানা আটপাড়া, মোমেনশাহী।

তমঘা-ই-ইমতিয়াজ

১। জনাব খান মোহাম্মদ আসলাম, প্রধান তত্ত্ববিদ, আনবিক খনিজ বিভাগ, লাহোর।

২। খান মোহাম্মদ, শামসাদ, আবহাওয়া তত্ত্ববিদ, পাকিস্তান আবহাওয়া বিভাগ, করাচী।

৩। ডঃ এস, এম, হাসানুজ্জামান, এস, এস সি, বি, এ জি, এম, এস, পি এইচ ডি, ইকনমিষ্ট, বোটানিষ্ট (ফাইবার্স) ঢাকা, ফার্ম, আইয়ুব নগর।

৪। ডাঃ নজম-উদ-দীন ইউসুফ, ডীন ফ্যাকালটি অব এগ্রিকালচার, পশ্চিম পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লায়ালপুর।

৫। ডঃ জুলফিকার আহমদ গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর।

৬। ডঃ সৈয়দ মাসুম আলী তিরমিজী, পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক করাচী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। জনাব গোলাম জিলানী আসগর, সরকারী কলেজের অধ্যাপক, সারগোদা।

৮। জনাব আ,ন,ম বজলুর রশিদ, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ঢাকা।

৯। খালিক ইব্রাহিম খালিক সহকারী প্রডিউসর (ফিল্ম) ফিল্ম ও পাবলিকেশন্স বিভাগ, পাকিস্তান সরকার, করাচী।

১০। জনাব আবদুল ওয়াহিদ খান, প্রিভেনটিভ অফিসার, কাষ্টম হাউস, করাচী।

১১। জনাব হাবিব আলী কিং, প্রিভেনটিভ অফিসার, কাষ্টম হাউস, করাচী।

১২। জনাব মোসলেহউদ্দিন ১০৩—জে গুলবার্গ-৩, লাহোর।

১৩। মিসেস নাহিদ নিয়াজী ১০৩—কে গুলবার্গ-৩, লাহোর।

১৪। জনাব আবদুল কাদির, পাবলিকেশন্স অফিসার, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১০২ গ্রীন রোড, ঢাকা—২।

১৫। মিসেস মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মহিলা কবি পাবনা।

তমঘা-ই-কায়েদে আজম

১। জনাব মোহাম্মদ শফি, অর্থ উপদেষ্টা (পিএফ) ওয়াহ ক্যাণ্ট।

২। জনাব নুসরত-উদ-দীন, ডেপুটি চীফ অব প্রটোকল, পররাষ্ট্র দফতর, পাকিস্তান সরকার, ইসলামাবাদ।

৩। ডঃ গোলাম উল্লাহ পি এইচ ডি, ফরেষ্ট এনটোমোলজিষ্ট, পাকিস্তান ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, পেশোয়ার।

৪। জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান এম, এস-সি, এলএল বিজি, ড্রাগ কনট্রোলার, হেলথ বিভাগ, পাকিস্তান সরকার, ইসলামাবাদ।

৫। জনাব এ, আর, মামুন, ডিরেক্টর (প্রকিউরমেণ্ট এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন) ফুড ডিরেক্টরেট, করাচী।

৬। জনাব এ, আর, খান, ডিরেক্টর, পুঁজিবিনিয়োগ বিভাগ, করাচী।

৭। জনাব নিসার হাসান খান, সি,এস,এস, সেকশন অফিসার, ফুড এণ্ড এগ্রিক্যালচার ডিভিশন, পাকিস্তান সরকার, ইসলামাবাদ।

৮। জনাব আবদুল হাফিজ, সি,এস,এস সেকশন অফিসার, ফুড এগ্রিকালচার ডিভিশন, পাকিস্তান সরকার, ইসলামাবাদ

৯। জনাব শেক হোসেন সি,এস,এস সেকশন অফিসার, প্রতিরক্ষা দফতর, পাকিস্তান সরকার, রাওয়ালপিণ্ডি।

১০। জনাব মোজাফ্ফর হোসেন, সি,এস,এস সেকশন অফিসার

১১। জনাব ওয়াজিদ আলী খান, সি,এস,এস সেকশন অফিসার, কেবিনেট, (এসটাবলিষ্টমেণ্ট বিভাগ) পাকিস্তান সরকার, রাওয়ালপিণ্ডি।

১২। জনাব ফারুক মহসীন সি, এস, এস, সেকশন অফিসার, কেবিনেট ডিভিশন, পাকিস্তান সরকার, ইসলামাবাদ।

১৩। জনাব এম, আশিক হোসেন, সি,এস,এস সেকশন অফিসার, স্বরাষ্ট্র দফতর, পাকিস্তান সরকার, ইসলামাবাদ।

১৪। লেঃ কর্ণেল শের আলী বাজ, পি,এস,সি (পিএ-২৫২৭) পি,এস,ই, পাকিস্তান আর্মি।

১৫। লেঃ কর্ণেল আখতার হাফিজ, (পিএ ২৫২৭) পি এম ই পাকিস্তান আর্মি।

১৬। লেঃ কর্ণেল সুলতান আহমদ খান, (পিএ ১০০০২৪৬) এ এম জি, পাকিস্তান আর্মি।

১৭। লেঃ কর্ণেল মারী বক্স, (জেএসপি ০০০৫০) এ,এফ,এন,এস, পাকিস্তান আর্মি।

১৮। লেঃ কর্ণেল মাহমুদ আলী খান (এসিও—৬৩২, একে আর এফ, পাকিস্তান আর্মি।

১৯। মেজর আবদুল হানিফ খান, (পিএসএস—১৮২০) বালাউ, পাকিস্তান আর্মি।

২০। মেজর সলিম আহমদ ইয়াজদানী, (পিএ-১১৬০) পাঞ্জাব, পাকিস্তান আর্মি।

২১। কমডোর সাঈদ হোসেন (পি, এ, ৬০১) পাকিস্তান নেভি।

২২। কমডোর শাবিবর উল হক (পি—নং ৩০০) পাকিস্তান নেভি।

২৩। স্কোয়াড্রন লিডার হামিদ ফারুক, (পাক-১৩৮১) পাকিস্তান বিমান বাহিনী।

২৪। ফ্লাইট লেঃ মোহাম্মদ দাউদ (পাক৩৮৭৭) পাকিস্তান বিমান বাহিনী।

২৫। জনাব এম আই জেড গাজালী, ডেপুটি ডিরেক্টর, ইন্সপেকশন এণ্ড ট্রেনিং (কাষ্টম এণ্ড সেনট্রাল এক্সাইজ) করাচী।

২৬। জনাব গোলাম নবী জাহিদ মালিক, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, সেনট্রাল সার্কেল লাহোর।

২৭। সৈয়দ নুরুর রহিম, ডিরেক্টর, লং ডিসট্যান্স কম্যুনিকেশন্স জেনারেল ম্যানেজার অফিস ইষ্টার্ণ টেলিকম্যুনিকেশন্স রিজিয়ন, ঢাকা।

২৮। মিয়া রিয়াজুল হক সিনিয়র রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ার ডিরেক্টরেট জেনারেল রেডিও পাকিস্তান রাওয়ালপিণ্ডি।

২৯। সৈয়দ আফজাল হোসেন জাফেরী ডেপুটি প্রধান তথ্য অফিসার তথ্য বিভাগ, পাকিস্তান সরকার রাওয়ালপিণ্ডি।

৩০। জনাব ওয়াহিদুদ্দিন আহমদ ডিরেক্টর, পাকিস্তান ভূতত্ত্ব জরীপ, কোয়েটা।

৩১। মিয়া আসগর আলী,

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকার বাস সমস্যা

(৫ম পৃঃ পর)

বস্তিতার অভিযোগ সবচেয়ে বেশী। যাত্রিগণ কণ্ডাক্টরদের দুর্ব্যবহার সম্পর্কেও অভিযোগ করে থাকেন। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার চেয়ে ড্রাইভার কণ্ডাক্টরদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেই বেশী কাজ করে থাকে। তাছাড়া, প্রায় সব টাউন সার্ভিস বাসে যাত্রীদের বসার সিটের অবস্থাটি খুব খারাপ। অনেক বাসের মেঝেতে আড়াআড়ি কাঠি না থাকাতে যাত্রীদের ভয়ানক অসুবিধে হয়ে থাকে।

প্রখর নিদারুণ রোদে বা বৃষ্টি ঝরা অনাত্মীয় বাস ষ্টপেজে দাঁড়ানো ঘামে জর জর বা ভিজে কাক যাত্রীর কাছ থেকে আপনি অসংখ্য অভিযোগ শুনবেন। যে সব অভিযোগ সম্পর্কে ওপরে বলা হলো সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

টাউন সার্ভিস কর্তৃপক্ষের ভাষ্য

ঢাকা মোটরস এসোসিয়েশনের জনৈক কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছেন যে, টাউন সার্ভিস বাসগুলো বর্তমানে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সেটা হচ্ছে ভাড়া। গত ১৯৪৭ সালে টাউন সার্ভিসের জন্যে যে ভাড়া নির্দ্ধারিত হয়েছিলো তা এখন পর্যন্তও বাড়ানো হয়নি। অথচ বাসের খুচরো যন্ত্রপাতি, পেট্রল ডিজেল, টায়ার, টিউবের দাম বেড়েছে। পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ভাড়া ছাড়াও রয়েছে ছাত্রদের জন্য কনশেসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। ফলে দিন দিন টাউন সার্ভিস বাসগুলোর উপার্জ্জন কমে যাচ্ছে। পারমিট পাওয়া সত্ত্বেও অনেকগুলো বাস নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকার এটিই অন্যতম কারণ।

লায়ন্স ক্লাব কর্তৃক

নৈহাটীতে নির্মিত ১৮টি পাকা গৃহ গ্রামবাসীদের প্রদান

ঢাকা, ১৫ই আগষ্ট।—ঢাকা হইতে ৬ মাইল দূরে টর্ণেডো বিধ্বস্ত নৈহাটী গ্রামে পাকিস্তান লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে নির্মিত ১৮টি পাকা গৃহ অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে।

এই হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও শ্রম উজির জনাব এ মালেক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বেগম মালেক গ্রামবাসীদের মধ্যে গৃহ বরাদ্দের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

গত মার্চের টর্ণেডোতে নৈহাটী বিধ্বস্ত হয়। গ্রামের ৩৬টী পরিবারের মধ্যে ১৮টি পরিবারের এই সকল নব নির্মিত পাকা গৃহগুলিতে বস বাসের ব্যবস্থা হইবে।

এই উপলক্ষে উজির ছাহেব এক বক্তৃতায় বলেন যে, আদর্শ গ্রাম নির্মিত হোক ইহা তাহার দীর্ঘ দিনের আকাঙ্খা। লায়ন্স ক্লাবের এই পদক্ষেপ তাহার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিতে চলিয়াছে দেখিয়া তিনি আজ অত্যন্ত সুখী।

লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ হইতে বেগম ইস্পাহানী গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ কর্মীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। —এপিপি

খুলনা ফুটবল প্রতিযোগিতা

(৯ম পৃঃ পর)

প্রতিকার

অতএব এই খেলা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষিত জনমণ্ডলীর সতর্ক হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ নামজাদা দক্ষ খেলোয়াড় (যাহারা আদৌ স্কুলে পড়ে না) কোন টিমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। এবং কোন ইস্কুলে একপ করা হইলে তাহাকে শুধু ক্রীড়া জগৎ হইতে বহিস্কার নয় তাহাদের সরকারী আর্থিক সাহায্যের উপরও কোনরূপ প্রশ্ন আনা যায় কিনা বিবেচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদের ক্রীড়া প্রাঙ্গণে নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে কোনরূপ প্রহরা ব্যবস্থা করা যায় কিনা বিবেচনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, নির্ভরযোগ্য রেফারী ও দক্ষ বিচারকমণ্ডলী এবং প্রয়োজন সংখ্যক ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। চতুর্থতঃ ক্রীড়াঙ্গনটি যাহাতে সর্ব্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত থাকে তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই। এই সমস্ত দিকে লক্ষ্য করিবার পর যদি আরো অধিক সংখ্যক স্কুলকে আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এবং এইরূপ ব্যবস্থায় ভিত্তিতে শুধুমাত্র দেশে পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া আয়োজনের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে। অন্যথায় আমরা যত পয়সা খরচ করিনা কেন, কাগজে-কলমে যত বাহাদুরি দেখাই না কেন, দেশে ক্রীড়ার উন্নয়ন সাধিত হইবে না এবং আমাদের এই ভিত্তিবিহীন আয়োজন শুধুমাত্র ভস্মে ঘি ঢালার সমান হইবে।

শ্রী জনার্দ্দন মণ্ডল

বেতার

ঢাকা

রবিবার, ১৭ই আগষ্ট

ঢাকা ক ৭-০০ তেলাওয়াতে কালামে পাক। ৭-১০ নাত। ৭-১৫ কোরানে হাকিম ও আমাদের জিন্দেগী ঃ বাংলা কথিকা। ৭-২৫ আবহাওয়াবার্ত্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি। ৭-৩০ চুটির গান। ৭-৪৫ খবর ঃ বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী। ৮-২০ আধুনিক গান। ৮-৩০ পল্লীগীতি। ৮-৪০ স্বরগম। ৯-০০ খেলাঘর। ৯-৩০ কাহিনী। ৯-৪৫ আধুনিক গান। ১০-০০ সানাই। ১০-১৫ ষ্টুডেন্টস ফোরাম। ১০-৩০ ছায়াছন্দ। ১১-০০ উর্দু শিক্ষার আসর। ১১-১০ দ্বৈত সঙ্গীত। ১১-২০ সমাচার। ১১-৩০ নবকুসুম। ১১-৪৫ রবিবারের আসর। ১২-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১২-১০ কমার্শিয়াল সার্ভিস। ২-০০ খবর ঃ উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী। ২-১৫ আবহাওয়াবার্ত্তা ও হারানো বিজ্ঞপ্তি। ২-২০ রেকর্ডের গান। ২-৩০ কমার্শিয়াল সার্ভিস। ৩-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

ঢাকা খ ৭-০০ ক-এর অনুরূপ। ৭-১৫ কোরানে হাকিম আওর হামারী জিন্দেগী। ৭-২৫ ক-এর অনুরূপ। ৮-০০ ত্রিপিটক পাঠ। ৮-১০ ক-এর অনুরূপ। ৩-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

ঢাকা ক ৪-৩০ পল্লীগীতি। ৪-৪৫ নজরুল গীতি। ৫-০০ আমার দেশ। ৫-৩০ আধুনিক গান। ৫-৪০ নজরুলগীতি। ৫-৫০ খেলার খবর। ৫-৫৫ আবহাওয়াবার্ত্তা অনুষ্ঠান পরিচিতি। ৬-০০ খবর ঃ উর্দু ও বাংলা। ৬-২০ ফওজী অনুষ্ঠান। ৬-৫০ ঢাকার খবর। ৭-০০ ক্ষেতে খামারে। ৭-৩০ সোজন্যে। ৭-৪০ গীত ও গজল। ৭-৫৫ এ মাসের গান। ৮-০০ খবর ঃ বাংলা। ৮-১৫ চয়নিকা। ৮-৩০ আধুনিক গান। ৮-৪৫ খবর ঃ উর্দু ও ইংরেজী। ৯-১৫ বাংলায় সংবাদ পর্য্যালোচনা। ৯-২০ ইয়োথ ফোরাম। ৯-৪৫ খবরস্রোতা। ৯-৫৭ যন্ত্রসঙ্গীত। ১০-০০ অনুরোধের আসর। ১১-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১১-১০ আবহাওয়াবার্ত্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি। ১১-১৫ সানাই। ১১-৩০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

ঢাকা খ ৪-৩০ ক-এর অনুরূপ। ৬-২০ পল্লীগীতি। ৬-৩৫ আধুনিক গান। ৬-৫০ ক-এর অনুরূপ। ৮-৪৫ পল্লীগীতি। ৯-০০ ক-এর অনুরূপ। ১১-১০ সমাপ্তি।

সোমবার, ১৮ই আগষ্ট

ঢাকা ক ৭-০০ তেলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা। ৭-১০ হামদ/নাত। ৭-১৫ কোরানে হাকিম ও আমাদের জিন্দেগী। ৭-২৫ আবহাওয়াবার্ত্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি। ৭-৩০ প্রভাতী। ৭-৪৫ খবর ঃ বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী। ৮-২০ মিল্লাত। ৮-৩০ আধুনিক গান। ৮-৪৫ খেয়াল। ৯-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

ঢাকা খ ৭-০০ ক-এর অনুরূপ। ৭-১৫ কোরানে হাকিম আওর হামারী জিন্দেগী। ৭-২৫ ক-এর অনুরূপ। ৮-০০ রেকর্ডের গান। ৮-১০ ক-এর অনুরূপ। ৯-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

ঢাকা ক ও খ ১২-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১২-১০ স্কুল ব্রডকাষ্ট। ১২-৪০ আধুনিক গান। ১২-৫০ গজল। ১-০০ কমার্শিয়াল সার্ভিস। ২-০০ খবর ঃ উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী। ২-১৫ আবহাওয়াবার্ত্তা ও হারানো বিজ্ঞপ্তি। ২-২০ রেকর্ডের গান। ২-৩০ কমার্শিয়াল সার্ভিস। ৩-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

ঢাকা ক ৪-৩০ নজরুলগীতি। ৪-৪৫ আধুনিক গান। ৫-০০ আমার দেশ। ৫-৩০ আধুনিক গান। ৫-৪০ গীত ও গজল। ৫-৫০ পত্রিকা। ৫-৫৫ আবহাওয়াবার্ত্তা, অনুষ্ঠান পরিচিতি ও টেক রিপোর্ট। ৬-০০ খবর ঃ উর্দু ও বাংলা। ৬-২০ ফওজী অনুষ্ঠান। ৬-৫০ ঢাকার খবর। ৭-০০ ক্ষেতে খামারে। ৭-৩০ আইনজীবী। ৭-৪০ আধুনিক গান। ৭-৫০ নজরুল গীতি। ৮-০০ খবর ঃ বাংলা। ৮-১৫ আধুনিক গান। ৮-২০ বক-মারী। ৮-৩০ আধুনিক গান। ৮-৪৫ খবর ঃ উর্দু ও ইংরেজী। ৯-১৫ বাংলায় সংবাদ পর্য্যালোচনা। ৯-২০ সাবরাস। ৯-৪৫ একটি মৃত্যুর কামনা ঃ বাংলা নাটক। ১০-২০ রেকর্ডের গান। ১১-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১১-১০ আবহাওয়াবার্ত্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি। ১১-১৫ যন্ত্রসঙ্গীত। ১১-৩০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

ঢাকা খ ৪-৩০ ক-এর অনুরূপ। ৬-২০ পল্লীগীতি। ৬-৩৫ আধুনিক গান। ৬-৫০ ক-এর অনুরূপ। ৮-৪৫ বাংলা জীবন্তিকা। ৯-০০ ক-এর অনুরূপ। ১১-১০ সমাপ্তি।

চট্টগ্রাম

সোমবার, ১৮ই আগষ্ট

৭-০০ ঢাকা থেকে রীলে। ৭-২৫ আবহাওয়াবার্ত্তা, অনুষ্ঠান পরিচিতি ও যন্ত্রসঙ্গীত। ৭-৩০ নজরুল গীতি। ৭-৪৫ খবর ঃ বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী। ৮-২০ নজরুল গীতি। ৮-৩০ রেকর্ডের গান। ৮-৪৫ খেয়াল। ৯-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

১২-০০ খবরঃ বাংলা ও উর্দু। ১২-১০ স্কুল ব্রডকাষ্ট। ১২-৩০ সুরমালা। ১২-৪৫ আবহাওয়াবার্ত্তা ও হারানো বিজ্ঞপ্তি। ১২-৫০ পল্লীগীতি। ১-০০ কমার্শিয়াল সার্ভিস। ২-০০ খবর ঃ উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী। ২-১৫ রেকর্ডের গান। ৩-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

৪-৩০ আধুনিক গান। ৪-৪০ পল্লীগীতি। ৪-৫০ সেতার। ৫-০০ নগণের খেদমতে। ৫-৩০ গজল। ৫-৪৫ নজরুল গীতি। ৫-৫৫ আবহাওয়াবার্ত্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি। ৬-০০ খবর ঃ উর্দু ও বাংলা। ৬-২০ ঢাকা থেকে রীলে। ৬-৫০ স্থানীয় খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ৭-০০ ক্ষেত খামারে। ৭-৩০ আধুনিক গান। ৭-৪০ নজরুল গীতি। ৭-৫০ জনকল্যাণমূলক বার্তা। ৭-৫৭ যন্ত্রসঙ্গীত। ৮-০০ খবর ঃ বাংলা। ৮-১৫ রেকর্ডের গান। ৮-৩০ যন্ত্রসঙ্গীত। ৮-৩৫ আধুনিক গান। ৮-৪৫ খবর ঃ উর্দু ও ইংরেজী। ৯-১৫ বাংলায় সংবাদ পর্য্যালোচনা। ৯-২০ সাবরাস। ৯-৪৫ সামন্দী। ৯-৫৫ যন্ত্রসঙ্গীত। ১০-০০ গীতালি। ১০-৩০ রাগ প্রধান গান। ১০-৪৫ রেকর্ডের গান। ১১-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১১-১০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

রাজশাহী

সোমবার, ১৮ই আগষ্ট

৭-০০ ঢাকা থেকে রীলে। ৭-২৫ আবহাওয়াবার্ত্তা, ও অনুষ্ঠান পরিচিতি। ৭-৩০ আধুনিক গান। ৭-৪৫ খবর ঃ বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী। ৮-২০ নজরুলগীতি। ৮-৩০ আধুনিক গান। ৮-৪০ রাগ প্রধান গান। ৮-৫০ পল্লীগীতি। ৯-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

১২-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১২-১০ স্কুল ব্রডকাষ্ট। ১২-৪০ পাঁচ মিশালী গান। ১-০০ নজরুলগীতি। ১-১০ পল্লীগীতি। ১-২০ এস্রাজ। ১-৩০ গীতিসুধা। ২-০০ খবর ঃ উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী। ২-১৫ আবহাওয়াবার্ত্তা। ২-২০ আধুনিক গান। ২-৩০ খবরদার। ৩-০০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

৪-৩০ আধুনিক গান। ৪-৪৫ রবীন্দ্র সঙ্গীত। ৫-০০ নজরুল গীতি। ৫-১৫ আধুনিক গান। ৫-২০ পল্লীগীতি। ৫-৩০ সারেঙ্গী। ৫-৪০ আধুনিক গান। ৫-৫৫ আবহাওয়াবার্ত্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি। ৬-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ৬-২০ ঢাকা থেকে রীলে। ৬-৫০ স্থানীয় খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ৭-০০ ক্ষেতে খামারে। ৭-৩০ পল্লীর শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান। ৮-০০ খবর ঃ বাংলা। ৮-১৫ আধুনিক গান। ৮-২৫ পিয়ানো এ্যাকোর্ডিয়ান। ৮-৩৫ ছেলে ঘুমালো। ৮-৪৫ খবর ঃ উর্দু ও ইংরেজী। ৯-১৫ বাংলায় সংবাদ পর্য্যালোচনা। ৯-২০ সাবরাস। ৯-৪৫ পল্লীগীতি ১০-০০ গীতি মাধুরী। ১০-৩০ রাগমালা। ১১-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১১-১০ আবহাওয়াবার্ত্তা/যন্ত্রসঙ্গীত। ১১-১৫ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

সিলেট

সোমবার, ১৮ই আগষ্ট

৪-৩০ ঢাকা থেকে রীলে। ৭-৩০ তেলাওয়াতে কালামে পাক। ৭-৩৫ হামদ/নাত। ৭-৪০ অনুষ্ঠান পরিচিতি। ৭-৪৫ কাজরী। ৮-০০ খবর ঃ বাংলা। ৮-১৫ আধুনিক গান। ৮-৩০ হাসন রাজার গান। ৮-৪৫ খবর ঃ উর্দু ও ইংরেজী। ৯-১৫ বাংলায় সংবাদ পর্য্যালোচনা। ৯-২০ সাবরাস। ৯-৪৫ বাংলা কথিকা। ৯-৫৫ সারিন্দা। ১০-০০ আধুনিক গান। ১০-১৫ রাগ প্রধান গান। ১০-৩০ বেতার বিচিত্রা। ১১-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১১-১৫ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

রংপুর

সোমবার, ১৮ই আগষ্ট

৪-৩০ ঢাকা থেকে রীলে। ৬-০০ খবর ঃ উর্দু ও বাংলা। ৬-২০ ঢাকা থেকে রীলে। ৭-৩০ তেলাওয়াতে কালামে পাক। ৭-৩৫ হামদ। ৭-৪০ অনুষ্ঠান পরিচিতি ও ঘোষণা। ৭-৪৫ তিস্তা পারের গান। ৭-৫৫. রুমধর। ৮-০০ খবর ঃ বাংলা। ৮-১৫ নজরুলগীতি। ৮-৩০ এস্রাজ। ৮-৩৫ আধুনিক গান। ৮-৪৫ খবর ঃ উর্দু ও ইংরেজী। ৯-১৫ বাংলায় সংবাদ পর্য্যালোচনা। ৯-২০ সাবরাস। ৯-৪৫ ঢাকা থেকে রীলে। ১১-০০ খবর ঃ বাংলা ও উর্দু। ১১-১০ জাতীয় সঙ্গীত ও সমাপ্তি।

দিন-পঞ্জী

রবিবার, ৩২শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট, ৩রা জমাদিউস সানী।

তিথি—ঘঃ ১ ৪৭ ২৩ সেঃ পর্য্যন্ত চতুর্থী।

সূর্য্যোদয় ঃ ৫ ৪১ ২৬ সেঃ গতে।

সূর্য্যাস্ত ঃ ৬ ৩৫ ৩৯ সেঃ গতে।

সোমবার, ১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, ৪ঠা জমাদিউস সানি।

তিথি—ঘঃ ১ ১৪ ১৭ সেঃ পর্য্যন্ত পঞ্চমী।

সূর্য্যোদয় ঃ ৫ ৪৬ ৭ সেঃ গতে।

সূর্য্যাস্ত ঃ ৬ ৩৪ ৫৫ সেঃ গতে।

খোঁজ-খবর

মোসাম্মাৎ কামরুন নেসা ওরফে কামরুন বয়স ১০ বৎসর, গায়ের রং শ্যামলা, গোল মুখাকৃতি, বেঁটে গড়ন। গত ৭ই আগষ্ট আগর গাঁও হইতে নিখোঁজ হয়। বাঙলাভাষী এই মেয়েটির সন্ধান কেহ পাইলে নিম্ন ঠিকানায় জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

—নজরুল ইসলাম, ১০৬ কাকরাইল, ফোন ২৪২৫৪০ অথবা জি ১০৪ ষ্টাফ কোয়ার্টার ঢাকা-১৫

(২)

আখতার, বয়স ৮ বছর, গত ৫ই আগষ্ট দিনাজপুর হইতে রকেটযোগে নাটোর আসার পথে নিখোঁজ হইয়াছে। গায়ের রং কালো, গড়ন মোটা, গেঞ্জি গায়ে, কালো প্যাণ্ট পরনে, ছেলেটি হাবা এবং তোতলা, কোন সহৃদয় ব্যক্তি ছেলেটির সন্ধান জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

—সংবাদ প্রার্থী ডাঃ কাজী মঞ্জিল, ৪, সি ষ্টাফ কোয়ার্টার, মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী।

ইষ্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি, ঢাকা

নোটিশ

তারিখ ১৩ই আগষ্ট, ১৯৬৯।

ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি (১৯৬৯—৭০)

সিভিল, মেকানিকাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিকাল এবং মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চার বৎসরের বি, এস. সি, ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

বি, এস সি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর জন্য ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথমবর্ষ ক্লাসে ভর্তির জন্য প্রার্থীদিগকে অবশ্যই পূর্ব্ব পাকিস্তানের বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এবং সেকেণ্ডারী এডুকেশান হইতে বিজ্ঞানে হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট পরীক্ষা অথবা তাহার সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং ফিজিকস, কেমিষ্ট্রি এবং অঙ্ক বিষয়ে মোট মার্কের শতকরা অন্ততঃ ৫৫ ভাগ এবং হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ে অন্যুন শতকরা অন্ততঃ ৪০ভাগ করিয়া মার্ক অবশ্যই থাকিতে হইবে। জন্ম অথবা নেচারালাইজেশন সূত্রে প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই পাকিস্তানের অধিবাসী হইতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব কর্মচারী চাকরীব্যাপদেশে পূর্ব্ব পাকিস্তানে রহিয়াছেন ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব শর্তাবলী সন্তোষজনক হইলে তাহাদের পুত্র-কন্যাগণও ভর্তির জন্য উপযুক্ত হইবেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের যে কোনও বোর্ডের বিজ্ঞানে হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেটের ফল প্রকাশের ১৫দিনের মধ্যে, যে ফল সর্বশেষে প্রকাশিত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে, নির্দ্ধারিত ফরমে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে। আবেদনকারীকে যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনের ফরমের সঙ্গে নিম্নলিখিতগুলি অবশ্যই দিতে হইবে :—

১। সেকেণ্ডারী স্কুল সার্টিফিকেটের এটেষ্ট করা নকল অথবা তৎতুল্য দলিল।

২। হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট বা তাহার সমতুল্য পরীক্ষার এটেষ্ট করা মার্কশীট।

৩। আবেদনকারীর একখানা পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ।

৪। ইষ্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি, ঢাকা-এর কন্ট্রোলারের অনুকূলে ক্রসড পোষ্টাল অর্ডার দ্বারা ৫টাকা (পাঁচ টাকা মাত্র) ফি দিতে হইবে। এই ফি কোনও ক্ষেত্রেই ফেরত দেওয়া হইবে না।

(৫) শেষ যে ইন্সটিটিউশনে প্রার্থী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রধানের নিকট হইতে ক্যারাক্টার সার্টিফিকেটের এটেষ্ট করা নকল। অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ দরখাস্ত প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে এবং দরখাস্তের ফরমে লিখিত অসত্য ও মিথ্যা বিবরণ কোনও প্রার্থীকে ভর্ত্তির অযোগ্য করিয়া দিতে পারে। শুধুমাত্র হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট পরীক্ষা অথবা তাহার সমতুল্য কোনও পরীক্ষায় প্রার্থিগণ কর্তৃক ফিজিকস, কেমিষ্ট্রি ও ম্যাথামেটিকসে প্রাপ্ত মোট মার্কের ভিত্তিতে এডমিশন কমিটি কর্তৃক ইন্টারভিউর জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইবেন। এডমিশন কমিটি শুধু এই প্রকার প্রার্থীর ইন্টারভিউ গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে ভর্তির জন্য অনুপযোগী বিবেচিত যে কোনও প্রার্থীকে তাহারা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

ইন্টারভিউর জন্য নির্ব্বাচিত প্রার্থিগণকে অবশ্যই মূল

(১) সেকেণ্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট অথবা উহার সমতুল্য সার্টিফিকেট

(২) হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট পরীক্ষা অথবা তৎতুল্য পরীক্ষার মার্কশীট এবং

(৩) প্রার্থী শেষ যে ইন্সটিটিউশনে অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার প্রধানের নিকট হইতে ক্যারাক্টার সার্টিফিকেট এডমিশন কমিটি কর্তৃক ইন্টারভিউর সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে।

ইন্টারভিউর পর এডমিশন কমিটি কর্তৃক প্রার্থিগণ কর্তৃক হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট পরীক্ষা অথবা তাহার সমতুল্য পরীক্ষায় শুধুমাত্র ফিজিকস, কেমিষ্ট্রি এবং ম্যাথামেটিক্সে প্রাপ্ত মোট মার্কের ভিত্তিতে মেধা অনুসারে চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাচন করা হইবে। যদি একাধিক প্রার্থী এইচ, এস, সি অথবা তাহার সমতুল্য পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি ও ম্যাথামেটিক্সে একই পরিমাণ মার্ক পাইয়া থাকেন, তবে মেধা অনুসারে তাহাদের স্থান এডমিশন কমিটি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন সেইরূপ হইবে।

ইউনিভার্সিটির মেডিকাল অফিসার কর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রার্থীদের মেডিকাল পরীক্ষা হইবে, এবং যদি দেখা যায় যে কোনও প্রার্থীর দর্শনশক্তি অথবা শ্রবণশক্তি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ অথবা প্রার্থী অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত এবং মেডিকাল অফিসারের মতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার স্বাভাবিক তৎপরতা বিঘ্নিত হওয়ার মত দৈহিক অক্ষমতাযুক্ত তাহা হইলে সেই প্রার্থী ভর্তির জন্য অযোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন। ত্রুটিপূর্ণ দর্শনশক্তি ৭ দিনের মধ্যে পুনরায় পরীক্ষিত হইবে এবং অস্থায়ী অযোগ্যতা, যথা : হাইড্রোসিল এবং হার্ণিয়া মেডিকাল পরীক্ষার পর এক মাসের মধ্যে পুনরায় পরীক্ষা করা হইবে। অন্য যেসব ছোটখাটো ত্রুটিতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইতে পারে সেগুলি যথাযথ অস্ত্রোপচার হইয়া যাওয়ার পর এক মাসের মধ্যে পুনঃ পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হইতে পারে।

ভর্ত্তির জন্য নির্ব্বাচিত প্রার্থিগণকে আবশ্যকীয় ফি দিলে এবং (১) এইচ, এস, সি, পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট (২) লিগাল গার্ডিয়ানের নিকট হইতে তাহার আয়ের এবং তাহার ওয়ার্ডের ইনজিনিয়ারিং অধ্যয়নে ভর্তিতে সম্মতি আছে তাহার একটা বিবৃতি (৩) নির্বাচিত প্রার্থী ইউনিভার্সিটির রুলস ও রেগুলেশন মানিয়া চলিবেন সেই মর্ম্মে প্রার্থীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি উপস্থাপিত করিলে ফ্যাকালটি অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম বর্ষ ক্লাসে ভর্তি করা হইবে।

নূতন ভর্তি হওয়া ছাত্রদের জন্য হল আবাসে সীটের-সংখ্যা সীমাবদ্ধ। হলে প্রাপ্য সীটগুলি ভর্তির জন্য মেধা অনুসারে প্রার্থীদের যে চূড়ান্ত তালিকা হয় তাহার ভিত্তিতে (মেধা অনুসারে) পূরণ করা হইবে এবং অবশিষ্ট ছাত্রদেরকে বাসস্থানের ব্যবস্থা তাহাদের নিজেদেরই করিয়া লইতে হইবে। হলে অবস্থানকারী প্রার্থিগণকে প্রত্যেক ইনষ্টলমেন্ট পিছু সীট-রেন্ট হিসাবে অতিরিক্ত মাত্র ৫'০০ টাকা দিতে হইবে।

ভর্ত্তির সময় প্রত্যেক ছাত্রকে ভর্ত্তির ফি, কশানমানি, রেজিষ্ট্রেশন ফি, পরীক্ষার ফি এবং টুইশন ফি'র প্রথম কিস্তীবাবদ মোট ২০৫'৫০ টাকা দিতে হইবে।

নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস হইতে ভর্ত্তির ফরম পাওয়া যায় এবং এইচ, এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর আবেদন করিলে উহা এবং নগদ ১'২৫ টাকা দিয়া লাইব্রেরী হইতে প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে।

আর্কিটেকচারে পাঁচ বৎসরের কোর্সে ভর্ত্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি পরে স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হইবে।

কে, এম, জহীরুদ্দিন

সি—২৬৪৯

পাকিস্তান ইষ্টার্ণ রেলওয়ে

নোটিশ :

২০শে আগষ্ট ১৯৬৯ তারিখ হইতে নিম্নলিখিত এ্যাবষ্ট্রাক্ট সময় তালিকা অনুসারে আপ এবং ডাউন ঢেস্থান এবং আপ এবং ডাউন সুন্দরবন-এর সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া মোহনগঞ্জ ও ময়মনসিংহের মধ্যে একজোড়া নূতন ট্রেন যাতায়াত করিবে। ঐ তারিখে এবং ঐ তারিখ হইতে নং এম এম—৫ আপ ও পরিবর্ত্তিত সময় তালিকা অনুসারে যাতায়াত করিবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টারদের সহিত যোগাযোগ করুন।

এম এম—১০ ডাউন ময়মনসিং ছাড়ে : ১২-৩০ মোহনগঞ্জ পৌঁছে ১৫-৩৫

এম এম—৫ আপ মোহনগঞ্জ ছাড়ে : ১৩-১০ ময়মনসিং পৌঁছে ১৬-২০

এম এম—৯ আপ মোহনগঞ্জ ছাড়ে : ১৬—৩০ ময়মনসিং পৌঁছে ১৯-৫০

সি—২৬৫৭

চীফ ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

কর্ম্মখালি

ইষ্ট পাকিস্তান জুট মার্কেটিং কর্পোরেশনের অধীনে শেয়ার অফিসারের একটি স্থায়ী পদ। বেতন :—৬০০—৪০—১০০০—৫০—১১৫০ টাকা। বিশেষভাবে উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া যাইতে পারে। যোগ্যতা : কোম্পানী আইনে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান এবং সর্ব্ববিধ শেয়ার ব্যাপার বিলি ব্যবস্থা করার জ্ঞানসম্পন্ন গ্রাজুয়েট। একপ যোগ্যতাসম্পন্ন ল' গ্রাজুয়েটগণ অগ্রগণ্য। বয়স : ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে অনধিক ৪৫ বৎসর, গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস অথবা খ্যাতিসম্পন্ন কোনও ফার্মের চাকরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বেলায় শিথিলযোগ্য। সেক্রেটারী, ইষ্ট পাকিস্তান জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন (গোদনাইল), পোষ্ট বক্স নং ১, নারায়ণগঞ্জ ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে এবং তাহা ২৮—৮—৬৯ তারিখের মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

সেক্রেটারী,
ই, পি, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন,
নারায়ণগঞ্জ

সি—২৬৫৬

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্বারা ১½'' ব্যাস ও ৬' দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ছাঁকনী তৈয়ারীর জন্য পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের বোনাফাইড ম্যানুফ্যাকচারার ও প্রথম শ্রেণীর কনট্রাক্টরদের নিকট হইতে সীলমোহর করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বৃটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের স্পেসিফিকেশনের অনুরূপভাবে এই ৬' ছাঁকনীগুলির উভয় দিকে সূতা পরাইয়া দিতে হইবে। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী এবং কাগজপত্র এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পি, এইচ,ই, সেনট্রাল ষ্টোর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, অফিস হইতে এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পি,এইচ,ই, ষ্টোর্স ডিভিশন, চট্টগ্রাম অফিস হইতে যে কোনও কাজের দিনে অফিসের সময়ে ২৯০৮ নং ই, পি, ফরমের জন্য ২ টাকা এবং স্পেসিফিকেশনের প্রত্যেক পৃষ্ঠার জন্য ০'৫০ (পঞ্চাশ) পয়সা করিয়া দিয়া কিনিতে পাওয়া যাইবে।

কাজের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয় হইতেছে ১,০৫,০০০'০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র। বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ২ টাকা হারে আর্নেষ্টমানি ট্রেজারী চালানে, ব্যাঙ্ক ড্রাফটে অথবা সার্টিফায়েড চেকে এক্সিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, পি, এইচ, ই, ষ্টোর্স ডিভিশন, চট্টগ্রাম-এর অনুকূলে জমা দিতে হইবে।

এক্সিকিউটিভ ইনজিনিয়ার (ষ্টোর ডিভিশন) চট্টগ্রাম কর্তৃক পি, এইচ, ই, সেনট্রাল ষ্টোর সেগুনবাগিচা, ঢাকা, অফিসে ২৫—৮—৬৯ তারিখে বেলা ১১—৩০ পর্যন্ত টেণ্ডারগুলি গৃহীত হইবে এবং ঐ তারিখেই টেণ্ডারদাতারা উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সম্মুখে সেগুলি খোলা হইবে।

এম, এম, আর, খান
সুপারিন্টেণ্ডিং ইনজিনিয়ার,
পি, এইচ, ই, সেনট্রাল
টেকনিকাল সার্কেল, ঢাকা

সি—২৬৫৫

রাজশাহী মেডিকাল কলেজ

ভর্তির নোটিশ সেশন : ১৯৬৯—৭০

১৯৬৯—৭০ সেশনে রাজশাহী মেডিকাল কলেজের প্রথমবর্ষ এম, বি, বি, এস ক্লাসে ভর্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্থায়ী বাশিন্দা অথবা ডোমিসাইলড প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। যাহারা পূর্ব পাকিস্তানে ডোমিসাইলড তাহাদিগকে দরখাস্তের ফরমের সহিত তাহাদের মূল ডোমিসাইলড সার্টিফিকেট জুড়িয়া দিতে হইবে অন্যথায় তাহাদের আবেদন বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না। এই মেডিকাল কলেজে সীট প্রার্থীর দরখাস্ত করার সময় পর্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানে নিজেকে তিন বৎসরের পুরাতন বাশিন্দা হইতে এবং তাহার মাতাপিতারও পূর্ব্ব পাকিস্তানে ডোমিসাইল হইতে হইবে। ভর্ত্তির জন্য ন্যুনতম যোগ্যতা হইতেছে ফিজিকস, কেমিষ্ট্রি ও বায়োলজিসহ প্রথম বিভাগে আই এস সি পাশ। প্রথম বিভাগে আই এস সি পরীক্ষোত্তীর্ণ পর্য্যাপ্তসংখ্যক প্রার্থী যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে দ্বিতীয় বিভাগে আই, এস, সি পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রার্থীদের অনুকূলে ইহা শিথিল করা যাইতে পারে। তৃতীয় বিভাগে এইচ, এস, সি পরীক্ষোত্তীর্ণ কোনও প্রার্থীরই দরখাস্ত গৃহীত হইবে না।

রাজশাহী মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপালের অফিস হইতে বিনামূল্যে প্রাপ্য নির্দ্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে। ঢাকা, রাজশাহী, যশোর এবং কুমিল্লা এই বোর্ডগুলির মধ্যে যেটির আই, এস, সি, পরীক্ষার ফল সকলের শেষে প্রকাশিত হইবে সেইটির প্রকাশের তারিখ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্তগুলি পৌঁছাইতে হইবে। এবং তৎসহ রেজিষ্ট্রেশন ফি ৪'০০ (চার টাকা) মাত্র (ব্যক্তিগতভাবে নগদ অথবা মানিঅর্ডারযোগে দিতে হইবে), এবং বয়স, ক্যারেক্টার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষা জীবনের সার্টিফিকেট এবং আই,এস,সি, পরীক্ষার মূল মার্কশীট দিতে হবে। হোষ্টেলের সীটের কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

ডঃ এম, আর, চৌধুরী
এম, বি,(ক্যাল) পিএইচ,ডি,(ডারহাম),
এফ,সি,পি,এস
প্রিন্সিপাল
রাজশাহী মেডিকাল কলেজ

সি—২৬৫৪

খেতাবপ্রাপ্তদের তালিকা

(৩র্থ পৃঃ পর)

পি, সি, এস ডেপুটি কমিশনার শিয়ালকোট।

৩২। জনাব আতাউর রহমান খান, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সেচ বিভাগ, লাহোর।

৩৩। কাজী আবদুর রউফ ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার টি এণ্ড টি, ইসলামাবাদ।

৩৪। জনাব এম, আসলাম,৮ অফিসার ইন চার্জ, পশ্চিমাঞ্চল ল্যাবোরেটরিজ, লাহোর।

৩৫। জনাব দীন মাহমুদ চৌধুরী, ডেপুটি কন্ট্রোলার

৩৬। জনাব এহতেশাম হোসেন টি, কে, সহকারী ডিরেক্টর, কেঃ অঃ—কেবিনেট ডিভিশন, পাকিস্তান সরকার, রাওয়ালপিণ্ডি ;

৩৭। জনাব হেদায়েত উল্লাহ খান, পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, উত্তরাঞ্চল, পেশোয়ার ;

৩৮। জনাব লায়েক আহমদ খান, পিএসপি, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, পশ্চিম পাকিস্তান, লাহোর ;

৩৯। ডঃ মোহাম্মদ রশীদ চৌধুরী, মানসিক চিকিৎসক, মানসিক হাসপাতাল, লাহোর ;

৪০। রাজা সোলতান মাসুদ, পি সি এস, সেটেলমেন্ট অফিসার, শেখুপুরা ;

৪১। চৌধুরী আবদুল ওয়াহিদ, অতিরিক্ত সেক্রেটারী, (ই এণ্ড টি), রাজস্ববোর্ড পশ্চিম পাক. লাহোর ;

৪২। খান জিয়াউদ্দিন খান, টিকে, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট দুর্নীতিদমন বিভাগ, এসটাবলিসমেণ্ট, সেণ্ট্রাল রিজিয়ন, লাহোর ;

৪৩। ডঃ মিস জাহিদা কে, কেরামত, অধ্যক্ষা, সরকারী মহিলা কলেজ, কোয়েটা ;

৪৪। জনাব মাহমুদ আওরঙ্গজেব, অতিরিক্ত ডিরেক্টর ও ডেপুটি সেক্রেটারী, পশ্চিম পাক সরকার, খাদ্য বিভাগ, লাহোর ;

৪৫। জনাব মোঃ তবারক হোসেন, ডেপুটি সেক্রেটারী, পরিকল্পনা বিভাগ, পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার, ঢাকা ;

৪৬। জনাব সালাহ উদ্দিন আহমদ, পি এস পি, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, মোমেনশাহী ;

৪৭। জনাব এ, এস, এম, কামালুদ্দিন, প্রধান বাগান বিশারদ, ৬৫ দিলখুশা বাণিজ্য এলাকা, ঢাকা—২ ;

৪৮। ডঃ আবুল কাসেম বখতিয়ার হোসেন, প্রফেসর অব ক্লিনিকাল সার্জারী, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।

৪৯। ডঃ এ, এস, শরফুদ্দিন, ডিরেক্টর, পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ধানমণ্ডি, ঢাকা—২।

৫০। মিসেস হোসনে আরা চৌধুরী এম, এ, অধ্যক্ষা, মহিলা কলেজ, সিলেট।

৫১। স্কোয়াড্রন লিডার এ, মজিদ খান লোদি, ডেপুটি চীফ পাইলট (ট্রেনিং) পি আই এ, করাচী বিমান বন্দর।

৫২। ফ্লাইট লেঃ সায়ীদ মুসতাক শরিফ, চীফ পাইলট, পি আই এ রাওয়ালপিণ্ডি।

৫৩। লেঃ কর্ণেল সুলতান আলী শাহ (অবসরপ্রাপ্ত), কোহাট ক্যান্ট।

৫৪। জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান, সিনিয়র ডেপুটি চীফ অফিসার ব্যাঙ্কিং কনট্রোল বিভাগ, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান, করাচী।

৫৫। মরহুম ডবলিউ, এম, ম্যাকডোনাল্ড, লেকেণ্ড সেক্রেটারী (অবসরপ্রাপ্ত), কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড, ইসলামাবাদ।

৫৬। জনাব রহমতুল্লাহ খান দুররানী, সভাপতি, পশ্চিম পাকিস্তান লেবার ফেডারেশন, লাহোর। (অসমাপ্ত)

চট্টগ্রামে নিজাম রোডের অধিবাসীদের অসুবিধা

(সংবাদদাতা)

চট্টগ্রাম, ১৬ই আগষ্ট।—বন্দর নগরী চট্টগ্রামের আবাসিক এলাকার ও সার নিজাম রোডের উপর একটি মটর ওয়ার্কশপ, চা, সিগারেট, মুদী, সেলুন প্রভৃতি দোকান গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু এইসব ছোটখাট দোকান সাধারণতঃ ফুটপাতের উপরই বসানো হইতেছে। ফলে পথচারীরা বিশেষ করিয়া মহিলারা বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছেন। এই সকল ওয়ার্কশপ ও দোকানপাট স্থাপনের জন্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করা হয় নাই বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে সিডিএ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদল কয়েকদফা সাক্ষাৎ ও করিয়াছেন।

টেণ্ডার নোটিশ

নিম্নেবর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ১৬৭ জন মোটর ড্রাইভারের জন্য নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য সীলমোহরকৃত টেণ্ডার নোটিশ আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারের সহিত অবশ্যই নমুনা প্রেরণ করিতে হইবে।

১। প্রত্যেক ড্রাইভারের জন্য খাকী ড্রিল কাপড়ের তৈরী দুই সেট ইউনিফরম।

২। প্রত্যেক ড্রাইভারের জন্য সাদা ড্রিলের এক সেট ইউনিফরম।

৩। প্রত্যেক ড্রাইভারের জন্য তিন জোড়া জুতা (মাঝারি ধরনের)।

৪। প্রত্যেক ড্রাইভারের জন্য তিনটি করিয়া কালো রঙের জিন্নাহ টুপী।

স্পেসিফিকেশন

প্রত্যেক সেট একই কাপড়ের বেল্ট ও বাকলসহ পুরা আস্তিনের কোট হইতে হইবে। প্রতিটি ফুলপ্যান্ট মাপ অনুযায়ী বকলেসসহ একই কাপড়ের হইতে হইবে।

টেণ্ডারসমূহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে প্রেরিতব্য এবং উহা ডিরেক্টরেট অব মুভমেন্ট এণ্ড ষ্টোরেজের ১৬নং আবদুল গনি রোড, (চারতলায়) ঢাকা ঠিকানায় রক্ষিত টেণ্ডার বাক্সে ফেলিতে হইবে। টেণ্ডার গ্রহণের সর্ব্বশেষ তারিখ ২/৯/৬৯ অপরাহ্ণ দুইটা পর্য্যন্ত। নিম্নস্বাক্ষরকারী কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক টেণ্ডার পরবর্ত্তী দিবস অর্থাৎ ৩-৯-৬৯ সকাল ১০টায় খোলা হইবে। টেণ্ডারদাতা কিংবা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি টেণ্ডার খোলার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবে।

টেণ্ডারের সহিত ৫০০ টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালান ব্যতীত কোন টেণ্ডারই বিবেচ্য হইবেন না। এই টাকা আর্নেষ্টমানি হিসাবে "রেভেনিউ ডিপোজিট" খাতে জমা দিতে হইবে। সীলমোহরকৃত টেণ্ডারের কভারে টেণ্ডারদাতার পুরা নামঠিকানা এবং "টেণ্ডারার ফর ইউনিফরম" কথাটি অবশ্যই থাকিতে হইবে।

অকৃতকার্য্য টেণ্ডারদাতার আর্নেষ্টমানি ফেরত দেওয়া হইবে। কৃতকার্য্য টেণ্ডারদাতা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রব্যাদি সরবরাহে ব্যর্থ হইলে কিংবা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মাপজোক না হইলে বা নমুনা মোতাবেক না হইলে আর্নেষ্টমানি বাজেয়াফত করা হইবে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন টেণ্ডার গ্রহণ এবং বাতেলের কিংবা সমুদয় টেণ্ডার বাতেলের ক্ষমতা রাখেন।

স্বাক্ষর এ, হালিম,
ডিরেক্টর অব মুভমেন্ট এণ্ড ষ্টোরেজ,
পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা।

সি—

রিয়ার এডমিরাল মোজাফফর হাসানের জীবনী

পাকিস্তান নৌ বাহিনীর নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতি রিয়ার এডমিরাল মোজাফফর হাসানের জীবনী নিম্নে দেওয়া হইল :

রিয়ার এডমিরাল মোজাফফর হাসান ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে সাব লেফটেনান্ট হিসাবে তিনি রাজকীয় ভারতীয় নৌ বাহিনীতে যোগদান করেন। প্রাথমিক ট্রেনিং গ্রহণের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তিনি ভারত মহাসাগরে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রে নৌ যোগাযোগ সংক্রান্ত বিশেষ কোর্সে যোগদানের জন্য মনোনীত করা হয়। ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই ট্রেনিং-এ অংশ গ্রহণ করেন। ৪৯ সালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রিয়ার এডমিরাল মোজাফফর হাসান বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন।

১৯৫২ সালে তাহাকে কম্যাণ্ডার, ১৯৫৮ সালে ক্যাপ্টেন ও ১৯৬৪ সালে তাহাকে কমাডোর পদে উন্নীত করা হয়। তিনি পি এন এস বাহাদুরের কম্যাণ্ডিং অফিসার ছিলেন।

১৯৫৮-৫৯ সালে তিনি লণ্ডনে পাকিস্তান নৌবাহিনীর উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হইলে তিনিই ইহার প্রথম কম্যাণ্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫৬ সালে ইংল্যাণ্ডের লাটিমারে জুয়েন্ট সার্ভিসেস ষ্টাফ কলেজ কোর্সে যোগদান করেন।

১৯৬৫ সালের পদে ভারত সংঘর্ষকালে তিনি ডেপুটি চীফ সব নেভাল ষ্টাফ (অপারেশন) পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং নৌ-আক্রমণ পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহাকেই পালন করিতে হইয়াছিল। এই জন্য তাহাকে "সিতারা-ই-খিদমত" উপাধি দেওয়া হয়।

১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম নৌবাহিনী কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে তাহাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে বদলী করা হয়।

১৯৬৯ সালে রিয়ার এডমিরাল মোজাফফর হাসানকে বর্ত্তমান পদে উন্নীত করা হয় এবং তিনি পাকিস্তান নৌ বাহিনীর চীফ অব ষ্টাফ পদে নিযুক্ত হন।

রিয়ার এডমিরাল মোজাফফর হাসান একজন বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড়। তিনি তাঁহার কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ের হকি টিমের অধিনায়ক ছিলেন।

মানিকগঞ্জ

রোগিনীর প্রতি ডাক্তারের ঔদাসীন্যে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মানিকগঞ্জ, ১৫ই আগষ্ট।—গতকল্য জনৈকা প্রসবিনীকে কেন্দ্র করিয়া মানিকগঞ্জ হাসপাতালে ছাত্র-জনতার ভিড় হয়। এবং তাহারা হাসপাতালের ডাক্তারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে।

প্রকাশ, গতকল্য মধ্যাহ্নে স্থানীয় জনৈক বাস কণ্ডাক্টরের স্ত্রীর প্রসব-এর জন্য মানিকগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে আনা হয়। কিন্তু ডাক্তারের ঔদাসীন্যের দরুন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোগিনীকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বারবার ডাক্তারের কাছে যাইয়াও নাকি কোন কাজ হয় নাই। এদিকে প্রসবিনীর সন্তান গর্ভে মরিয়া যাওয়ায় তাহার অবস্থা চরমে পৌঁছে। তখন তাহার হিতাকাঙ্খীদের উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া হাসপাতালে বহু ছাত্র-জনতার ভিড় হয়। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্তও ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। মানিকগঞ্জ হাসপাতালের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে উক্ত ছাত্র-জনতা ঢাকার এ,ডি,সি, (রেভ) কে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। অবশেষে সন্ধ্যার পরে ডাক্তার হাসপাতালে আসেন। তাহার এইরূপ কার্য্যের জন্য স্থানীয় ছাত্র-জনতার মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে।

পিএ এফ এর নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতির জীবনী

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল আবদুর রহিম খান ১৯০৫ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি পুনা ওয়াদিয়া কলেজ হইতে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি বার্মাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে ফ্লাইং ইনষ্ট্রাক্টর স্কুলে যোগদান করেন এবং আম্বালায় ফ্লাইং ইনষ্ট্রাক্টর হিসাবে নিযুক্ত হন। দেশ-বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে যুক্তরাজ্যে ফাইটার লীডার কোর্স সমাপ্ত করার পর তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রথম জেট স্কোয়াড্রনের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তিনি [illegible] জঙ্গী বিমান চালনা করেন এবং শব্দ অপেক্ষা দ্রুতগামী বিমানে প্রথম পাকিস্তানী পাইলট হওয়ার গৌরবের অধিকারী হন। ১৯৫৩ সালে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জঙ্গী বোমারু উয়িং-এর অধিনায়ক হন। '৫৬ সালে বিমান বাহিনীর এয়ার ডিফেন্স সিষ্টেম পুনর্বিন্যাস করার দায়িত্ব দিয়া তাহাকে পিএএফ হেডকোয়ার্টার্সে নিয়োজিত করা হয়।

'৫৬ সালেই তিনি ইংল্যাণ্ড রাজকীয় বিমান বাহিনীর ষ্টাফ কলেজে যোগদান করেন এবং পরে গ্রুপ হিসাবে তাঁহার পদোন্নতি হয়। গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসাবে তাহাকে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত করা হয়।' ৫৯ সালে তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মৌরীপুর ঘাটির অধিনায়ক হন এবং ইহার দুই বছর পর তিনি যুক্তরাজ্যে ইম্পেরিয়াল ডিফেন্স কলেজের কোর্সে যোগদান করেন। '৬৩ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহাকে প্রথম পরিকল্পনা ডিরেক্টর ও পরে ডিরেক্টর অব অপারেশন হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

'৬৪ সালের নবেম্বর মাসে তাঁহাকে এয়ার কমোডোর হিসাবে উন্নীত এবং এসিসট্যান্ট চীফ অব এয়ার ষ্টাফ অপারেশন নিযুক্ত হন।

'৬৫ সালের সেপটেম্বর মাসেও তিনি এই পদে নিযুক্ত থাকাকালে তাঁহাকে পাল্টা বিমান হামলা ও অন্যান্য কৌশলগত ব্যাপারের দায়িত্ব পালন করিতে হয়। সেজন্য তিনি পাক-ভারত সংঘর্ষ শেষে সিতারা-ই-পাকিস্তান খেতাব লাভ করেন।

টেলিভিশন

রবিবার, ১৭ই আগষ্ট

রবিবারের সকালের বিশেষ অধিবেশন

১১-০০ (ক) বিসমিল্লাহ। ১১-০৩ ছায়াছবি : মিষ্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড। ১২-৫৫ জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত। ১-০০ সমাপ্তি।

রবিবারের সন্ধ্যাকালীন অধিবেশন

৬-৩০ (ক) বিসমিল্লাহ। (খ) আজকের অনুষ্ঠানসূচী। ৬-৩৩ জীবনের আলো : কোরান তেলওয়াত ও তফসীর। ৬-৪০ ছোটদের আসর : এসো গান শিখি। পরিচালনা : খান আতাউর রহমান। ৭-১০ ইংরেজী খবর। ৭-১৮ শিল্প ও শিল্পী (বিশেষ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান)। ৭-৪০ ছায়াছবি : ওয়ার্লর্ড অব ওটার : জেভেস এণ্ড দি ফিফিং অব ক্লিডি। ৮-০৭ সুরবিতান (আধুনিক বাংলা গান)। ৮-২৫ উর্দু, খবর। ৮-৩১ ছায়াছবি : দি ফিউজিটিভ : ট্রায়েল বাই ফায়ার। ৯-৩০ বাংলা খবর। ৯-৪২ রবিবারের নাটক। ১০-২৭ (ক) মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানসূচী। (খ) জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত। ১০-৩০ সমাপ্তি।

songramernotebook.com

স্টেডিয়ামে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ

পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার ৩—২ গোলে জয়লাভ

(স্পোর্টস রিপোর্টার)

দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংজী ফুটবল ক্লাব দল গতকল্য ঢাকা ষ্টেডিয়ামে এক প্রদর্শনী খেলায় পূর্ব্ব পাকিস্তান একাদশকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে।

বিরতি পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ একটি করিয়া গোল করে। পূর্ব্ব পাকিস্তান দলের পক্ষে গোল করেন রাইট ইন হাশেম ও লেফট ইন জব্বার। আর দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে গোল করেন সী হেক টেক, পার্ক স্থইল এবং পার্ক সী চান।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ কোরিয়ার ইংয়াজী ফুটবল দল গত ১৩ই আগষ্ট রাজশাহীতে এক প্রদর্শনী ম্যাচেও পূর্ব পাকিস্তান একাদশকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে।

চলতি বৎসরে সিউলের লীগ বিজয়ী এই সৌখিন ফুটবল দলটি ৩ মাস যাবত অর্দ্ধ ডজন দেশ সফর সমপানান্তে গত ১২ই আগষ্ট পূর্ব্ব পাকিস্তান আগমন করে। গতকালের ম্যাচটি তাহাদের চলতি সফরের শেষ খেলা। আগামী ১৮ই আগষ্ট তাহারা স্বদেশের পথে পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিতেছে।

খেলার প্রারম্ভে উভয় দলের খেলোয়াড়দের বিচারপতি জনাব আবু সাঈদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতায় যোগ্যতর দল হিসাবে তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। তাহাদের সুপরিকল্পিত আক্রমণ রচনার কলা-কৌশল, নিখুঁতভাবে বল আদান-প্রদান, এবং পারস্পরিক সমঝোতা ও বুঝাপড়া দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তবে সুযোগ্য গোলদাতার অভাবে তাহারা বহু সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। আক্রমণ ভাগে মাত্র ২জন খেলোয়াড়কে নিখুঁতভাবে বল গোলে মারিতে দেখা যায়। যাহাহউক কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও তাহারা প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে।

পক্ষান্তরে দলীয় সমঝোতার অভাবই স্থানীয় দলের ব্যর্থতার কারণ। আমির বখশ ও পিন্টু ছাড়া আর কেহ আশানুরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। খেলার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় থাকিলেও মাঝে মাঝে স্থানীয় দলের খেলোয়াড়দের নিস্তেজ হইয়া যাইতে দেখা যায়। প্রতিযোগিতার কোন সময়ও তাহাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করিতে দেখা যায় নাই। তাহাদের ভুল পাস ও পারস্পরিক সমঝোতার অভাব বিপক্ষ দলকে প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করে। গফুর, শাহজাহান, কাদের ও আলী নওয়াজকে দলভুক্ত করা হইলে পূর্ব্ব পাকিস্তান দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইত বলিয়া মনে হয়।

খেলার বিবরণ

কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল মাঠে আলোচ্য দিনের উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি শুরু হয়। খেলার প্রথম হইতেই দক্ষিণ কোরিয়া দল খেলোয়াড়দের স্থান পরিবর্ত্তন করাইয়া আক্রমণ রচনা করিতে থাকেন। বিশেষ করিয়া লেফট আউটকে দিয়া উপর্যুপরি আক্রমণ চালান। খেলার সাতমিনিটের সময় পূর্ব্ব পাকিস্তান দলের রাইট আউট প্রতাপের একটি কর্ণার লবে পুরোভাগের অপর খেলোয়াড়েরা গোল করিতে ব্যর্থ হন। পরবর্ত্তী

(৩য় পৃঃ দ্রঃ)

গাছের নীচেই এই ছিন্নমূল মহিলা নীড় গড়িয়াছে। —আজাদ

আবদুল মালেকের মৃত্যুতে সর্ব্বত্র শোকের ছায়া

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের গোলযোগের পরিণতিস্বরূপ ছাত্র নেতা জনাব আবদুল মালেকের এন্তেকালে গতকাল শনিবার ঢাকার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সমিতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা ও তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষ হইতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব আবদুল মালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, ১২ই আগষ্টের সেমিনারে একটি বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে কিছু সংখ্যক ছাত্র গোলযোগ সৃষ্টি করিলে উহারই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হিসাবে মালেকের মৃত্যু ঘটে। আমরা তাহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি ও তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জনাব তোফায়েল আহমদ, শামসুদ্দোহা, জনাব নুরুল ইসলাম, আ, স, ম আবদুর রব, মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শিক্ষক-ছাত্র কেন্দ্রের গোলযোগে নিহত ছাত্র আবদুল মালেকের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিয়তে
আহলে-হাদীস

পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদীসের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাত্র নেতা আবদুল মালেকের এন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, ইসলাম ও পাকিস্তানের যে স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি জীবন দান করিলেন, সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করিতে হইলে সকল ইসলাম দরদী ব্যক্তি ও ইসলামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।

তিনি বলেন যে, জনাব আবদুল মালেকের মৃত্যু হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী পরিষদের সভাপতি জনাব আবু সুফিয়ান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কাইউম খন্দকার এক যুক্ত বিবৃতিতে এন এস এফ-এর সকল শাখার কর্মীদের প্রতি আগামী মঙ্গলবার, ১৯শে আগষ্ট ছাত্র নেতা আবদুল মালেকের এন্তেকালে শোক দিবস পালনের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

উক্ত দিবস সকল এন, এস, এফ শাখা অফিসে কালোপতাকা উত্তোলন, কালোব্যাজ ধারণ এবং বিকালে মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হইয়াছে।

পূর্ব পাক জমিয়তে ওলামায়ে
ইসলাম

পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কার্য্যালয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত শোকসভায় আবদুল মালেকের এন্তেকাল ও তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি দানের দাবী জানান হয়।

মওলানা শামসুদ্দিন কাছেমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আগামী শুক্রবার আবদুল মালেকের এন্তেকালে প্রদেশব্যাপী শোক দিবস উদযাপনের জন্য জমিয়তের সকল শাখাকে নির্দ্দেশ জানান হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক
মুসলিম লীগ

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (কনভেনশন) জয়েন্ট সেক্রেটারী জনাব আখতার উদ্দীন আহমদ গতকাল প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-রসায়ন বিভাগের ছাত্র জনাব আবদুল মালেকের এন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান জমিয়তে
তালাবায়ে আরাবিয়া

পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবীয়ার সভাপতি জনাব আশরাফ আলী খান ও স্থ সম্পাদক জনাব খলিলুর রহমান গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে নিহত আবদুল মালেকের জন্য মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি শোক সপ্তাহ পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

আওয়ামী লীগের সভা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদস্যদের অনুষ্ঠিত এক শোক সভায় ছাত্র জনাব আবদুল মালেকের এন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

জনাব তাজুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা ও তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহেদ আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনাব আবদুল মালেকের এন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

খেলাফতে রব্বানী পার্টি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনাব আবদুল মালেকের এন্তেকালে খেলাফতে রব্বানী পার্টি গভীর শোক প্রকাশ করে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ

গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের পক্ষ হইতে গতকাল শনিবার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ছাত্রনেতা আবদুল মালেকের এন্তেকালে শোক প্রকাশ করা হয় এবং দুষ্কৃতকারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

পাকিস্তান ছাত্র শক্তি

পাকিস্তান ছাত্র শক্তির সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুর রহমান গতকাল শনিবার প্রদত্ত বিবৃতিতে নিহত ছাত্রনেতা আবদুল মালেকের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেন।

আগামী বুধবার তিনি প্রদেশব্যাপী শোক দিবস পালনের জন্য আহ্বান জানান।

পাকিস্তান জমিয়তে
তালাবায়ে কওমিয়া

পাকিস্তান তালাবায়ে কওমিয়ার সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এ, এস আজাহারুল হক ফরিদপুরী গতকাল এক বিবৃতিতে জনাব আবদুল মালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

জমাতে ইসলামী

ঢাকা জমাতে ইসলামী কর্মীদের এক সভায় জনাব আবদুল মালেকের এন্তেকালে শোক প্রকাশ করা হয় এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান হয়।

ইহা ছাড়া নিহত ছাত্র আবদুল মালেকের জন্য গণতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা, পাকিস্তান মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত, আঞ্জুমানে এশাহাতে হক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান শোক প্রকাশ করে এবং ঘটনা তদন্তের পর প্রকৃত অপরাধীকে বাহির করিয়া শাস্তি প্রদানের দাবী জানায়।

শেখ মুজিবের শোক

আবদুল মালেকের অকাল মৃত্যুতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ, শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন ও মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

যে অবাঞ্ছিত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই করুণ পরিণতি ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে উহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে তাহার প্রতি সতর্ক থাকিবার জন্য তিনি সকল মহলের প্রতি আবেদন জানান।

লালবাগ মাদ্রাসা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের গোলযোগে ছাত্রনেতা আবদুল মালেকের এন্তেকালে গতকাল শনিবার লালবাগ মাদ্রাসা ছাত্রগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

তাহারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ও তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে।

বন্যা-পরিস্থিতির অবনতি

(১ম পৃঃ পর)

করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে তথায় যানবাহনের প্রচুর ভিড় লক্ষ্য করা গিয়াছে।

এই দিকে রাজধানী ঢাকায় গত তিন দিনের প্রবল বর্ষণে যে সকল নিম্নাঞ্চল নিমজ্জিত হয়, গতকালও উহার অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকে। পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় নাই।

ঢাকার বাসাবো, আইয়ুব গেট নিউ কলোনী, চৌধুরী পাড়া, খিলগাঁও, মালিবাগ, গেণ্ডারিয়া প্রভৃতি এলাকা এখনও বৃষ্টির পানিতে নিমজ্জিত রহিয়াছে। ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের দুর্ভোগের অন্ত নাই।

গত ১৪ই আগষ্ট সকাল নয়টা হইতে গতকাল বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ঢাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৮৯ ইঞ্চি।

গত ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল জেলাধীন ভোলায় প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ ৩ দশমিক ৩১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছে।

প্রবল বর্ষণের ফলে গতকাল পাকশীর সাড়া ব্রীজের নিকট পদ্মা, গড়াই রেলওয়ে সেতুর নিকট গড়াই, ফেঞ্চুগঞ্জের নিকট কুশিয়ারা, পরশুরামের নিকট মুহুরি ও দক্ষিণ সুন্দরপুরের নিকট হালদা নদীতে স্ফীত পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে। পায়ালন্দ-পাকশীর পদ্মা, গড়াই, কুশিয়ারা, মুহুরী ও হালদা নদীতে পানির স্রোত যথাক্রমে বিপদসীমার ১ দশমিক ৭১ ফুট, মিক ৫৯ ফুট, ১ দশমিক ৬৪ ফুট, শুন্য দশমিক ২৪ ফুট, ৩ দশমিক ৭০ ফুট ও শুন্য দশমিক ২২ ফুট উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া বন্যা তথ্য কেন্দ্র জানান।

ইহাছাড়া রংপুরের তিস্তা, ফরিদপুরের কুমার, ঢাকার বুড়িগঙ্গা, নারায়ণগঞ্জের লক্ষ্যা, সিলেটের সুরমা, মৌলবী বাজারের মনু, ভৈরব বাজারের মেঘনা, কুমিল্লার গোমতী ও ফুলছাটের পুনর্ভবা নদীতে পানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অপরদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কুমিল্লায় ২ দশমিক ৭০ ইঞ্চি, মাইজদী কোর্টে ২ দশমিক ৭০ ইঞ্চি, সিলেটে ২ দশমিক শুন্য ৫ ইঞ্চি হাতিয়ায় ২ দশমিক শুন্য ২ ইঞ্চি বরিশালে ১ দশমিক ১৩ ইঃ কক্সবাজারে ১ দশমিক শুন্য ৭ ইঞ্চি নারায়নগঞ্জে ১ দশমিক ৫৮ ইঞ্চি, শ্রীমঙ্গলে ১ দশমিক ৭১ ইঞ্চি, চাঁদপুরে ১ দশমিক শুন্য ৫ ইঞ্চি ও সন্দ্বীপে ১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

প্রেসনোটে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা

(১ম পৃঃ পর)

আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ গুলী ভর্ত্তি থাকে। এই ক্ষেত্রে যখন জঙ্গী বিমান সীমা লঙ্ঘনকারী বিমানকে ধাওয়া করিতেছিল তখন আকস্মিকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র হইতে গুলী বর্ষিত হয়! সম্ভবতঃ এই কারণেই ভূমিতে কিছু লোক হতাহত হইতে পারে।

প্রেসনোটে আরও বলা হয় যে, বিমান বাহিনীর সদর দফতর এই দুঃখজনক ঘটনা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত বোর্ডকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী পি এ এফ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দান করিবেন।—এপিপি

নুরুল আমীন

(১ম পৃঃ পর)

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, উহা শুধু তিক্ততাই বাড়াইবে। এই সমস্যার সমাধানের সর্বোত্তম উপায় হইতেছে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনর্ব্বার বহাল করা। উহাতে কোন সংশোধনী আনায়নের ইচ্ছা হইলে তাহা পরে করা যাইতে পারে।

অদ্যকার সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব মাহন মিয়া এবং জনাব মাহমুদ আলীও উপস্থিত ছিলেন।
—পি পি আই

নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা

কুমিল্লা-লাকশাম রুটে জানের ঝুকি লইয়া চলিতে হয়

কুমিল্লা ১৬ই আগষ্ট।—কুমিল্লা লাকশাম রুটে দুর্ঘটনার ফলে যাত্রী ও পথচারীদের প্রাণহানির মাত্রা বৃদ্ধির দরুন বাস ও অটোরিক্সা যোগে চলাচল একরূপ বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে।

সম্প্রতি এই রুটে দুইটি অটো রিক্সার মধ্যে মুখামুখি সংঘর্ষের ফলে জনৈকা বি, এ, পরীক্ষার্থিসহ ৮ জন যাত্রী কমবেশী গুরুতর রূপে আহত হয়। তন্মধ্যে পরীক্ষার্থী আবদুল গনির ৪টি দাত পড়িয়া যায়। এছাড়া অপর এক দুর্ঘটনায় জনৈক জেলা কাউন্সিল সদস্য নিহত ও অপর কয়েকজন আহত হয়।

এই সমস্ত ঘটনার মূল কারণ বেপরোয়া গাড়ী চালনা, অধিক যাত্রী বোঝাই এবং ওভারটেকিংয়ের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ী বলিয়া জানা গিয়াছে। জীবনের ঝুঁকি লইয়া যে সমস্ত যাত্রী এই পথে যাতায়াত করেন তাহাদের মতে অটো রিক্সাসমূহের চালকদের বেশীর ভাগেরই কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই। উপরন্ত তাহারা সদাসর্ব্বদা যানবাহন বিধি লঙ্ঘন করিয়া থাকে। —পিপিআই

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১ম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-রসায়ন বিভাগের 'সবচেয়ে ভালো' ছাত্র হিসাবে বিশেষ বৃত্তি পান।

মরহুম ঢাকা শহর এছলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি, উক্ত সংঘের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কার্য্যকরী সংসদের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি এছলামী ছাত্র সংঘের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সংক্রান্ত উপ-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। গত ৬ বৎসর পর্য্যন্ত আবাসিক ছাত্র হিসাবে তিনি এফ, এইচ হলে অবস্থান করেন। তিনি ঢাকার একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় বিশ্বপরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি নিয়মিত ফিচার লিখিতেন।

মালেকের জানাজা সম্পন্ন :

(১ম পৃঃ পর)

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর ওসমান গনি, ডক্টর রশিদুজ্জামান, আবাসিক হলের প্রভোষ্টগণ, কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও শহরের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম নামাজে জানাজায় সামিল হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র 'ডাকসু' কর্ত্তৃক আহুত খসড়া শিক্ষানীতির উপর এক আলোচনা সভায় দুইদল ছাত্রের সংঘর্ষে জনাব মালেক গুরুতর ভাবে আহত হয়। পরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাহাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

গত শুক্রবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জনাব মালেক এন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।)

গতকাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ মালেকের লাশ তাহার দুই ভায়ের নিকট হস্তান্তর করেন।

ভারতীয় কূটনীতিকের কাণ্ড

লণ্ডন, ১৬ই আগষ্ট।—একজন ভারতীয় কূটনীতিক তাঞ্জানিয়ায় মুদ্রার চোরা কারবার এবং চোরা চালানের কার্য্যে প্রাণকেন্দ্র হিসাবে রহিয়াছেন এবং তাহাকে এজন্য উচ্চবাচ্য না করিয়া তাঞ্জানিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য সম্ভবতঃ নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

দারেস-সালামে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্যাটেল ব্রাদার্স বলিয়া পরিচিত এবং ইহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা চন্দরকান্ত প্যাটেলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঞ্জানিয়া ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। তাহারা আন্তর্জ্জাতিক চোরাচালানে জড়িত ছিলবলিয়া এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

এই ব্যবসায়ীরা তাহাদের চোরা কারবারে ভারতীয় দূতাবাসের কর্ম্মচারীদের ব্যবহার করিত বলিয়া জানা গিয়াছে।
—এপিপি

পুলিশ বাহিনীকে ন্যায়ের ধারক হইতে হইবে

—সর্দ্দার আবদুর রশীদ

এছলামাবাদ, ১৬ই আগষ্ট।—স্বরাষ্ট্র, কাশ্মীর দফতর এবং রাজ্য ও সীমান্ত অঞ্চল বিষয়ক দফতরের উজির সর্দ্দার আবদুর রশীদ পুলিশ বাহিনীকে জনগণের অধিকারের রক্ষক, সমাজের মেরুদণ্ড এবং জনগণের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে গড়িয়া তোলার উপর জোর দান করেন।

তিনি দেশের পুলিশ বাহিনীর কার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য গঠিত কমিশনের প্রথম সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দান করিতেছিলেন। উজির মহোদয় বলেন যে, দেশের পুলিশ বাহিনী এমন হওয়া উচিত যাহাতে জনগণ তাহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে এবং পুলিশ বাহিনীও ইহার জন্য গর্ববোধ করিতে পারে।

সর্দ্দার আবদুর রশীদ বলেন যে, যে কোন সমাজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে পুলিশ বাহিনীকে ন্যায়ের ধারক হিসাবে কাজ করিয়া যাওয়া উচিত।

উজীর মহোদয় বলেন যে, পুলিশ বাহিনীকে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কাজেই সমাজের মঙ্গলের জন্য এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

স্বরাষ্ট্র উজিরের উদ্বোধনী ভাষণ শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল এ, ও মিথার সভাপতিত্বে সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন পুলিশের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।
—এ পি পি

তরাঘাট দুর্ঘটনা

(১ম পৃঃ পর)

করা হইয়াছিল। গতকাল শনিবার যে চারটি লাশ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ৩ জনকে সনাক্ত করা গিয়াছে বলিয়া মানিকগঞ্জের মহকুমা হাকিম জানান। তিনি বলেন যে, গতকাল দমকল বাহিনীর উদ্ধারকারী লঞ্চের সাহায্যে ডুবুরীরা সারাদিন চেষ্টা করিয়া নিমজ্জিত খেয়ার কিছু ভাঙ্গা অংশ ও একখানি সাইকেল উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ট্রাকটির অবস্থান এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৩ই আগষ্ট খেয়া পারাপার কালে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিমজ্জিত লঞ্চে তখন সর্ব্বমোট ৩৫ জন যাত্রী ও খেয়া চালক ছিল। তাহাদের মধ্যে ঐ দিন প্রথমে ১৫জন ও পরে ৪জন মোট ১৯জনকে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ইহার পর প্রবল বর্ষণের জন্য দুইদিন উদ্ধারকার্য ব্যাহত হয়। তবে গত শুক্রবার এক ব্যক্তির ভাসমান লাশ পাওয়া যায় এবং নিমজ্জিত পিক আপ ভ্যানটিকেও উত্তোলন করা হয়। অতঃপর গতকাল শনিবার আরও ৪টি লাশ ভাসমান পাওয়া যায়। এই হিসাব মতে এখনও ১১ ব্যক্তি নিখোঁজ রহিয়াছে।

আশঙ্কা করা হইতেছে যে, এই নিখোঁজ ব্যক্তিগণ নিমজ্জিত গাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছেন।

দক্ষতার খেসারত!

(১ম পৃঃ পর)

হোসেন কুমিল্লার জাঙ্গালিয়া রেল ষ্টেশনে কিছু মেশিনারীর খুচরা অংশ বুক করেন (আর, আর নং ৩৯৯১০৮); কিন্তু এতদিনেও উক্ত মালামাল নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে পৌঁছে নাই। এই ব্যাপারে জনাব হোসেন ঢাকার সিটি বুকিং অফিস এবং এই অফিসের পরামর্শ মোতাবেক কমলাপুর ষ্টেশন, ভৈরব, আখাউড়া প্রভৃতি জায়গায় বহু ঘোরাঘুরি করিয়াছেন। কিন্তু সব জায়গা হইতেই একই জবাব আসিয়াছে—মাল আমাদের এখানে নাই। কোথায় যে পাওয়া যাইবে তাহাও কেহ বলিয়া দিতে পারেন নাই।

অগত্যা জনাব হোসেন আবার ঢাকার বাজার হইতে সংশ্লিষ্ট মালপত্র ক্রয় করিয়াছেন এবং এইবার রেলের বদলে নৌকাযোগে মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮ ব্যক্তি নিহত

(১ম পৃঃ পর)

স্বেচ্ছাসেবকগণ কাথলিক দমনে অংশ গ্রহণ করে।

আলষ্টারের পূর্বেকার উদারে আজম ক্যাথলিকদের প্রতি ন্যায় বিচারের চেষ্টা করিলে চরমপন্থীগণ তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আলষ্টারে অনুরূপ একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।

—এ,পি,পি/রয়টার/এএফপি

ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত

(১ম পৃঃ পর)

বিভাগের সেক্রেটারী জনাব ভিকার আহমদ এবং পাকিস্তানে কানাডার অস্থায়ী হাই কমিশনার মিঃ রূপার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।
—এ পি পি

জুটট্রেডিং কর্পোরেশন

চলতি মৌসুমে ৬লক্ষ বেল পাট ক্রয়

ঢাকা, ১৫ই আগষ্ট।—আজ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য উজীর জনাব আহসানুল হক জানান যে, চলতি মওসুমে জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন ছয়লক্ষ বেল পাট খরিদ করিবেন।

আজ সকালে বাণিজ্য উজীর কর্পোরেশনের অফিস গমন করিলে কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁহাকে জানান যে, এবৎসর পাটের বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁহার নিকট কর্পোরেশনের কার্য্যপদ্ধতি ও সাফল্যজনক কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ দান করেন। —পিপিআই

সড়ক পরিবহণ তদন্ত কমিটি

সোমবার সদস্যদের চট্টগ্রাম সফর

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সড়ক পরিবহণ তদন্ত কমিটির সদস্যগণ আগামী ১৮ই আগষ্ট বন্দর নগরী চট্টগ্রাম সফর করিবেন।

দুই দিনব্যাপী এই সফরে উক্ত তদন্ত কমিটির সদস্যগণ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিবহণ কর্ত্তৃপক্ষ, পরিবহণ মালিক সমিতির প্রতিনিধি, সংবাদপত্র প্রতিনিধিও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সহিত সড়ক পরিবহণ সমস্যা ও উহার সমাধান সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিবেন।

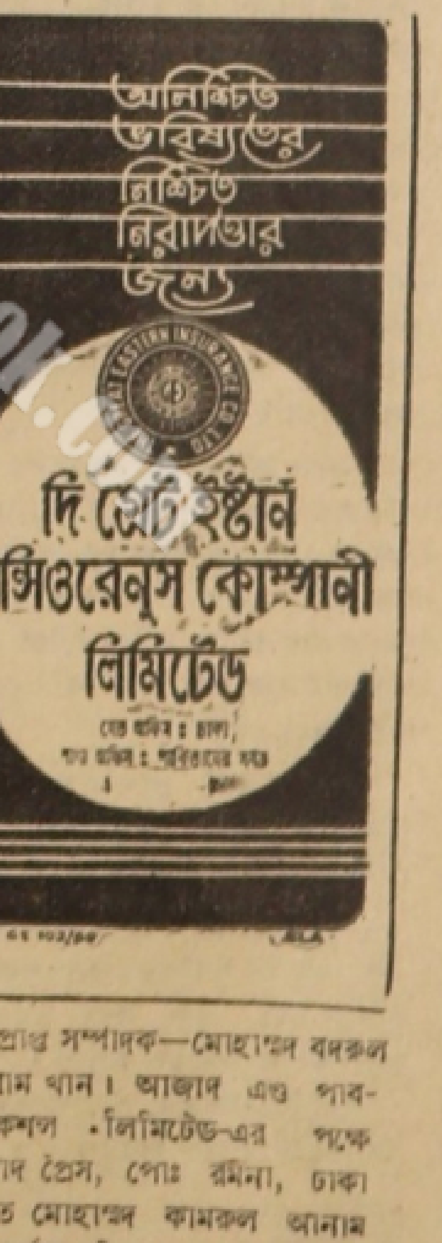

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক—মোহাম্মদ বদরুল আনাম খান। আজাদ এণ্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড-এর পক্ষে আজাদ প্রেস, পোঃ রমনা, ঢাকা হইতে মোহাম্মদ কামরুল আনাম খান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক মোহাম্মদী
প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ শুরু হয়। যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া যায়।

আজাদ
৩২শে শ্রাবণ ১৩৭৬ ॥ August 17, 1969

আজাদ ছবির খবরাখবরের জন্য পড়ুন
চিত্রাকাশ

প্রতিদিন দুই লক্ষাধিক যাত্রী বাসে চড়তে পারেন না

ঢাকার সনাতন বাস সমস্যা

• নিজস্ব নিবন্ধকার

মধ্যবিত্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা অনেক গভীর, তবুও কেমন যেন নির্জীব আর চুপচাপ। সে আকাঙ্ক্ষা একটু স্বস্তির পক্ষে, শান্তির জন্যে। চট করে কোনো স্বর্ণ মোড়া সাফল্যের উঁচু প্রাসাদে উঠে যেতে চায়না। মনের ভেতর কেবল নিঃশব্দে ঘুর ঘুর করে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সংগে বেরিয়ে আসে।

একজন ছোট্টো-খাট্টো চাকুরে ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন— "জানেন, সকাল বেলায় [illegible] পানি, রাত্রে লাইট [illegible] অফিসে যেতে আসতে বাসের ভেতর একটু যায়গা পেলেই আমি খুব খুশী হয়ে যাই। অফিসের বড়ো সাহেবের কালো মুখ, চাকুরী গেলো গেলো ধরনের দুশ্চিন্তা, মেয়ের অসুখ, স্ত্রীর অসন্তুষ্টি— সব, সব আমি ভুলে যাই।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আজ যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকতো, তাহলে ঢাকা শহরে আমি এতো বাস ছেড়ে দিতাম, যাতে বাস ষ্টপেজে আর কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।'

সম্প্রতি একজন [illegible] বাস [illegible] এক হাজার ফুট নীচ পর্যন্ত আর [illegible] থেকে এক হাজার ফুট ওপর পর্যন্ত রয়েছে' হিংস্রক ব্যাকটেরিয়ার মতোন লক্ষ লক্ষ সমস্যা, যার কোন সমাধান নেই।'

আমি একজন কেরানী, আমার সর্বাঙ্গকে জড়িয়ে হাজার হাজার সমস্যার পোকা। আমি কি করে সকাল সকাল পৌঁছবো? বাস পাইনি যে!"

ঢাকার নাগরিক জীবন সম্পর্কে ওপরের এই দু'টো বক্তব্য বিন্দুমাত্রও মিথ্যে নয়। এখানে প্রত্যহ নতুন নতুন সমস্যার জন্ম হচ্ছে, যে সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছেনা। সমস্যার ভারে মধ্যবিত্ত জীবন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে কেবল।

আপনি যান-বাহন সমস্যা সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখুন না। আইয়ুবী আমলে তো বেদম ঢাক-ঢোল পেটানো হলো। উন্নতিটা কী দেখেছেন? একজন নিয়মিত বাস যাত্রীর কাছেই জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন হ্যাঁ, খুব সুখেই আজকাল বাসে চড়ছি। আগে বাসে যা একটু যায়গা পেতাম, আর এখন তাও পাই না।'

যান-বাহন, বিশেষ করে বাস, সম্পর্কে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি কি আদৌ [illegible] হয়েছে?

দিন দিন ঢাকা নগরীতে লোক সংখ্যা বাড়ছে, সে পরিমাণে বাসের সংখ্যা বাড়ছে না। কাগজ পত্রে [illegible] বাস হয়তো ঢাকার রাজপথে [illegible] দৌড়াদৌড়ি করছে, কিন্তু অসহায় যাত্রীর বাস ষ্টপেজে নিরুপায় দাঁড়িয়ে থাকাই দিন দিন প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। অফিসের সময় বা অফিসের ছুটির সময় এ সমস্যাটি সবচেয়ে প্রকট [illegible] হয়। যাত্রী বোঝাই ঠাসা বাসটি যখন অনেকক্ষণ ধরে [illegible] যাত্রীর সামনে দিয়ে চলে যায়, তখন কিছু গালাগালি [illegible] শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। [illegible] আর কোনো গত্যান্তর থাকে না।

২লক্ষ ব্যক্তির যানবাহনের অভাব

অথচ আমরা জেনেছি, ঢাকা শহরে চলাচলের জন্যে নাকি যে সংখ্যক বাস রয়েছে তা যদি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে নাগরিকদের কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। নীচে একটা পরিসংখ্যান দেয়া গেলো।

ঢাকা শহরে পারমিটেড দুই ও দুই-এ টাউন সার্ভিস বাসের সংখ্যা হচ্ছে ৮৫টি। তবে চলাচলে সক্ষম বাসের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৬৫টি। গুলিস্তান থেকে মীরপুর চলাচলকারী পারমিটেড টাউন সার্ভিসের সংখ্যা হচ্ছে ৪০টি। চলাচলযোগ্য রয়েছে ৩৮টি। প্রতিটি বাস দাঁড়ানো যাত্রীসহ মোট ৪০ জন যাত্রী বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই বাসগুলো দিনে গড়পড়তা ৪টি করে ট্রিপ দেয়। প্রত্যহ টাউন সার্ভিস প্রায় দেড় লক্ষ যাত্রী বহন করে থাকে।

অপরদিকে আধা সরকারী ইপিআরটিসির-মোট বাস সংখ্যা হচ্ছে ৪ শত ৭৭টি। দৈনিক শতকরা ৬৬টি বাস চলাচল করে থাকে। বাকী শতকরা ৩৪ ভাগ বাস ডিপোতে থাকে। ইপিআরটিসির ৫০টি ডবল ডেকার বাস রয়েছে। ইপিআরটিসির বাসগুলো দৈনিক প্রায় দুইলক্ষ যাত্রী বহন করতে পারে। ঢাকা শহরে ইপিআরটিসির কতোগুলো বাস চলাচল করে তা বলা দুষ্কর।

ঢাকা শহরে জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১১ লক্ষ। এছাড়া বাইরে থেকে বিভিন্ন [illegible] আগন্তুকেরা রয়েছেন। দৈনিক মাত্র সাড়ে লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারেন। বেবী টেক্সী ও রিকশা প্রায় ১ লক্ষ যাত্রী বহন করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কমপক্ষে ২ লক্ষ যাত্রী যানবাহনের অসুবিধা ভোগ করে থাকেন।

আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে যখন একটি বাস চলাচল প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে, ঢাকা শহরে যে সংখ্যক বাস রয়েছে, তা' যদি সুষ্ঠুভাবে চলাচল করে তাহলে যাত্রীসাধারণের কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়।

থামতে না থামতেই যাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, কে আগে উঠবে বাসে। —আজাদ

হতাশ যাত্রীদের সামনে দিয়ে বাসটা চলে যাচ্ছে। পরের বাসটা কখোন আসবে? সেটা আসতে অনেক দেরী। —আজাদ

বাস চলাচলের নিয়মানুবর্তিতা

টাউন সার্ভিস অথবা ইপিআরটিসির বাসের যথাসময়ে চলার ব্যাপারে সব সময়ই অভিযোগ লেগে রয়েছে। যাত্রিগণ সাধারণতঃ যে সব অভিযোগ করে থাকেন তা হচ্ছে এই যে, কখনো কোনো বাস নির্দ্ধারিত সময়ে চলাচল করে না। ফলে প্রায়ই অকারণে কোনো কোনো বাসে ভীড় হয়ে যায়। আবার কোন বাস প্রায় খালি থাকে।

টাউন সার্ভিস সম্পর্কে অনিয়মানু-

(৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

নীলবিদ্রোহের একটি গল্প

(*সিরাজগঞ্জ সংবাদদাতা*)

একদিন ভোরে গ্রামের কয়েকজন রাখাল লক্ষ্য করলো যে, সাহেব ফেন্টন লোক-লস্কর নিয়ে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে কাওয়ালিয়ার দিকেই আসছে। মুহূর্তে গ্রামে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো—

এদেশে সামন্ত আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তখন বড়ই পরাক্রমশালী। দরিদ্র প্রজার রক্ত শুষে নিজের সম্পদ বাড়ানো আর বিলাস ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেয়া তাদের জীবনের অঙ্গ। তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থের প্রয়োজনে কত সংসার উজাড় হয়ে গেছে। সামন্ত প্রভুদের কামনা-বাসনা মেটাবার জন্য কত পিতা তার স্নেহের দুলালীকে রংমহলে সপে দিয়েছে, কে তার খবর রাখে। কত স্বামী তার স্ত্রীকে হারিয়েছে, ভাই তার আদরের বোনকে ছেড়ে দিয়েছে চিরদিনের জন্য। কোন ইতিহাসের পাতায় কি তা লেখা হয়েছে? কিন্তু এতেও কি রেহাই আছে? সামান্য ঋণ বা খাজনার দায়ে কত সোনার সন্তানকে জমিদারের গারদখানায় ধুকে ধুকে পচে মরতে হয়েছে, তার কি কোন হদিস আছে!

ধীরে ধীরে যুগ পাল্টে গেছে। ইতিহাস বদলে গেল। সশস্ত্র সংগ্রাম আর বিদ্রোহের দাবানল সর্বত্র ছেয়ে গেল। শোষক আর শোষিতের শক্তি পরীক্ষায় শোষক হার মানলো। চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল তার কামনা আর বাসনার খেলা। আমাদের দেশের নীলবিদ্রোহ এমনি এক সংগ্রামের ইতিহাস আজ তার কিছু কাহিনী শুনুন।

উনবিংশ শতাব্দী। ইংরেজ শাসন তখন এদেশে পরিপূর্ণ ভাবে জমে উঠেছে। সঙ্গে চলছে বেনিয়া ইংরেজের অত্যাচার। রেহাই নেই কারো। কৃষক, শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সবাই শোষিত হচ্ছে। শোষণের পথ ও বিভিন্ন। কিন্তু উদ্দেশ্য একই। এদেশের সম্পদ পার করে নিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে গড়ে তুলবে বিরাট বিরাট বালাখানা আর এদেশবাসীকে চিরদিনের মত ভিক্ষুক বানাবে।

বাংলা দেশে নীলের চাষ ছিল এমনি এক শোষণের যন্ত্র। ছলেবলে কৌশলে কৃষককে সর্বস্বান্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে নীল চাষের জন্য ইংরেজ বেনিয়ারা তৈরী করেছিল বহু নীলকুঠি। বিনা দাদনে তারা কৃষকের জমিতে নীল চাষ করতো আর বিনে পয়সায় তাদের দিয়ে পরিশ্রম করিয়ে নিত। আর মুনাফা ষোল আনাই নিজেরা লুটে নিত। মীর মোশাররফ হোসেন তার "উদাসীন পথিকের মনের কথা" উপন্যাসে এবং দীনবন্ধু মিত্র তার "নীল দর্পণ" নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

পাবনা জেলার পদ্মা, যমুনা, ইছামতী আর বৈ জানার মত নদী তীরেই প্রধানতঃ নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল। সে কালে যোগাযোগের একমাত্র বাহন ছিল নৌকা। সম্ভবতঃ সে কারণেই নদী এবং জলাভূমির তীরে নীলকর বেনিয়ারা নীল কুঠির পত্তন করেছিল। নীল গাছ দেখতে ছিল অনেকটা শণগাছের মত। লম্বায় পাঁচ ছ' ফুট কিংবা তারও বেশী। সাধারণ আউশ ধান বুনানীর সময়ে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে নীলগাছের বীজ বুনানী করা হতো। গাছ পোক্ত হলে কেটে নলকুপ চৌবাচ্চায় জাগ দিয়ে রাখা হতো। কয়েকদিন পর গাছ থেকে নীলছাড়া শুরু হয়ে গেলে বাঁশ বা কাঠের বৈঠা মেরে নীল বের করে পানিতে মেশানো হতো। কয়েকদিন এমনিভাবে শান্ত পানিতে রেখে দেবার পর পানি বগ্নীভূত হয়ে ঘন হয়ে উঠতো। তখন পানি ছেকে বড়বড় কড়াইয়ে জ্বাল দিয়ে বিশুদ্ধ নীল দানা প্রস্তুত করা হতো। এমনি ছিল নীল প্রস্তুতের নিয়মাবলী। জানা যায় যে, তখন ভারতবর্ষে যত নীল হতো আর কোথাও তেমন হতো না। সম্ভবতঃ একারণেই ইংরেজ নীল ব্যবসায়ীরা নীলের ইংরেজী নাম দিয়েছিল 'ইণ্ডিগো'।

এবার আসল কথায় আসা যাক। নীলকরদের অত্যাচারে কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। শুধু জুলুম আর জুলুম। আর কত সহ্য হয়! গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন হয়ে গেল। যুবক আর বৃদ্ধ মিলে শপথ নিল—এবারে তারা নীলকরদের অত্যাচার রুখবেই রুখবে। তারই একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

সে সময় যমুনা নদীর তীরে বারপাখিয়ায় এক বিরাট নীলকুঠি ছিল। একদিন কাওয়ালিয়ার কয়েকজন দুরন্ত কিশোর ঘোড়ায় চড়ে নদীতে স্নান করতে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলো— নীল কুঠির পাইক পেয়াদারা পাশের গ্রামের দু'জন কৃষককে পিঠ মোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ধানের চাষ করবার জন্য তৈরীকৃত জমিতে নীল না বোনাই তাদের একমাত্র অপরাধ? তাদের কৈফিয়ত ছিল সামান্য জমিতে নীলের চাষ করলে ছেলেপেলে কি খেয়ে বাচবে? কুঠিয়াল তাদের কথা শুনতে নারাজ। কিশোরগুলো ছিল খুব দুষ্ট। তাদের মাথায় বুদ্ধি এলো। সবাই মিলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পাইক পেয়াদা আর কুঠিয়ালের লোকজনদের উপর দিয়ে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তারা, কিন্তু উপায় নেই। দুরন্ত বালক ক'টি কাওয়ালিয়ার পরাক্রমশালী ব্যক্তিদেরই ছেলে। অগত্যা চুপ করেই বসে থাকতে হলো।

একদিন তারা ঠিক করলো, খোদ সাহেবকেই জব্দ করতে হবে। তাই কর্তব্যও ঠিক হয়ে গেল। রাস্তার মাঝে এক বিরাট গর্ত খোঁড়া হলো। বাইর থেকে কিছু ঘাস এনে জায়গাটা ঢেকে দেয়া হলো। যেন কেউ টের না পায়। অন্যান্য দিনের মত কুঠির সাহেব ফেন্টন ভোরে ঘোড়ায় চড়ে নীলের জমি তদারক করতে বের হলো। কিছুদূর যেতেই সাহেবের ঘোড়া গর্তের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সাহেব চিৎকার দিয়ে উঠলো! তার ডান পা ভেঙ্গে গেছে। দুরন্ত ছেলের দল একটু দূরেই ছিল। তারা চিৎকার দিয়ে বল্লো, অমন পা তো অনেকেরই ভাঙ্গে—কারো বা ভাঙ্গে বুটের গুতায় আর কারো বা ভাঙ্গে লাঠির আঘাতে। সাহেবের না হয় ভেঙ্গেছে গর্তে পড়ে। ব্যাপারটা বুঝতে সাহেবের বাকী রইলো না।

গোলাম রইছ খাঁ ছিলেন কাওয়ালিয়ার প্রধান মাতব্বর। অগত্যা সাহেব তার কাছেই বিচার চাইলো। তাঁর গ্রামের ছেলেরা তার পা ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। খাঁ সাহেব নাম বলার জন্য বিচার করতে অক্ষমতা জানালেন। কিন্তু সাহেব এতে খুশী হলোনা। সে নিজের হাতেই বিচার করবার কথা ঘোষণা করলো।

একদিন ভোরে গ্রামের কয়েকজন রাখাল লক্ষ্য করলো যে, সাহেব ফেন্টন লোক লশকর নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে কাওয়ালিয়ার দিকেই আসছে। মুহূর্তে গ্রামে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ওদিকে রাখালেরাই ইট পাটকেল দিয়ে সাহেব বাহিনীর গতিরোধ করছে। লড়াইয়ে কেউই বাদ রইল না। এহচান খাঁ, গোলজার খাঁ এমন কি শূল বেদনার রোগী জাহান্দার খাঁ পর্য্যন্ত। এরা সবাই ছিলেন যোদ্ধা। তুমুল লড়াইয়ের পর ফেন্টন পরাজিত হলো। সে বন্দী হলো কাওয়ালিয়ার গ্রামবাসীদের হাতে। সন্ধ্যায় তার বিচার বসলো। এবারে গোলাম লতিফ খাঁ বললেন [illegible] তোমার বিচারের পালা। তোমার পাপের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে। বৌ-ঝিদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। জুলুম আর অত্যাচারে গ্রাম ছেয়ে গেছে। অবশেষে সাহেব ফেন্টন ক্ষমা চাইলো। এই শর্তে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো যে, সে শীঘ্রই উঠিয়ে চলে যাবে। সেদিন থেকেই বারপাখিয়ার নীলকুঠি উঠে গিয়েছিল।

সর্বত্রই এরকমভাবে নীল সাহেবদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। সারা বাংলা দেশে নীল বিদ্রোহ শুরু হয়। চলনবিল এলাকার নাড়ী বাড়ী নামক স্থানে গ্রামবাসিগণ জনৈক নীলকর সাহেবকে হত্যা করে। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সন পর্য্যন্ত সর্বত্র এই গোলযোগ চলতে থাকে। দনুয়াঘাটার কবিয়াল মাখন [illegible] এ সম্পর্কে অনেক কবিতা আর গান রচনা করেছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, কালিদহের কুঠিয়াল কার্নি সাহেব আউশ ধানের জমিতে নীল বুনে গোলমালের সূত্রপাত করেন। এর বিরুদ্ধে কোলকাতায় লাট সাহেবের কাছে বহু দরখাস্ত প্রেরিত হয়। লাট সাহেব জনৈক পদস্থ কর্মচারীকে এ ব্যাপারে তদন্ত করতে পাঠান। [illegible] মাইন সরকার এ নিয়ে লিখেছেন—

গবনাক্ত [illegible] বাংলা পরে,
ধুমা কলে [illegible] চলে,
বলব কি সে [illegible]
[illegible]।
তার দুই পাশে দুই চাকা [illegible]
চলে কেবল আগুন [illegible],
গোলই বাঁধা সোনা।
তার পাছা নায়ে নিশান গড়া,
ধুমা কলে লস্কর পোরা,
মধ্য নায়ে যান বাহাদুরী।

পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর আগমনে পাবনা শহরে নীল চাষ বন্ধের দাবীতে এক বিরাট মিছিল হয়। জেলার সকল জমিদার (সে সময় কুষ্টিয়া পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) এতে লোকজন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন স্থানে ক্ষিপ্ত জনতা নীলকুঠি ভেঙ্গে ফেলে। একদিকে গ্রামে গ্রামে নীল চাষীদের বিদ্রোহ। অপর দিকে সিপাহী বিদ্রোহ। ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুনলো। অবশেষে মহারানী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এতেও বিদ্রোহ প্রশমিত হয়নি—তবে নীল চাষ কমে যায়। ১৮৬৮ সনে "নীল চুক্তি আইন" বাতেল করা হয়। পরে জার্মানীতে স্বল্প খরচে রাসায়নিক নিয়মে নীল প্রস্তুত শুরু হলে এদেশে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। নীল চাষ বন্ধ হয়ে গেছে, ইংরেজ চলে গেছে। কিন্তু, তবুও আজও সাধারণ মানুষ নীলকরদের অত্যাচারের কথা স্মরণ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

আজাদ

সম্পাদক : ২৪৬৪১০
একাউন্টস : ২৪৬৪১০
সার্কুলেশন : ২৪৬৪১০
নিউজ : ২৪৬৬১৬
বিজ্ঞাপন : ২৪৬৬১৬
জেনারেল ম্যানেজার : ২৫১০১৪
ম্যানেজিং ডিরেক্টর : ২৪০০০৩

ঢাকা। রবিবার ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৭৬। মফস্বল : সোমবার ১লা ভাদ্র, ১৩৭৬

একটি কলঙ্কজনক ঘটনা

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘটিত গোলযোগে গুরুতররূপে আহত ছাত্রনেতা জনাব আবদুল-মালেক গত পরশু রাত্রে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে………রাজেউন)। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমনকি করাচী হইতে প্রখ্যাত মস্তিষ্করোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জুমাকেও আনাইয়াছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই কৃতী ও বিশেষ নেতৃত্বগুণের অধিকারী তরুণটিকে বাঁচানো গেল না। উগ্র হানাহানির শিকার হইয়া একটি অমূল্য ও সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল-অবসান ঘটিল।

ছাত্র-সমাজ আমাদের জাতীয় আশা-ভরসার স্থল। সেই ছাত্র-সমাজেরই আচরণে যদি এরূপ বিয়োগান্তক ঘটনা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয় তবে জাতির দুঃখ রাখিবার আর স্থান কোথায়? ছাত্র-সমাজকে গুরুতর দায়িত্ব প্রদানের কথা শিক্ষা-নীতি-প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। এটাই কি তাঁহাদের দায়িত্ববোধের নমুনা? অভিভাবকগণ কি এইরূপ 'দৃষ্টান্ত' স্থাপনের জন্যই তাঁহাদিগকে এত অর্থ ব্যয় করিয়া শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনে পাঠাইয়াছেন? এভাবেই কি তাঁহারা মাতা-পিতার আশা পূর্ণ করিতেছেন এবং দেশ ও জাতির 'ভরসাস্থল' হইয়া উঠিতেছেন? আবদুল মালেক বাহিরের কোন গুণ্ডার আক্রমণে প্রাণ হারান নাই। হারাইয়াছেন তাঁহারই মত ছাত্রের হস্তে বা সহপাঠীর নিষ্ঠুর হস্তের নির্মম আক্রমণে। ছাত্র-তরুণের শুভ্রশক্তির এই কি নিদর্শন? হইতে পারে একজন বা কতিপয় ছাত্র এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী, কিন্তু তবু এই কলঙ্কের বোঝা প্রতিটি ছাত্রের মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। আর যদি তাহা তাঁহারা লইতে পারেন, অনুশোচনার অশ্রুতে যদি প্রতিটি ছাত্রের বক্ষ সিক্ত হয়, যদি তাঁহারা গুণ্ডামীর পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে পারেন তবেই এই কলঙ্ক কালিমা কিছুটা মুছিতে পারে।

যে উগ্র হানাহানিতে এরূপ একটি বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার নিন্দা করার উপযুক্ত ভাষা যেমন আমাদের নাই, তেমনি একটি বিধবা মাতার আশা ভরসার স্থল—আবদুল মালেকের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশেরও ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনকে জানাই গভীর সমবেদনা। এই প্রসঙ্গে ছাত্র সমাজকে আজ আত্মানুসন্ধান করিয়া অশান্তি ও হানাহানির সর্বনাশা পথ পরিহার করিতে এবং সর্বপ্রযত্নে শিক্ষায়তনের এ্যাকাডেমিক পরিবেশ রক্ষা করিতে অনুরোধ জানাই।

জাতীয় উন্নয়নে যন্ত্রপাতির চাহিদা

প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান জনাব এম, এম, আহমদ সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেন যে, এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান তাহার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শতকরা ৭৫ ভাগই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে বাধ্য হইতেছে। জনাব আহমদ জানান যে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে—অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুদ্দত কালেই চাহিদার অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যন্ত্রপাতি দেশেই উৎপাদন করিবার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া পাকিস্তান অগ্রসর হইতেছে। এতদুদ্দেশ্যে চতুর্থ প্ল্যানের সময়সীমার মধ্যে দেশে বেশ কতকগুলি যন্ত্রোৎপাদন শিল্প স্থাপন করিতে কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর।

জনাব এম, এম, আহমদের কণ্ঠে বিঘোষিত এই সরকারী নীতি নিঃসন্দেহেই দেশবাসীকে আশান্বিত ও উৎসাহিত করিবে। কারণ, ভারী শিল্প—বিশেষতঃ কলকারখানার যন্ত্রপাতি নির্মাণ-শিল্প গড়িয়া না উঠা পর্যন্ত দেশের শিল্পায়ন অপূর্ণাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যন্ত্রপাতির জন্য বরাবর বিদেশের মুখাপেক্ষিতা জাতীয় শিল্পের গুরুতর দৌর্বল্যেরই পরিচায়ক। বৈদেশিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ সংশ্লিষ্ট দেশের মেজাজমর্জির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশের নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রাগত প্রাচুর্য্য থাকিলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তাহা যদি না থাকে এবং দেশকে যদি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয় তবে শিল্প-প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রায়ই সময়সাপেক্ষ, ব্যয়সাধ্য এমন কি দুঃসাধ্যও হইয়া উঠে। বৈদেশিক ঋণদাতারা সাধারণ মহাজনদের মত নন, তাঁহাদিগকে অনেকটা রাজনৈতিক মহাজন বলা যায়। ঋণ গ্রহীতা দেশের সঙ্গে ঋণদাতা দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর ঋণ মঞ্জুর তথা যন্ত্রপাতি সরবরাহ নির্ভরশীল। দুই-এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও সাধারণভাবে ইহাই সত্য। রাজনৈতিক সম্পর্কের কিঞ্চিৎ অবনতি ঘটিলেও মঞ্জুরীকৃত ঋণ ও সাহায্য বিনা-নোটিশে অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং তাতে দেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুরুতররূপে ব্যাহত হইয়া পড়ে। এরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্টই আছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কথাই হইল নিরূপিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ ঋণদানকারীর দীর্ঘসূত্রিতামূলক তদন্ত, তল্লাশী, সার্ভে, জরিপ, ফিজিবিলিটি-ষ্টাডি, বিশেষতঃ রাজনৈতিক সম্পর্ক-ঘটিত মেজাজ-মর্জির উপর নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হওয়া প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সে জন্যই যাঁহারা দূরদর্শী তাঁহারা দেশের শিল্পায়ন করিতে গিয়া বিলাসদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী ও অনপরিহার্য্য পণ্য উৎপাদনের চেয়ে মূল ও ভারী শিল্প স্থাপন—বিশেষতঃ শিল্প-যন্ত্র উৎপাদনের দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি প্রদান করেন। এর সবচেয়ে বড় নজীর—নয়াচীন। শিল্পক্ষেত্রে সে-দেশ আমাদেরই মত অনগ্রসর ছিল। জাতীয় মুক্তির অব্যবহিত পরেই তাহারা শিল্প-যন্ত্র উৎপাদনের দিকে সবচেয়ে বেশী নজর দেয়। ফলে গণচীন অত্যল্পকালের মধ্যে যন্ত্র-উৎপাদন শিল্প ও সর্বপ্রকার ভারী শিল্পে এতটা আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে যে এখন বিদেশেও যন্ত্রপাতি ও শিল্প-সরঞ্জাম সরবরাহ করিতেছে। চীন বৈদেশিক সাহায্য নেওয়া অনেক আগেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। চীনের মত বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদশালী ও কারীগরী ঐতিহ্যসম্পন্ন বিরাট দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু মিশরের দৃষ্টান্তও ত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সেদিনের অনুন্নত মিশর পর্যন্ত ভারী শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করিয়াছে।

আমরাও তাহা করিতে পারিতাম—যদি আমাদের পূর্বতন শাসন-কর্তৃপক্ষের একটা সত্যিকার বৈপ্লবিক ও গণ-অনুকূল চরিত্র থাকিত, যদি তাঁহারা একটা মুনাফাশিকারী শ্রেণী সৃষ্টি করা ও তাহাদের স্বার্থের পাহারাদারী করার পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নকেই সর্বোচ্চে স্থান দিতেন এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতা পরিহারের নীতিমূলে শিল্পগত অগ্রাধিকার নির্দ্ধারণ করিতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতেই আমরা এই পত্রিকা মারফৎ দেশের উভয় অংশে যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্প স্থাপনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া আসিতেছি। এমন কি কোন কোন বৈদেশিক শিল্প-উপদেষ্টা দলও আঠারবিশ বৎসর আগেই সে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, সেসব সদুপদেশ গৃহীত হয় নাই। ষ্টীলমিল—যাহা ভারী শিল্পের মূল—তাহা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অহেতুক বহু বৎসর বিলম্ব করা হইয়াছে। যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, দেশে যথেষ্ট ও উৎকৃষ্ট লৌহ-আকর নাই। অথচ ইস্পাত, শিল্প-যন্ত্র ও জাহাজ উৎপাদনের দিক দিয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় কি তৃতীয় বৃহত্তম দেশ জাপানের নিঃস্ব কোন লৌহ-আকর নাই, সে উহা ষোলআনাই বিদেশ হইতে আমদানী করে। আমাদের দেশে যে লৌহ-আকর আছে উহা 'আপগ্রেড' করিয়া এবং বিদেশ হইতে আকর আমদানী করিয়া অবশ্যই ইস্পাত শিল্প স্থাপন করিতে পারিতাম। আর ইস্পাত শিল্প স্থাপিত হইলে যন্ত্রোৎপাদন শিল্পও নিশ্চয়ই এতদিনে যথেষ্ট উন্নতভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত। এতদিনে যাও বা দেশে দুই একটা ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাও অপূর্ণাঙ্গ ও অতিমাত্রায় ওভার-ক্যাপিটালাইজড। উহাদের উৎপাদন-শক্তি অত্যন্ত সীমিত, উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য বৈদেশিক আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্যের চেয়েও অধিক।

সত্য বটে, স্বাধীনতার সময় আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্প-কারখানা কিছু পাই নাই। গত ২২ বছরে প্রধানতঃ পি, আই, ডি, সি-র উদ্যোগে যে-পরিমাণ শিল্পায়ন হইয়াছে তাহা একেবারে অকিঞ্চিৎকর নহে। তবে এটাও সত্য যে, বিলাস দ্রব্য ও প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনের দিকে আমরা যত দৃষ্টি দিয়াছি তার সিকি ভাগও ভারী শিল্পের দিকে দেই নাই। এবং দেই নাই বলিয়াই আজাদীর বাইশ বছর পরও দেশ শতকরা ৭৫ ভাগ শিল্প-যন্ত্রের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী। তবু যে বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টার উপর এতটা গুরুত্ব দিয়াছেন ইহা আশাপ্রদ। মনে রাখিতে হইবে যে, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও ভারী শিল্পই একটা জাতির শিল্প শক্তির মাপকাঠি। এদিক দিয়া আমাদের দেশের উভয়াংশের ন্যূনতা যত শীঘ্র বিদূরিত হয় ততই মঙ্গল। বর্তমান সরকার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুদ্দতে এতৎ সম্পর্কে যে লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা অভিনন্দনযোগ্য। তবে ইহা আরও বর্দ্ধিত করা সম্ভব কি না তাহা প্ল্যানিং কমিশনকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। অতীতে আমরা অনেক দীর্ঘ সময় হেলায়-ফেলায় নষ্ট করিয়াছি। উহার ক্ষতি পূরণ করিতে হইলে 'বৃহৎ উল্লম্ফনে' এখন অনেকটা দূরত্ব স্বল্প সময়ে অতিক্রম করিতে হইবে।

৭১

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ রচিত মোস্তফা চরিত

আমেনার স্বপ্ন

আমাদের মনে হয়, এই উপকথাগুলির আলোচনার জন্য আমাদিগকে ইতিহাসের সূক্ষ্ম গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। এই লেখকগণের প্রমাণহীন বর্ণনাগুলিকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকারও করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে কাহাকেও বেগ পাইতে হইবে না। কারণ ঐ বর্ণনাগুলির মূল ভিত্তির অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমেনা বিবি স্বপ্নযোগে এসকল ঘটনা সন্দর্শন করেন এবং ইহা সকলে সমস্বরে স্বীকারও করিয়াছেন।

বানি আমের বংশের জনৈক প্রাচীনের সহিত হজরতের কথোপকথন উপলক্ষে শাদ্দাদ বেন আওছের যে বর্ণনা ইতিহাসে উদ্ধৃত হইয়াছে, (তাহা বিশ্বস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও) তাহাতে স্বয়ং হজরত বলিতেছেন :—

ثم رأت في منامها

তাহার পর আমার মাতা স্বপ্ন দেখিলেন—(কামেল, ১—১৬৩ পৃষ্ঠায় সমস্ত ইতিহাসেই স্বপ্নের কথা স্বীকৃত হইয়াছে)।

হাদিছে বিবি আমেনার এই স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধে এইটুকু উল্লেখ আছে। ছাবিরার-পুত্র এরবাজ বলিতেছেন। হজরত বলিয়াছেন—

انا دعوة ابراهيم وبشارة
عيسى ورؤيا امي التي رأت
حين وضعتني وقد خرج لها
نور اضاء لها قصور الشام -
(شرح السنة ورواه
احمد عن ابي امامة)

"আমি ইবরাহিমের প্রার্থনা, যীশুর সুসংবাদ এবং আমার মাতা আমাকে প্রসব করার সময় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন একটা জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া শামের (সিরিয়ার) সৌধগুলি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে—সেই সকলের সফলতার নিদর্শন। (শরহছ্ ছুন্নাহ ও মোছনদ আহমদ)

কল্পিত গল্প

কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, ইহা স্বপ্ন মাত্র। আমাদের এক শ্রেণীর কথক কল্পনাবলে এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বরং উহার সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য আরও বহু কল্পিত অলৌকিক ঘটনা, যোগ করিয়া দিয়া বিবি আমেনার এই স্বপ্নের ব্যাপারটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণ ইতিহাস লেখকগণ প্রামাণ্য ও প্রক্ষিপ্ত সকল প্রকার বিবরণ ও কিংবদন্তীগুলিকে তাহাদের পুস্তকে সঙ্কলন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। খৃষ্টান লেখকগণ, তাহা হইতে দুই চারিটা অপ্রামাণ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া অনভিজ্ঞ পাঠকের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া হজরতের চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্য বাচক নিতান্ত বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকেও প্রমাণহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। অথচ ইহারাই আবার "ওয়াকেদী" প্রভৃতির ন্যায় সর্ববাদিসম্মত অবিশ্বস্ত লেখকের প্রদত্ত বিবরণের এমন কি কেবল ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হজরতের চরিত্রে কোন গতিকে একটু দোষারোপ করার সামান্য সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। স্যার উইলিয়ম মুয়র, ডাক্তার স্প্রেঙ্গার, মারগোলিয়থ (D.S. Margolioth) প্রভৃতি খৃষ্টান লেখকগণের পুস্তকের যেকোন অংশ পাঠ করিলে, ন্যায়দর্শী পাঠক আমাদিগের এই উক্তির সত্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মুছলমানদিগের ইতিহাস ও হজরতের জীবনী লেখার নিয়ম ও পদ্ধতি যে কিরূপ অতুলনীয়, এই পুস্তকের উপক্রম খণ্ডে তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে জানাইয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সকল কিংবদন্তীর মূল প্রবর্ত্তক আবু নইম ও ছওর বিন এজিদ প্রভৃতি, রেজালশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের নিকট কখনই বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। ছওরের ধর্মমতের জন্য, তখনকার মুছলমানগণ কর্তৃক তাহাকে দেশান্তরিত হইতে হয় এবং তাঁহার ঘরদুয়ার জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আবু-নইমও একজন অসতর্ক, অবিশ্বাস্য—এমন কি (কোন কোন সমসাময়িক পণ্ডিতের মতে) মিথ্যাবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (মীজান প্রভৃতি।) ঐতিহাসিক তুলাদণ্ডে সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া লইবার পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কথকগণের প্রদত্ত বিবরণ, বিশেষতঃ অস্বাভাবিক ও আজগুবী কিংবদন্তীগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

হজরতের জন্মকালে পৃথিবীর সমস্ত বোৎ হেঁটমুখে ভূপাতিত হইয়াছিল, সমস্ত রাজসিংহাসন উলটাইয়া পড়িয়াছিল, পশু মাত্রই মানুষের মত কথা বলিতে

এই শ্রেণীর উপকথাগুলি কেবল অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিকই নহে বরং যুগপৎভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে উহা ভয়ঙ্কর কুসংস্কারমূলক পাপ। স্বয়ং হজরতই ঐ সকল কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আরম্ভ করিয়াছিল, রোমরাজ্যের ক্রুশ খসিয়া পড়িয়াছিল ইত্যাদি বিবরণগুলিকে বিনা বিচারে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ইতিহাসের সহিত যাহার একটুও সম্পর্ক আছে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, হজরত ওমরের খেলাফত যুগে, পারস্য বিজয়ের পূর্ব্বে, পারস্যের অগ্নিকুণ্ডগুলি একদিনের তরেও নির্ব্বাপিত হয় নাই! হজরতের সময় মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাবা মন্দিরের একটি বোৎও স্থানচ্যুত বা ভূপাতিত হয় নাই। (অথচ বলা হইতেছে যে, হজরতের জন্মকালে কা'বার বোৎগুলি টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

—মাদারেজ, ২২১।)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঠাকুর-প্রতিমা বা বোৎগুলির এবং রাজসিংহাসন সমূহের ভূপাতিত হওয়ার বা চতুষ্পদ জন্তুদিগের কথা বলার ঘটনা কোন দেশের কোন ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই।

অনৈছলামিক কল্পনা

ফলতঃ দুই একজন অনভিজ্ঞ কথকের কল্পনা ব্যতীত ধর্মশাস্ত্রে বা বিশ্বস্ত ইতিহাসে উহার কোন উল্লেখ নাই। বরং একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই শ্রেণীর কিংবদন্তীগুলির মধ্যে এমন অনেক বিবরণ আছে ইছলাম যাহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। পাঠকগণের সন্দেহ নিরাকরণ মানসে এখানে একটি উদাহরণ দিতেছি। হজরতের জন্মের অসাধারণত্ব প্রতিপাদন করার জন্য, আমাদের এই শ্রেণীর কথকগণ বলিতেছেন যে, উঁহার জন্মকালে নূতন গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া পর জাতীয় ও বিদেশীয় গণকবর্গ হজরতের জন্মের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। এই সকল কথা প্রমাণ করার জন্য তাঁহারা অবাধে ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষী ও গণক-ঠাকুর দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। (দেখঃ—মাদারেজ, ১৯—২৩ পৃষ্ঠা, দালাএলুন নবুয়া, খাছাএছুল কুবরা, হজরতের জন্ম প্রস্তাব।) কিন্তু আমরা ছহী মোছলেম আবুদাউদ, মোছনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি হজরত বলিতেছেনঃ—

(ক) لا تاتوا الكهان

কাহেন বা গণকদিগের নিকট যাইওনা।

(খ) ليسوا بشئ

উহারা কিছুই নহে অর্থাৎ উহাদের কথার কোন মূল্য নাই।

(গ) من اتى عرافا فسأله عن
شئ لم تقبل له صلوة
اربعين ليلة

যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তাগণের নিকট গিয়া তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে—তাহার ৪০ দিনের নামাজ নষ্ট হইয়া যায়।

(ঘ) من اتى كاهنا فصدقه
بما يقول ----
فقد برئ مما انزل على
محمد (ص)

যে ব্যক্তি গণক-ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যায় এবং তাহার কথায় বিশ্বাস করে। কোরআনের ধর্মের সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকে না।

হজরত স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে এই সকল কুসংস্কারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—

لا يرمى بها لموت احد
ولا لحياته

অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয় বা গতিবিধি দ্বারা—কাহারও মৃত্যু বা জন্মের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। (মোছলেম) বিশস্ততম হাদিছে জানা যায় যে, হজরত এই শ্রেণীর লোকদিগকে আল্লার বিদ্রোহী (কাফের) ও নক্ষত্র পূজক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (বোখারী, মোছলেম) অন্য এক হাদিছে হজরত বলিতেছেন :—

انما يفترون على الله
الكذب و يتعللون بالنجوم -

অর্থাৎ উহারা নক্ষত্রাদিগকে এক একটা ঘটনার কারণ ও লক্ষণ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া আল্লার প্রতি মিথ্যার আরোপ করিয়া থাকে। (বোখারী) হজরতের শিশু-পুত্র ইবরাহিমের মৃত্যু দিবসে সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে, মহা পুরুষের পুত্র বিয়োগ ঘটায় আজ সূর্য গ্রহণ লাগিয়াছে। এই সকল কথা হজরতের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহা একটা কুসংস্কার মাত্র। চাঁদ ও সূর্য্য আল্লাহ সম্বন্ধে দুইটি অভিজ্ঞান মাত্র। (অর্থাৎ সৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ পদার্থ দুইটি সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তাআলার নিদর্শন স্বরূপ) কাহারও জন্ম বা মৃত্যুতে তাহাতে গ্রহণ লাগিতে পারে না। (বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি)

ফলতঃ এই শ্রেণীর উপকথাগুলি কেবল অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিকই নহে, বরং যুগপৎভাবে ইছলামের দৃষ্টিতে উহা ভয়ঙ্কর কুসংস্কারমূলক পাপ। স্বয়ং হজরতই ঐ সকল কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

চিঠি পত্র

শিক্ষা বিভাগের আকস্মিক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে

শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আকস্মিক সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত একটি হাই স্কুলের সংকটাপন্ন অবস্থা বর্ণনা করতে বাধ্য হচ্ছি।

১৯৫৯ সাল থেকে মঞ্জুরীপ্রাপ্ত আটি পাঁচদোনা হাই স্কুল বছরের পর বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করায় সরকার স্কুলটিকে বিজ্ঞান এবং সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু স্কুলের জনৈক বরখাস্ত শিক্ষক তার বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ১৯৬২ সালে উক্ত হাইস্কুলের মাত্র পোয়া মাইল দূরে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হবে প্রচারের মাধ্যমে একটি জুনিয়ার হাই স্কুল চালু করে। বিনা বেতনে পড়ার লোভে সুপ্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র নব নির্মিত জুনিয়ার হাইস্কুলে ভর্ত্তি হতে থাকে। শুধু তাই নয় ১৯৬৫-৬৬ সালের আর্থিক বৎসরে উক্ত জুনিয়ার স্কুলটিকে আবার কারিগরী শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনায় নেওয়া হয়। অথচ জুনিয়ার হাই স্কুলের দালান গৃহটি আজও অসমাপ্ত।

মাত্র পোয়া মাইল দূরে নূতন স্কুল স্থাপন সম্পূর্ণ অবৈধ বলে আটি পাঁচদোনা হাই স্কুলের কার্য্যকরী সংসদ তীব্র প্রতিবাদ জানান। ফলে ঢাকা বিভাগে তদানীন্তন ডি, ডি, পি, আই ছাহেব ঘটনাস্থল তদন্ত করেন এবং এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন যে, বাস্তবিকপক্ষে উক্ত জুনিয়ার হাই স্কুল স্থাপিত হলে সুপ্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলের বিরাট ক্ষতি সাধিত হবে এবং সেই এলাকার শিক্ষাদান ব্যাহত হবে। তাই আইন মোতাবেক এত কাছাকাছি উক্ত জুনিয়ার হাই স্কুল মঞ্জুরী পাইতে পারে না। এজন্য ডি ডি পি আই সাহেব উক্ত জুনিয়ার হাই স্কুলের মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যান করেন। মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যানের সংগে সংগে যদিও জুনিয়ার হাই স্কুলটি বন্ধ করার কথা তথাপি কতিপয় অদৃশ্য হস্তের কারসাজিতে স্কুলটি যথাযথ ভাবেই চলে। অতঃপর ঢাকা বিভাগের ডি, ডি, পি, আই সাহেব ১১—৭—৬৪ তারিখে প্রেরিত ৯২০৮ (৫) নং পত্রে উক্ত বিদ্যালয়ের বিশেষ ভাবে মঞ্জুরী দান করেন। ইহা সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং যে কর্তৃপক্ষ প্রথমে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন, মাত্র আট মাস পরে সেই কর্তৃপক্ষ উক্ত জুনিয়ার স্কুলকে "বিশেষ অবস্থা" হিসাবে মঞ্জুরী দিচ্ছেন কোন আইন বলে তাহা বুঝা যাচ্ছে না। এভাবেই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত আটী পাঁচদোনা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাগ্য বিপন্ন হতে চলেছে।

অতএব উপরোক্ত ব্যাপারে ন্যায় বিচারের আশায় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।—মহাম্মদ মনসুর আলী, (সেক্রেটারী), আটী পাঁচদোনা উচ্চ বিদ্যালয়, কার্য্যকরী সংসদের পক্ষে। থানা—কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

সীমান্তের পাট চাষীর সমস্যা

যশোর জেলার শার্শা থানা পাক-ভারত সীমান্তে অবস্থিত। এই থানায় প্রচুর ধান ও পাট জন্মে। পূর্ববর্ত্তী সরকার আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে এই থানার সীমান্তের পাঁচ মাইলের মধ্যে পাটচাষ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সামরিক শাসনাধীনে সম্প্রতি এ বৎসর উক্ত আইন শিথিল করতঃ সীমান্তে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে এলাকার চাষী সম্প্রদায় শুতী ও তোষা পাট ব্যাপকভাবে চাষ করে। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনাবৃষ্টির দরুন পাটচাষ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হওয়ায় চাষিগণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে যে সমস্ত পাট কাটার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাও পানির অভাবে পচানো সম্ভবপর হইতেছে না। অপরদিকে যে সমস্ত পাট কোন প্রকারে পরিষ্কার করিয়া চাষিগণ স্থানীয় বাজারে আমদানী করিতেছে, উহা নিম্নমানের হওয়ায় উপযুক্ত দাম পাওয়া যাইতেছে না।

শার্শা থানার অন্তর্গত নাভারন রেল বাজারে জে, এম, সি-র একটি পাটক্রয় কেন্দ্র আছে। এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ ৬ বৎসর যাবৎ সীমান্তের পাট ক্রয় করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ বৎসর পানির অভাবের জন্য নিকৃষ্ট মানের যে পাট উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিতে চাহিতেছে না। চাষিগণ পাট বিক্রয়ের ব্যাপারে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা পাট বিক্রয় করিতে না পারিয়া খোলা বাজার হইতে আটা ও চাউল সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অবিলম্বে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটানোর জন্য সদাশয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। —মোঃ বাশেদুন নবী, মোঃ নাভারন রেল বাজার, যশোর।

ইরি আবাদের জন্য গভীর নলকূপ চাই

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত বোয়ালখালী থানায় নয়টি ইউনিয়ন কাউন্সিলের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার। ইহাদের শতকরা ৮০ জনই কৃষিজীবী।

গত বৎসর হইতে বোয়ালখালী থানায় ইরি ও বোরো ধানের চাষ চলিতেছে। ১৯৬৮ সনে এই থানায় ৩০টি ও ১৯৬৯ সনে ৬০টি পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে ইরি ও বোরো ধানের চাষ হইয়াছে। যেখানে নদী ও খালের পানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে ইরি ও বোরো ধানের চাষ হইয়াছে। কৃষকেরা এই মওসুমে যথেষ্ট ধানও পাইয়াছে। বোয়ালখালী থানায় এমন বহু স্থান আছে যেখানে খাল ও নদীর পানি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সেই সকল স্থানে গভীর নলকূপের সাহায্যে পানি সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে আরও কয়েক হাজার একর জমিনে ইরি ও বোরো ধানের চাষ অতিসহজেই করা যাইতে পারে।

বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত আকুবদণ্ডী গ্রামে "ইয়াছিন বিল" "[illegible] বিল" "মরা বিল," "[illegible] বিল" প্রভৃতি একই স্থানে অবস্থিত। এই বিলগুলির জমির পরিমাণ হইবে প্রায় ৩০০০ একর। বিলগুলিতে পানির অভাবে ইরি ও বোরো ধানের চাষ করা যাইতেছে না এবং এইসব বিলের মধ্যস্থলে একটি গভীর নলকূপ খনন করিলে প্রতি বৎসর প্রায় ১৮৭৫০ মণ অধিক ধান উৎপন্ন হইতে পারে, যাহার মূল্য হইবে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকার মত।

অতএব আমরা পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও সরকারী কৃষি বিভাগের আশু মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

—মহাম্মদ আবদুল হক, সাং আকবদণ্ডী, পোঃ ইকবাল পার্ক, জিলা চট্টগ্রাম।

অধিকৃত কাশ্মীরের মুক্তির জন্য কাশ্মীরীদের সংকল্প গ্রহণ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৫ই আগষ্ট।—গতকল্য যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ওপারে কাশ্মীরীগণ পাকিস্তানের ২২ তম আজাদীদিবস পালন করে। এই উপলক্ষে তাহারা ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের মুক্তি সাধনের জন্য নতুনভাবে শপথ গ্রহন করে।

কাশ্মীরী রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্যোগে আজাদ কাশ্মীর ও পাকিস্তানের বিভিন্নস্থানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল সভায় কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষ্যকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলার সংকল্প গ্রহন করা হয়।

—এপিপি

songramernotebook.com
সংগ্রামের নোটবুক

খেলাধুলা

পাবনার খেলাধূলার তখন ও এখন

॥ ইকরামুল হক ॥

প্রদেশের সমস্ত ক্রীড়াঙ্গনগুলো যখন দীর্ঘ কয়েক মাসের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে এদেশের জনপ্রিয় ফুটবল খেলায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। তখন ঐতিহ্যবাহী পাবনা জেলা ক্রীড়াসমিতির (পি, ডি, এস, এ,) আয়োজিত ফুটবল লীগ খেলা আজও শুরু হয়নি। গত কয়েক বৎসর এই ক্রীড়া সমিতির কার্যাকলাপে পাবনার ক্রীড়া মোদী দর্শকগণ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে শুধু দলাদলি আর কোন্দল এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের দোষারোপ করেই দায় শেষ করেন। যখন সর্বত্র ফুটবল খেলার মানোন্নয়নের জন্য চেষ্টা চলছে। তখন পাবনায় কেবল দিন দিন অবনতির কথাই চিন্তা করতে হচ্ছে। বেশী দিন পূর্বে নয় মাত্র ১২/১৩ বছর আগের দিকে আমরা দৃকপাত করলেই দেখতে পাব। তখন প্রত্যেক বছর এ সময় পাবনার ক্রীড়ামোদী দর্শকগন যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেতেন ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে! তখন শহরে পাবনা স্পোর্টিং ক্লাব, ইয়ং স্পোর্টিং, ক্লাব মুসলিম স্পোর্টিং পুলিশ একাদশ, সি,পি,বি,এ, টেকনিক্যাল স্কুল একাদশ, কলেজ একাদশ এই ধরনের ৭/৮টি দল নিয়ে লীগ হত। শহরের ৩টি মাঠ কলেজ, পুলিশ ময়দান, ও জিন্নাহ পার্কে এই খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হত। উপরোক্ত দলগুলোর মধ্যে পাবনা স্পোর্টিং ও ইয়ং স্পোর্টিং দলই অন্যান্য টিমের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী শক্তিশালী ছিল। যার ফলে এই দুটি টিমের মধ্যে লীগ বিজয়ের জন্য হোত তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা। এছাড়া অন্যান্য টিমগুলোও ভালো ফল লাভের আশায় মৌসুমের প্রথম থেকে নিজ নিজ দলের খেলোয়াড়দের অনুশীলনেরী মাধ্যমে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করত। এই টিমগুলোর মধ্যে পাবনা স্পোর্টিং ক্লাবের গোল রক্ষক সামসুল হুদা ব্যাক আনসার আলী (বর্ত্তমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল ডিরেক্টর) রাইট আউট কাদের লেফট আউট শফি, সেণ্টার হাফ-কুদ্দুস ও কাশেম বিশ্বাস এবং ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যাক-অজিত, সেণ্টার হাফ মোমতাজ, ইন-বিফ, এবং এছাড়া অন্যান্য দলের আত্তা-পাতা ভ্রাতৃদ্বয় এবং নান্নু ও রহিমুদ্দির খেলার কথা এখন পাবনাবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। লীগ খেলা ছাড়াও জ্যাকশন শীল্ড, স্বাধীনতা দিবসের শীল্ডের খেলা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হত। পাবনা জেলা তখন খেলা-ধুলারক্ষেত্রে একটা বিশেষ স্থান লাভ করায় জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ জনাব এম, এইচ, চৌধুরী (বর্ত্তমান ইপিআইডিসির চেয়ারম্যান) তাঁহার মায়ের স্মৃতির স্মরণার্থে "সৈয়দা বদরুন্নেসা মেমোরিয়াল শীল্ড" টুর্ণামেণ্ট খেলার প্রচলন করেন। তখন আমরা দেখেছি এই সকল শীল্ড টুর্ণামেণ্ট খেলার জন্য চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী রংপুর, দিনাজপুর জেলা সহ বহু জেলার ভাল ভাল টিম অংশ গ্রহণ করেছে। তখন প্রদেশের ফুটবল খেলার প্রাণ কেন্দ্র পাবনার এইসব খেলা দেখার জন্য বাইরে থেকে দর্শকেরও সমাগম হতো প্রচুর। এরপর অর্থাৎ ১৯৬০ সনের দিকে জেলার খেলাধুলার আরও উন্নতি ঘটে। বিশেষ করে তখন তরুণ খেলোয়াড় সমন্বিত কতক গুলো টিম গঠিত হয়। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯৬১ সনে পাবনা জেলা ক্রীড়া সমিতির তৎকালীন সেক্রেটারী জনাব আফতাব উদ্দিন আহমেদের সুযোগ্য পরিচালনায় তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে ফুটবল এবং হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতায় প্রাদেশিক চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের গৌরব অর্জ্জন করে।

ক্রীড়াসংস্থায় দলাদলি : খেলার অধঃপতন

এর কিছুদিন পরেই ক্রীড়া সমিতির মধ্যে গড়ে উঠে দুটি পরস্পর বিরোধী দল। যার ফলে ক্রমে খেলাধুলার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে সুষ্ঠ পরিচালনার অভাবে। (অবশ্য ১৯৬৫ ও ৬৭ সনে ফুটবলে যথা প্রাদেশিক রানার্স আপ ও চ্যাম্পিয়ন শীপ অর্জ্জন করলেও জেলার বিশিষ্ট খেলোড়দের মত অনুসারে তাতে নাকি জেলার ক্রীড়া সমিতির কর্মকর্ত্তাদের মোটেই কৃতিত্ব ছিল না) এই সময় অর্থাৎ ১৯৬২-৬৩ সালে জেলার তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে চুনু, বুদ্ধু, ভুলু, বাচ্চু ও ছাত্তারের খেলায় যে জৌলুস দেখা গিয়েছিল, তা যদি পরবর্ত্তীকালে ভাল কোচের তত্ত্বাবধানে তাদের অনুশীলনী দেওয়া যেত তাহলে তাদের ভবিষ্যতে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাওয়াটা হয়ত অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। এ ছাড়া আমরা তৎকালীন অর্থাৎ ১৯৫৮ সনে ক্রীড়া সমিতির প্রচেষ্টায় জাতীয় ফুটবল দলের খেলাও দেখেছি। কিন্তু বর্ত্তমান পাবনা জেলা ক্রীড়া সমিতির কার্যাকলাপ দেখে বিগত দিনের কথা চিন্তা করলে দুঃখই পেতে হয়! গত কয়েক বছর যেন পাবনা ক্রীড়া জগতে শনির দৃষ্টি লেগেছে, ৩/৪ বছর থেকে লীগ খেলা মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য টুর্ণামেন্টের কথা তো নাই। গত বছর অতি কষ্টে লীগ খেলা শেষ হলেও, চাকশন শীল্ড খেলার যখন তোড়জোড় চলছিল এবং এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জনা প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছিল। বিভিন্ন জেলার ২২টি টিম খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য সম্মতি জানিয়েছিল এবং যখন খেলা অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজ প্রায় সমাপ্ত সেই সময় জেলা ক্রীড়া সমিতির জনৈক উর্দ্ধতন কর্মকর্ত্তা আকস্মিকভাবে সামান্য অজুহাতে খেলা বন্ধ করে দেন।

নির্ব্বাচনে গড়িমসি

এ বছরে এ পর্য্যন্ত ক্রীড়া সমিতির নির্ব্বাচনই অনুষ্ঠিত হয় নি। যদিও সমিতির গঠনতন্ত্র অনুসারে পূর্ব্বেই নির্বাচন হওয়ার কথা। কয়েকদিন পূর্ব্বে লীগ খেলার কথা শোনা গেলেও আজ পর্য্যন্ত বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না। আ কাল শহরের মাঠগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, প্রায় মাঠগুলো তৃণভূমিতে পরিণত হয়েছে। সে সব স্থানে এখন গরু চরে। অবশ্য কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় যেমন : বাবু, চুনু,

(১০ পৃঃ দ্রঃ)

একটি অভিযোগ

বারশালের ক্রীড়াজগতে ভাটা নামিয়া আসিতেছে

॥ খোন্দকার আমিনুল আলম ফরহাদ ॥

ফুটবল খেলার প্রাণকেন্দ্র বরিশাল জেলার ফুটবল খেলা আজ বিদায় নিতে চলেছে—একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না। চলতি মওসুমে বরিশাল ষ্টেডিয়ামে ফুটবল খেলায় তেমন বিশেষ আকর্ষণীয় দিক লক্ষ্য করা যায় নাই। এই জেলার অধিবাসীরা খেলাধুলার দিকে বিশেষ করিয়া ফুটবল খেলার দিকে বিশেষ আগ্রহী। পাকিস্তান জাতীয় দলের অন্তরর্ভুক্ত পাকিস্তানের সেরা খেলোয়াড় হিসাবে বেশ কয়েকজন নামজাদা খেলোয়াড় বরিশালের তথা পূর্ব্ব বাংলার সুনাম কিনেছে। ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অধিনায়ক পিণ্টু, নুরুন্নবী হাফিজ গজনবী কবির, ও কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক মোঃ শাজাহান এই জেলার মাঠেই তৈরী খেলোয়াড়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে স্থানিয় খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই উন্নত খেলার জন্য আগ্রহী, তবে তারা বঞ্চিত কেন? তারা কি খেলাধুলার অবাধ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত? এবারের কর্তৃপক্ষ প্রথম রাউণ্ডের খেলা শেষ করে দিয়ে এখন ক্ষান্ত করেন? এই মৌশুমে কি ষ্টেডিয়ামে আর কোন ফুটবল খেলা দেখা যাবে না? এমনিভাবে খেলার উৎসাহকে হঠাৎ করে রুদ্ধ করে দেওয়ার পেছনে কি শক্তি থাকতে পারে? বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ বরিশালের খেলার মান ক্রমান্বয়ে নিচুর দিকে চলিয়া যাইতেছে। এর কারণ কি আমার মনে হয় এখানকার ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্ত্তাদের অনুৎসাহ হেতু এখন কার ক্রীড়া জগতে জোয়ারের পরিবর্ত্তে দিনের পর দিন ভাটা নামিয়া আসিতেছে। সে দিন গিয়েছিলাম বেল পার্ক ময়দানে আন্তঃস্কুল ফুল প্রতিযোগিতার একে স্কুল বনাম নুবিয়া হাই স্কুলের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলা দেখতে কিন্তু দুঃখের বিষয় বরিশালের একজন রেফারীর অভাবে সেদিনকার খেলা দেখার সৌভাগ্য আর হয়নি। হাজার হাজার দর্শক নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হলো, ষ্টেডিয়ামে ঐ একই অবস্থা হয়তো একই রেফারীকে রোজ রোজই দেখা যায় খেলা পরিচালনা করতে। তাদের মধ্যে এমন দুই একজন আছেন যারা ফুটবল খেলা সম্পর্কেই অজ্ঞ। খেলাপরি চালনা করাতে দুরের কথা। মাঠের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় অথচ লীগ খেলা শুরু হয়ে গেলো মাঠের কোন উন্নত হলো না।

আজাদী দিবস উপলক্ষে ই, পি, আই, ডি, সি বনাম দিলকুশা ফাইন্যাল ফুটবল খেলায় বিজয়ী দল ই, পি, আই, ডি, সির ক্যাপটেন হাশেমুদ্দিনকে পুরস্কার নিতে দেখা যাইতেছে। —আজাদ

চরম বিশৃংখলার মধ্যে

খুলনা আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা

খুলনা আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনা, উৎসাহ ও উদ্যম সত্যই আশাব্যঞ্জক। এই উদ্যোগের ভিত্তিতে দেশে সত্যই যে সুদক্ষ খেলোয়াড় জন্মলাভ করিবে ইহা চিন্তা করিয়া এবং দেশের ভবিষ্যৎ এক্ষেত্রে উজ্জলতর হইবে ভাবিয়া আমাদের রীতিমত আনন্দ হইতেছে। এইবারের খেলায় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, মফস্বল এলাকার ছাত্ররা বুট ব্যবহার করিতেছে। উন্নততর ভঙ্গিতে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া আমাদের চমৎকৃত করিতেছে। খুলনার যে সব অঞ্চল অত্যন্ত অনগ্রসর বিশেষ করিয়া দুরতম আবাদ অঞ্চলের ছেলেরাও শহরে কায়দায় মাঠে নামা ওঠা পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা প্রদর্শন মুলক খেলা দেখাইয়া দর্শকের মনে উৎসাহ সঞ্চার করিতেছে। নুতনতর পদ্ধতিও বিভিন্ন স্কুলে অনুসৃত হইতেছে। এই সমস্ত উন্নততর পদ্ধতি তথা ক্রীড়া গত সংস্কৃতির অগ্রগতি আমাদের আশাতীত ছিল।

তবে পাশাপাশি এই আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার কয়েকটি নৈরাশ্যজনক দিকের কথাও চিন্তা করিয়া আমরা উদ্বেগ বোধ করিতেছি। এই সম্পর্কে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া জোন' তথা গোটা জেলার খেলার কিছুটা চিত্র দিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রথমে ডুমুরিয়া জোনের ফুটবল প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করি। অধিকাংশ হাইস্কুলগুলি ডুমুরিয়া জোনের খেলায় অংশ গ্রহণ করে নাই। এই জোনে স্কুলের সংখ্যা ৯টি। তন্মধ্যে ৪টি স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। বাকী ৫টি করে নাই।

কিন্তু এসমস্ত নিন্দাবাদ নিন্দুকেরা করিলেও তব উৎসাহী সীমিত সংখ্যক কতকগুলি স্কুল নেহায়েৎ মনের জোরে অংশগ্রহণ করিতে আগাইয়া যায়। এবছরের খেলার ঘটনাদৃষ্টে যাহা মনে হইতেছে তাহাতে বোঝা যাইতেছে, বিদ্যালয়গুলির ভীতি বা আপত্তি নিরর্থক নয় বরং রীতিমতভাবে অর্থক।

দেখা গেল গুটুদিয়া হাইস্কুল বনাম রঘুনাথপুর হাইস্কুলের খেলা। গুটুদিয়া ডুমুরিয়ার পার্শবর্তী গ্রাম। তাহাদের প্রতাপের জোরে ইতিমধ্যে খুলনা জেলায় তাহারা বেশ পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রীড়াঙ্গণে দুরাগত কোমলমতিদের নিকট সপ্ত সংখক গোল ভক্ষণ করিয়া যখন ছাত্ররা এবং তাহাদের পক্ষের লোকগুলি মারমুখী হইয়া রঘুনাথপুরের ছাত্রদের উপর কারণে অকারণে চড়াও হইতে লাগিলে তখন মাঠের দুর্ণামের এক অংশের সত্যতা উপলব্ধি করা গেল। আর তাছাড়া দূরের বলিয়া প্রতিপক্ষ আশঙ্কিত হইয়া অসহায়ভাবে কাকতি মিনতি করিতে লাগিল। শেষে শোনা গেল তাহারা নাকি চৌমোহনায় ফেলিয়া আক্রমণ করিবে। অবশেষে কতগুলি ভদ্রলোক ইহাদের সঙ্গে আসিয়া খানিকদূর পথ আগাইয়া দিলে বিপদের নিস্তার হয়। ফাইনাল খেলা হইল ডুমুরিয়া বনাম রঘুনাথপুর। এই খেলায় 'জোনাল' সম্পাদকের নির্দ্দেশকে উপেক্ষা করিয়া কতকগুলি বহিরাগত খেলোয়াড় ডুমুরিয়া পক্ষে অংশ গ্রহণ করে। রেফারী ৭০ মিনিট (আইনগত নয়) খেলাইয়া গোল শোধ দেওয়াইতে চেষ্টা করে, কেননা, রঘুনাথপুর স্কুল ১ গোলে অগ্রগামী ছিল। অবশেষে যখন কোন মতে আটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না তখন বেপরোয়া হইয়া মারমুখী হইল এবং বহিরাগত খেলোয়াড়ের এক ন রঘুনাথপুর দলের ব্যাকের পায়ে তীব্র আঘাত করে।

এই সমস্ত বহিরাগতদের উৎপাত চরম আকার ধারণ করে—খুলনা সদর খেলায়। দক্ষিণ খুলনা জোন হইতে যাহারা জিতিয়া খেলিতে আসে তাহাদের অনেকেই যে ছাত্র নন তাহা অনুমিত হয়। অনেকেই তাহাদের কথা ছাত্র হিসাবে জানেনা খেলোয়াড় হিসাবেই জানে। এই সমস্ত নিয়মিত খেলোয়াড় দলভুক্ত করিয়া খেলিতে দেখিলে আমাদের কি সত্যিই হতাশ হইতে হয়না? তাহ হইলে কোমলমতি ছাত্রদের খেলার সুযোগ বা উন্নতি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? বেশী আশ্চর্য হইতে হয় যখন দেখা যায়, ইহারা রীতিমতভাবে পরিচয়পত্র এবং ফটোসহ আসিয়াছে এবং প্রধান শিক্ষক নিজেই সনাক্তকারী। এই সমস্ত প্রবীণ ছাত্ররা ইস্কুলে পড়িলে নিসন্দেহে দেশের বয়স্ক শিক্ষার প্রসার হইবে। কিন্তু এধরনের ভূমিকায় নামিলে অভিভাবকদের আশঙ্কার বা উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

মাঠের দুরবস্থা

তারপর ধরা যাক খেলার মাঠের কথা। জিলা স্কুলের মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় গোলের পিছনে কোন নেট বা জাল ছিল না। ব্যবস্থাপক সমিতি এবং রেফারীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মহল হইতে পক্ষপাতিত্ব দোষের কথা উচ্চারিত হইতে শোনা যায়। কারণস্বরূপ কিছুটা জানা যায় নাকি পার্শ্ব হইতে ছাত্ররা (?) রেফারীকে সাইকেলের চেন, চাকু, প্রভৃতির মারণাস্ত্রের ভয় দেখায়। অগত্যা পৈতৃক প্রাণের মমতায় রেফারীকে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে হয়। মাঝে মাঝে এই মাঠে আবার খেলায় গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়া এই ভয়প্রদর্শনের বাস্তবতার প্রমাণ দেয়। দৌলতপুর মোহসীন স্কুল বনাম সেণ্ট যোসেফের খেলায় মাঠে গণ্ডগোল, মারামারিও হয়। সুতরাং এদিনটি সন্দেহে উদ্বেগের কারণ।

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ক্রীড়া জগতের টুকিটাকি

সংগ্রাহক—আজম মাহমুদ (দিনাজপুর)

* আফ্রিকান ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সর্ব প্রথম অলিম্পিক পদক পান ইথিওপিয়ার প্রখ্যাত ম্যারাথন রানার আবেবে বা কেলা, ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে তিনি একটি স্বর্ণপদক পান। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে আবার ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি পর পর দুইবার ম্যারাথন দৌড়ে জয়ী হয়েছেন।
* টেষ্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুত শত উইকেট পূর্ণ হয়, ইংল্যাণ্ডের জি, এ, লহম্যেনের তিনি ১৬টি টেষ্টে তাঁর ১০০ উইকেট পূর্ণ করেন।
* টেষ্ট ক্রিকেট সবচেয়ে দ্রুত শত রান করেন অষ্ট্রেলিয়ার জে, এম, গ্রেগোরী, তিনি ১৯২১—২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোহান্সবার্গ টেষ্টে মাত্র ৭০ মিনিটে তাঁর ১০০ রান পূর্ণ করেন।
* বর্ত্তমানে টেষ্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় হচ্ছেন ইংলণ্ডের টম গ্রেভনী। তাঁর বয়স বর্ত্তমানে ৪২ বৎসর।
* অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ফাষ্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ১৯৬৮—৬৯ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের মেলবোর্ণ টেষ্টে ৭১ রানে ৭টি উইকেট লাভ করেন। এটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বলিং।
* টেষ্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশী বল করেছেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সনি রমাধীন। ১৯৫৭ সালে ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে এসবাসটন টেষ্টে তিনি এক ইনিংসে দীর্ঘ ৯৮ ওভার বল করেন।

আমাদের কথা

আসন্ন ইংল্যাণ্ড সফরে পাকিস্তান হকি দলের পক্ষে খেলার জন্যে স্থানীয় কম্বাইণ্ড স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় সাদেকের অন্তর্ভুক্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্রীড়ামোদী মহলে আনন্দের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

এ কথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, এই প্রথম একজন পূর্ব পাকিস্তানী খেলোয়াড় জাতীয় হকি দলে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হলেন। পূর্ব পাকিস্তানে হকি খেলোয়াড়ের সংখ্যা নেহায়েত অপ্রতুল নয়ে এবং এ খেলার কদরও এখানে যথেষ্ট রয়েছে। তবুও এতদিন কেন একটিও খেলোয়াড় জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি, তার কারণ ভেবে পাওয়া যায় না। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুযোগ এবং সদিচ্ছা থাকলে দেশের এ অঞ্চলের খেলোয়াড়েরাও নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হবেন। তাই আমরা বলছিলাম, এতদিন পর যখন সাদেককে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, তখন আমাদের যতটুকু আনন্দিত হওয়ার কথা, ঠিক ততটুকু প্রাণখোলা ভাবে আনন্দে শরিক হতে পারছি না, কারণ, সাদেকের জাতীয় দলের পক্ষে খেলার সুযোগ 'দু'বছর পূর্ব্বেই আসা উচিত ছিল। তাই বলতে ইচ্ছা করে, "সেই কাজই করলি তবে কেন লোক হাসালি"।

* * * * *

কায়েদে আজম ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আম্পায়ার্সের দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে পাকিস্তান ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড পূর্ব্ব পাকিস্তান রেফারী আম্পায়ার্স সমিতির জনাব বাদশাহ সিরাজী এবং মোহাম্মদ আলীকে নির্ব্বাচিত করেছেন।

কায়েদে আজম ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান রেফারী আম্পায়ার্স সমিতির সদস্য হিসাবে এই প্রথম দু'জন প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলেন।

আমরা আশাকরি, এ দু'জন প্রতিনিধি নিজেদের দায়িত্ব সতর্কতার সাথে পালন করবেন।

কক্সবাজার ফুটবল লীগ প্রসঙ্গে

॥ সিরাজুল মোস্তফা ॥

গত ৬ই আগষ্ট কক্সবাজার মহকুমা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় ষ্টেডিয়ামে চলতি মওসুমের ফুটবল লীগের খেলা শুরু হয়েছে। স্থানীয় মহকুমা প্রশাসক খেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী দিবসে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত টেকপাড়া ইয়থ ফুটবল ক্লাব এবং আজাদ ইয়ং ষ্টার দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়।

চলতি বছর লীগ টুর্ণামেণ্টে সাতটি দলের অংশগ্রহণের কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কক্সবাজার মহকুমার সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল দল হিসেবে পরিচিত কক্সবাজার কলেজ দল খেলায় অংশ গ্রহণ করবে না। আশা করা যায় যে, আগামী যে সব টুর্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত হবে, সে সব টুর্ণামেণ্টে কক্সবাজার কলেজ অংশ গ্রহণ করবে।

কক্স বাজার মডেল হাই স্কুলও এই মওসুমের লীগ টুর্ণামেণ্টে অংশ করবে না বলে জানা গেছে। ফলে ক্রীড়ামোদীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। কক্সবাজারের জনসাধারণ আশা করছেন যে, এই বছরের খেলা বেশ অনেকটা উন্নত মানের হবে। কারণ, অন্যান্য বছরের চাইতে চলতি বছর অনেক উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়ের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের কাছে জনসাধারণ সুন্দর, উন্নতমানের এবং উল্লেখযোগ্য খেলা আশা করেন। কক্সবাজার মহকুমা ক্রীড়া সমিতি আয়োজিত লীগ টুর্ণামেণ্টের খেলা সুন্দর ও সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে স্থানীয় ক্রীড়া রসিকদের আনন্দ দানে সক্ষম হোক এই আশাই আমরা করবো।

জ্ঞাতব্য

উৎসাহী ক্রীড়ামোদীদের কাছ থেকে মফস্বল এলাকার খেলাধুলা সম্পর্কিত প্রবন্ধ, ফিচার ও চলতি খেলাধূলার সমালোচনা আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রবন্ধসমূহের সঙ্গে লেখকের নাম, ঠিকানা থাকতে হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হওয়া চাই। লেখা পাঠাবার ঠিকানা :

ক্রীড়া সম্পাদক,
দৈনিক আজাদ

আজাদী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নৌকা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদিগকে প্রধান বিচারপতি জনাব বিচারপতি বি, এ, সিদ্দিকী একটি রৌপ্যাধারী পুরস্কার দিতেছেন। —আজাদ

songramernotebook.com
সংগ্রামের নোটবুক

করাচী জামাত নেতার বিবৃতি

দেশের 'অঙ্গচ্ছেদকামী'দের সম্পর্কে ব্যবস্থা দাবী

করাচী, ১৩ই আগষ্ট।—জামাতে এছলামী দলের স্থানীয় শাখার আমীর জনাব শাব্বির হোসেন শরাফী এক বিবৃতিতে "পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদকামী" ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

জনাব শরাফী এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সম্মানার্থ জনাব জি, এম সৈয়দ প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় ভারতীয় হাই কমিশনারের উপস্থিতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উহাতে সেই মহামান্য অতিথিকে তিনি কোন হেতুতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে।

জামাতে এছলামী নেতা এখানে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন:

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা গিয়াছে যে, জনাব জি, এম সৈয়দ কর্তৃক সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের তরফ হইতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সম্মানার্থ স্থানীয় এক হোটেলে সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। উহাতে ভারতীয় হাই কমিশনার ও অন্যান্য দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তদুপরি উহাতে দফায় দফায় সিন্ধু জিন্দাবাদ স্লোগান তোলা হয় এবং শেখ মুজিবর রহমানকে খুশী করার জন্য বঙ্গভূমি জিন্দাবাদ স্লোগানও উঠে।

ইহা এখন আর গোপন কিছু নহে যে, জনাব জি, এম সৈয়দ "জয় সিন্ধু" স্লোগানের ধুয়া তুলিয়া রাজা দাহিরের সেই সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে চাহেন, যেখানে আপন ভ্রাতা ভগ্নীতে বিবাহ চলে। অথচ ইহা এছলামী সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জনাব জি, এম সৈয়দ এ ছাড়া সিন্ধুর ভারতভুক্তি সম্পর্কে যে হুমকি দিয়াছিলেন, তাহাও জনগণ ভুলে নাই।

এই অবস্থায় গতকল্যকার সম্বর্দ্ধনা সভায় ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ বাজপেয়ী'র উপস্থিতিতে জনমনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাকে এই সম্বর্দ্ধনা সভায় বিশেষভাবে আমন্ত্রণের হেতু কি? তবে কি জনাব জি, এম সৈয়দ 'জয় সিন্ধ' ধুয়া তুলিয়া দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করিতে চাহেন?

ভারত সর্বদাই পাকিস্তানকে দুর্বল করার এবং উহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেওয়ার যে কোন সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই অবস্থায় প্রতীয়মান হয় যে, জনাব জি এম সৈয়দ একজন ভারতীয় এজেন্ট এবং তাহাদের উস্কানিতে নূতন দাবী তুলিয়া চলিয়াছেন। এইজন্য সরকার ও জনগণের উচিত এই ব্যাপারে অবিলম্বে তীক্ষ্ণ নজর দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের তৎপরতা দেশের এবং ইসলামের স্বার্থের পরিপন্থী। তাহাদের বিরুদ্ধে সরকারের নবঘোষিত বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এইসঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের সভায় বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতির বিষয়টিও পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ তাহাদের উপস্থিতিতে এই আশঙ্কাই সত্য প্রমাণ হয় যে, বৈদেশিক শক্তিসমূহ আমাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতেছে। —পিপিআই

গাজা শহর: গাজা শহরে আরব গেরিলাদের তৎপরতার মুখে আরবদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার জন্য এক স্থানে জড়ো করিয়া এছরায়েলী সৈনিকগণ তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিতেছে। —ইউপিআই

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

৫৬ জন শিক্ষকের ধর্ম্ম নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির বিরোধিতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাপান্ন জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির বিরোধিতা করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাহারা বলেন যে "আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া আমাদের দেশের কিছু লোক কতিপয় পরামর্শ উত্থাপন করিয়াছেন। এ ধরণের পদক্ষেপ পাকিস্তানের ন্যায় একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তির উপর কুঠারাঘাতের সামিল।

বিবৃতিতে যাহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন জনাব এ, কিউ, চৌধুরী, ডক্টর এম, এ, নাসের ডক্টর এম, ইব্রাহীম, ডক্টর এম, আজম, ডক্টর রফিকুল বারী এবং ডক্টর ইউসুফ জাই।

৩১ জন শিক্ষকের বিবৃতি

ঢাকা ইসলামিয়া হাই স্কুল ও বিভিন্ন মাদ্রাসার ৩১ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষানীতিতে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী ছাঁচে গঠিত করার সুপারিশ করিয়াছেন।

তথ্য উজিরের ভাষণ

তরুণ সম্প্রদায়ের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৪ই আগষ্ট।—তথ্য ও বেতার দফতরের উজীর মেজর জেনারেল নওয়াবজাদা মোহাম্মদ শের আলী খান বলেন যে, তরুণ সম্প্রদায়ের হাতেই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

তিনি গতকাল এখানে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলে সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করিতেছিল।

তথ্য উজীর উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল ছাত্রদের অঙ্কিত উক্ত চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। —পিপিআই

নয়া শিক্ষানীতি অভিনন্দিত

বিভিন্ন সভায় ধর্ম্মনিরপেক্ষতার কঠোর প্রতিবাদ

বাগেরহাট, ১৬ই আগষ্ট।—নবঘোষিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে বাগেরহাট 'ইসলামী ছাত্র সংঘের' অফিসে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা আলী হোসেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে নবঘোষিত শিক্ষানীতির প্রতি জোর সমর্থন জানাইয়া সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষকে মোবারকবাদ জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে ডিগ্রী ক্লাশ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবী জানানো হয়। এবং মুষ্টিমেয় তথাকথিত শিক্ষাবিদদের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সোপারেশের তীব্র নিন্দা করা হয়। সভায় পাকিস্তানে ইছলাম বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধেরও দাবী জানান হয়। —নিঃ সঃ

° ° °

সিলেট, ১৩ই আগষ্ট।—গত ৮ই আগষ্ট মওলানা মুজাম্মিল আলী সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় গুপশর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ওলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভা হয়। সভায় বর্তমান সরকারের নূতন শিক্ষানীতির প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায় হইতে ডিগ্রী পর্যন্ত ইসলামিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং দেশ হইতে ইসলাম বিরোধী কার্য্যকলাপ দূরীকরণ এবং নূতন শিক্ষা নীতি কার্যকরী করার জন্য আহ্বান জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এক প্রস্তাবে পাকিস্তানে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রবর্তনের সোপারেশকারীদিগকে তাহাদের প্রস্তাব সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার করার জন্য অনুরোধ করা হয়। —সংবাদদাতা

° ° °

সিলেট, ১১ই আগষ্ট।—সম্প্রতি ফুলবাড়ী আজিরিয়া আলীয়া মাদ্রাসার মিলনায়তনে ছাত্রদের এক জরুরী সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হক সাহেব।

পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের পর সভায় সরকার ঘোষিত নয়া শিক্ষা নীতিকে অভিনন্দন এবং এব্যাপারে কতিপয় মহল হইতে যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা নীতি চালুকরার শোপারেশ করা হইয়াছে তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন: মাষ্টার ইশাদ আলী মওলবী হাবিবুর রহমান আনোয়ার হুসেইন, মুজিবুর রহমান, হাফিজ মজদুদ্দীন প্রমুখ।

মাদ্রাসার সেক্রেটারী মাওঃ হাবিবুর রহমান বলেন, পাকিস্তান একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র সুতরাং এই আদর্শের পরিপন্থী কোন শিক্ষানীতি এবং আইন কানুন মুসলমানগণ বরদাস্ত করিবে না। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির দাবীদারগণকে তিনি পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী বলিয়া আখ্যায়িত করেন। —সংবাদদাতা

বরুড়া (কুমিল্লা) ১৩ই আগষ্ট।—সম্প্রতি বরুড়া হাইস্কুলে শিক্ষক এবং ছাত্রদের এক সমাবেশ হয়। সমাবেশে সরকার ঘোষিত নয়া শিক্ষানীতিকে অভিনন্দিত করা হয়। অনতিবিলম্বে এই নয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

° ° °

ঢাকা, ১৪ই আগষ্ট।—সম্প্রতি সারকুলার রোড, ধানমণ্ডিতে বিনতে সিদ্দিক হোসেনের সভানেত্রীত্বে ইসলামী মহিলা সংঘের এক সভা হয়। সভায় নয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনার পর বর্তমান সরকারের নয়া শিক্ষানীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইসলামিয়াত কমপালসারী করিবার আহবান জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় কিছুসংখ্যক শিক্ষক কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের সোপারেশের কঠোর সমালোচনা করা হয় ও তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় সরকার নয়া শিক্ষানীতি সহশিক্ষা পদ্ধতি চালু রাখিবেন না বলিয়া নারী সমাজকে আশ্বাস দিয়াছেন। ঠিক শই সময়ে সহশিক্ষা চালু রাখিবার জন্য ধানমণ্ডী সেণ্ট্রাল রোডে একটি নূতন কলেজ খোলা হইতেছে। স্থানীয় ৮৮ জন বিশিষ্ট লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রতিবাদ লিপি প্রিন্সিপাল ছাহেবের নিকট পাঠানো হইলেও কোন কাজ হয় নাই। —সংবাদাতা

° ° °

ঢাকা, ১২ই আগষ্ট।—সম্প্রতি বাদামতলী মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে এক আলোচনা সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মওলানা নেজামুল হক সভায় প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিকে অভিনন্দিত করা হয়। গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে ডিগ্রী ক্লাশ পর্যন্ত ইছলামিয়াত শিক্ষা চালু, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষানীতিবাদের সমালোচনা, মেয়েদের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং যাবতীয় অনৈছলামিক কার্যাকলাপ বন্ধের দাবী করা হয়। —সংবাদদাতা

° °

মতলব গঞ্জ (কুমিল্লা), ১১ই আগষ্ট।—সম্প্রতি মতলবগঞ্জ থানা আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মোছলেমীন গঠন উপলক্ষে এক সভা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে নয়া শিক্ষানীতির প্রতি অভিনন্দন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির সমালোচনা করা হয়। সভায় অবিলম্বে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সোপারেশ করা হয়। —সংবাদদাতা

° ° ° °

ঢাকা, ১৪ই আগষ্ট।—সম্প্রতি ঢাকা শহরের ফকিরাপুল, গোলগোলা, পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, শিংটোলা, ছিদ্দিক বাজার, যাত্রাবাড়ী পুরাতন মসজিদ, নূতন মসজিদ প্রভৃতি স্থানে নয়া শিক্ষা নীতি সম্পর্কে আলোচনা সভা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ইছলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য ইছলামী শিক্ষা ও ইছলামী অর্থনীতি, দর্শন, বাণিজ্য প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করার সোপারেশ করা হয়। সভাসমূহে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু, মাদ্রাছা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, সহশিক্ষা বন্ধ, পর্দ্দাসহ নারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, মাদ্রাছা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অটোনোমাস বোর্ড গঠন এবং এছলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়। অপর প্রস্তাব সমূহে ইছলাম বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালুর সোপারেশ করা হয়। গৃহীত সর্বশেষ প্রস্তাবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সোপারিশের তীব্র নিন্দা করা হয়। —সংবাদদাতা

দৌলতানার অভিমত

শাসনতন্ত্র প্রশ্নে গণভোট সঠিক পন্থা নহে

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৫ই আগষ্ট।—কাউন্সিল মোছলেম লীগ সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ মমতাজ দৌলতানা বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণভোট সঠিক পন্থা হইতে পারে না। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে উহার সমাধান করা উচিত বলিয়া তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

আজাদী দিবস উপলক্ষে মোছলেম লীগ আয়োজিত এক সভায় জনাব দৌলতানা বক্তৃতা দান করিতেছিলেন। সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সরদার শওকাত হায়াত খান, ডঃ জাবেদ একবাল ও মিয়া আবদুল খালেকও বক্তৃতা দান করেন।

স্থানীয় জনৈক লীগ কর্মীর গৃহে আয়োজিত উক্ত সভায় জনাব দৌলতানা বলেন যে, জনগণের দাবীদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল মাত্র জন প্রতিনিধিদেরই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রস্তাব তুলিতে দেওয়া উচিত। কাউন্সিল লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতায় পাকিস্তান দিবসের তাৎপর্য্য এবং স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। তিনি সত্বর সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সামরিক সরকারের নিকট অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইহার বিকাশ সম্ভব। গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে পাকিস্তান অর্জ্জনের লক্ষ্য অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পাকিস্তানের প্রতি বিভিন্ন সময় ভারতের হুমকির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, পাকিস্তানী জনগণ দেখাইয়া দিয়াছে যে, তাঁহারা যে কোন হুমকি মোকাবেলা করিতে সক্ষম। —পিপিআই

এজেন্ট নিয়োগ

জুট বোর্ডের নিকট আবেদনের সময়সীমা বর্দ্ধিত

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৫ই আগষ্ট।—বাৎসরিক ৪০ হাজার বেলের কম পাকা ও অর্দ্ধ পাকা বেল পাট রপ্তানীর আওতার টোকেন দান এবং ৬৯—৭০ সালের গ্যারাণ্টিকৃত পুন: ক্রয় (কাচা বেল) পরিকল্পনা অনুসারে কাচা বেলারদের এজেন্ট হিসাবে নিযুক্তির জন্য জুট বোর্ডের নিকট আবেদনের সময় সীমা চলতি বছরের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের এক এশতেহারে প্রকাশ।

ইতিপূর্ব্বে ২৭শে জুলাই ৩০শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট জুট বোর্ডের প্রেসনোটসমূহে এব্যাপারে যে শর্তাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে।

পাবনার খেলাধুলা

(১ম পৃঃ পর)

দিলু, মানু সহ কয়েকজনকে বিকেলে কলেজ মাঠে ফুটবল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। আর যারা খেলোয়াড় রয়েছেন তাদের বেশীর ভাগই আজ খেলাধুলা না থাকাতে এক রকম প্রায় খেলা ভুলতে বসেছেন। জনৈক প্রবীণ খেলোয়াড় একদিন আক্ষেপ করে বলছিলেন, ক্রীড়া সমিতির মধ্যে আমলাদের যতক্ষণ হস্তক্ষেপ বন্ধ না হচ্ছে, ততক্ষণ এখানে খেলাধুলা সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারবে না।

পাবনার ক্রীড়ামোদি দর্শকগণ মনে করেন যে, অচিরে ক্রীড়া সমিতির মধ্যে সমস্ত গলদ দূর করে; সত্বর নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী কমিটি গঠন কোরে খেলাধূলার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাবনার পূর্ব্ব সুনাম ফিরে আনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

করাচী বিমান বন্দরে শেখ মুজিব

গণপ্রতিনিধিদের রচিত শাসনতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য

করাচী, ১৫ই আগষ্ট।—আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল এখানে ঘোষণা করেন যে, শুধুমাত্র নির্ব্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত একটি শাসনতন্ত্রই পাকিস্তানী জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে।

করাচীতে সপ্তাহব্যাপী সফরশেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তনকালে করাচী বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

মওলানা ভাসানী কর্তৃক আহূত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মেলন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন যে, সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারেন না। কেননা, পরিষদে নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা জনগণের ম্যাণ্ডেট লাভ করেন না।

শেখ সাহেবের করাচী সফর তাহার পার্টির কর্মসূচী সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছে। উভয় অংশে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলই তাহার দলের কর্মসূচীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতেছে বলিয়া তিনি পুনরুল্লেখ করেন।

পিপিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে গণপ্রতিনিধি নির্ব্বাচনের আহ্বান জানান।

গত বুধবার শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন যে, ক্ষমতার প্রকৃত মালিক জনগণের নিকট অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে অবিলম্বে দেশে নির্বাচনের ব্যবস্থা করাই বর্তমান কর্তৃপক্ষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য হইবে ফেডারেল পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বশীল আইন পরিষদ গঠন ও দেশে বেসামরিক সরকার কায়েম। নির্ব্বাচিত ফেডারেল আইন পরিষদ একই সংগে আইন পরিষদ ও গণপরিষদ হিসাবে কাজ করিয়া যাইবে। এবং ৬ মাসের মধ্যে দেশকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান করিবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার দলের কর্মসূচী ও ছাত্র সমাজের ১১ দফাকে শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণের আহ্বান জানান। কেননা এই দুই কর্মসূচীতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যানুপাতে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব এবং এক ইউনিট বিলোপের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহ পুনরুজ্জীবনের কথা বিবৃত রহিয়াছে। শেখ মুজিব আরো বলেন যে, আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের বিরোধী। —এপিপি

নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ বহুমূত্র রোগের কারণ!

করাচী, ১৫ই আগষ্ট।—বহুমূত্র সংক্রান্ত গবেষণা কর্মীদের এক জরীপ হইতে জানা গিয়াছে যে, চাচাতো ভাই-বোন অথবা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ সম্ভবতঃ বহুমূত্র রোগের কারণ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তানের শতকরা ২ জন লোক বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছে। 'ঔষধ সেবনের মাধ্যমে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা শীর্ষক' আলোচনা সভা পাকিস্তান বহুমূত্র সমিতির সভাপতি ডঃ হামিদ ইব্রাহিম ভাষণ দান করিতেছিলেন। উক্ত সেমিনারে তিনি আরও বলেন যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পাকিস্তানে বহুমূত্র রোগের বিস্তার বেশী। ঔষধ সেবনের মাধ্যমে বেশ কিছু বহুমূত্র রোগীকে সুস্থ করা সম্ভব হইয়াছে।

বহুমূত্র রোগ চক্ষুরোগ বিস্তারে সহায়ক এবং রোগীর অন্ধত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি অত্যন্ত আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং ইহা প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পি পি আই

শিল্পপতিদের সভায় এহসানুল হকের বক্তৃতা

সমাজকল্যাণভিত্তিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণের আহ্বান

ঢাকা, ১৫ই আগষ্ট।—আজ এখানে বণিক ও শিল্পপতি সমিতির কার্য্যালয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য উজির জনাব এহসানুল হক ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে সমাজকল্যাণভিত্তিক উৎপাদন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার জন্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। কারণ উহার দ্বারাই দেশের অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টায় অধিকতর পরিপূর্ণরূপে অংশ গ্রহণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সরকারের বর্তমান আমদানী, রপ্তানী ও পণ্যনীতির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি দেশের ও সেই সাথে নিজেদের কল্যাণের জন্য উহার সর্ব্বাধিক পরিমাণ সুযোগ গ্রহণের জন্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সমাজের নিকট আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, উদারভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের পূর্ব্বশর্ত্ত হিসাবে সমাজের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। একমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের উদারভিত্তিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই সকল ক্ষেত্রে উদারভিত্তিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা সহ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ টিকিয়া থাকিতে পারে। —পিপিআই

মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত

হংকং, ১৫ই আগষ্ট।—হ্যানয় বেতারে প্রকাশিত বিবরণে জানা যায় যে গতকাল উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যদল উত্তর ভিয়েৎনামের হাতাই প্রদেশে একটি চালকবিহীন মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করিয়াছে। পি পি আই/এ এফ পি

SIEMENS

সিমেন্স মানেই উন্নত মানের জিনিষ

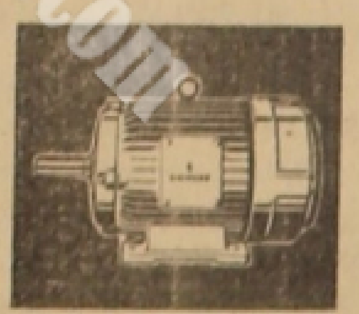

থ্রী ফেজ ইণ্ডাকশান মোটর

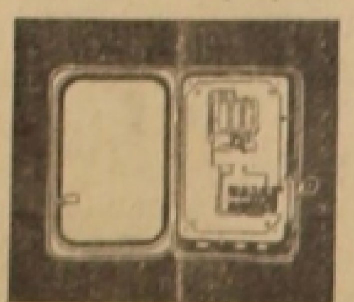

ষ্টার ডেল্টা ষ্টার্টার

প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক:
সিমেন্স পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ
করাচী · ঢাকা · লাহোর

KEYMER SPP-28